

বার্ষিক প্রতিবেদন

২০২০-২০২১



বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি মন্ত্রণালয়

বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা

বার্ষিক প্রতিবেদন ২০২০-২০২১



বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি মন্ত্রণালয়
বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা

বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি মন্ত্রণালয় কর্তৃক প্রকাশিত

বার্ষিক প্রতিবেদন ২০২০-২০২১

প্রকাশকাল: ১২ অক্টোবর, ২০২১

সম্পাদনা পর্ষদ

নিরঞ্জন দেবনাথ

অতিরিক্ত সচিব (প্রশাসন)

বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি মন্ত্রণালয়

মোঃ আছির উদ্দীন সরদার

উপসচিব (প্রশাসন অধিশাখা-২) ও কাউন্সিল অফিসার

বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি মন্ত্রণালয়

মুদ্রণ: জলসিঁড়ি প্রিন্টিং এন্ড প্যাকেজিং

২৬২, ফকিরাপুল, ঢাকা-১০০০।



মন্ত্রী
বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

প্রসঙ্গ কথা

বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি মন্ত্রণালয় ২০২০-২১ অর্থবছরের বার্ষিক প্রতিবেদন প্রকাশ করছে জেনে আমি আনন্দিত। এ প্রতিবেদন থেকে ২০২০-২১ অর্থবছরে মন্ত্রণালয় কর্তৃক সম্পাদিত উল্লেখযোগ্য কার্যাবলি এবং মন্ত্রণালয়ের ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা সম্পর্কে সম্যক ধারণা লাভ করা সম্ভব হবে।

সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি স্বাধীনতার মহান স্থপতি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের স্বপ্ন ছিল একটি ক্ষুধা-দারিদ্র্যমুক্ত এবং সুখী-সমৃদ্ধ বাংলাদেশ গড়ার। তাঁর এ স্বপ্ন বাস্তবায়নে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী বঙ্গবন্ধু কন্যা জননেত্রী শেখ হাসিনা নিরলসভাবে কাজ করে যাচ্ছেন। মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর ঘোষিত রূপকল্প অনুযায়ী ২০২১ সালের মধ্যে বাংলাদেশকে মধ্যম আয়ের দেশে এবং ২০৩০ সালের মধ্যে এসডিজি অর্জন ও ২০৪১ সালের মধ্যে বাংলাদেশকে উন্নত দেশে পরিণত করার লক্ষ্যে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি মন্ত্রণালয় এবং এর অধীন সংস্থাসমূহ নীতি এবং আইন প্রণয়নসহ উন্নয়নমূলক কার্যক্রম বাস্তবায়ন করে যাচ্ছে।

বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি সংক্রান্ত নীতি নির্ধারণ এবং এ খাতের উৎকর্ষ সাধন ও সার্বিক উন্নয়নে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি মন্ত্রণালয়ের ভূমিকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিবিষয়ক গবেষণা, উন্নয়ন, প্রযুক্তি উদ্ভাবন, প্রসার ও প্রযুক্তির সফল প্রয়োগের মাধ্যমে দেশ ও জাতির আর্থসামাজিক সমৃদ্ধি অর্জনে সহায়তা প্রদান এ মন্ত্রণালয়ের মূল লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য। এ সকল কর্মকাণ্ড দেশের মানবসম্পদ উন্নয়ন, দারিদ্র্য বিমোচন, কর্মসংস্থান সৃষ্টি ও আর্থসামাজিক উন্নয়নে তাৎপর্যপূর্ণ ভূমিকা রাখছে। সেই সাথে বিজ্ঞানমনস্ক জাতি গঠনে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিষয়ে মানবসম্পদ উন্নয়নের লক্ষ্যে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিবিষয়ক গবেষণার জন্য বাজেট বরাদ্দ বৃদ্ধিসহ কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ে অধিকতর মেধাবী ছাত্র-ছাত্রীদের বিজ্ঞান বিষয়ের প্রতি আকর্ষণ বৃদ্ধির বিষয়ে যথোপযুক্ত উদ্যোগ গ্রহণের লক্ষ্যে মন্ত্রণালয়ের নিরলস প্রচেষ্টা অব্যাহত আছে।

বাংলাদেশ আজ পরমাণবিক বিদ্যুৎ উৎপাদনের দ্বারপ্রান্তে। পাশাপাশি জীবপ্রযুক্তি, সমুদ্রসম্পদ এবং বিজ্ঞানের অন্যান্য বিষয়ের ওপর গবেষণা, প্রযুক্তির উন্নয়ন ও এর সফল প্রয়োগের মাধ্যমে শীঘ্রই বাংলাদেশ উন্নত বিজ্ঞানচর্চা এবং প্রযুক্তি নির্ভর দেশের সমপর্যায়ে পৌঁছতেও সক্ষম হবে। সাফল্যের এ ধারাবাহিকতা রক্ষা করে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিচর্চা এবং এর সর্বোচ্চ প্রায়োগিক ব্যবহারের মাধ্যমে আমরা জাতির পিতার স্বপ্নের ক্ষুধা-দারিদ্র্যমুক্ত, বৈষম্যহীন ও জ্ঞানভিত্তিক সোনার বাংলা গড়তে সক্ষম হব বলে প্রত্যাশা করি।

আমি এ প্রতিবেদন প্রকাশনার সঙ্গে জড়িত সকলকে আন্তরিক ধন্যবাদ জানাই।

জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু
বাংলাদেশ চিরজীবী হোক।



স্থপতি ইয়াফেস ওসমান



সচিব
বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

মুখবন্ধ

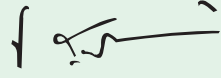
বার্ষিক প্রতিবেদন সরকারি কার্যক্রমের গতিশীলতা, স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতার মানদণ্ড। এ লক্ষ্যে অন্যান্য বছরের ন্যায় এবারও বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি মন্ত্রণালয়ের গঠনকাঠামো, কর্মপরিধি, কর্মবিন্যাস এবং ২০২০-২১ অর্থবছরে সম্পাদিত কার্যাবলি ও ভবিষ্যৎ কর্মপরিকল্পনা সম্পর্কে ধারণা প্রদানের জন্য বার্ষিক প্রতিবেদন প্রকাশের উদ্যোগ নেয়া হয়েছে।

সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি, জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের নেতৃত্বে লাখো শহিদের আত্মত্যাগে অর্জিত স্বাধীন বাংলাদেশকে ২০৪১ সালের মধ্যে উন্নত-সমৃদ্ধ দেশে উন্নীত করার লক্ষ্যে বঙ্গবন্ধু-কন্যা মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বে অন্যান্য মন্ত্রণালয়ের ন্যায় বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি মন্ত্রণালয়ও নিরলসভাবে কাজ করে যাচ্ছে। মূলত বর্তমান গণতান্ত্রিক সরকারের ভিশন-২০২১ এবং নির্বাচনি ইশতেহারের আলোকে একটি ক্ষুধা ও দারিদ্র্যমুক্ত, বিজ্ঞানমনস্ক, প্রযুক্তি নির্ভর ও আত্মনির্ভরশীল জাতি গঠন করাই বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি মন্ত্রণালয়ের মূল লক্ষ্য। এ প্রেক্ষিতে এ মন্ত্রণালয় বিজ্ঞানভিত্তিক গবেষণার নতুন ক্ষেত্র সৃষ্টি, টেকসই ও পরিবেশবান্ধব প্রযুক্তির উদ্ভাবন, সমুদ্রবিষয়ক জ্ঞান অর্জন ও সম্পদ আহরণ, দক্ষ মানবসম্পদ সৃজন এবং সর্বোপরি পারমাণবিক বিদ্যুৎ উৎপাদন ও পরমাণু চিকিৎসাসেবা প্রদানের মাধ্যমে পারমাণবিক শক্তির শান্তিপূর্ণ ব্যবহার নিশ্চিত করে আসছে। এ মন্ত্রণালয়ের প্রশাসনাধীন সংস্থাসমূহও তাদের নিজ নিজ কর্মপরিধি অনুসারে জনগণকে বিশেষায়িত সেবা প্রদান করে আসছে। দেশের প্রত্যন্ত অঞ্চলের জনগণের কাছে এ সকল সেবা পৌঁছে দেয়ার লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় অবকাঠামো নির্মাণ ও বিকেন্দ্রীকরণ কার্যক্রম প্রক্রিয়াধীন রয়েছে।

এ প্রতিবেদনে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি মন্ত্রণালয়সহ এর অধীন সংস্থাসমূহের গঠনকাঠামো, কর্মপরিধি ও কর্মবিন্যাসের তথ্য সন্নিবেশ করা হয়েছে। উপরন্তু, বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি মন্ত্রণালয়ের উদ্যোগে ২০২০-২১ অর্থবছরে

আয়োজিত বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ অনুষ্ঠান; মন্ত্রণালয় কর্তৃক সম্পাদিত গুরুত্বপূর্ণ কার্যাবলি; উন্নয়ন কার্যক্রমের বাস্তবায়ন অগ্রগতির বিবরণ এবং উল্লেখযোগ্য অর্জনসমূহ প্রতিবেদনটিতে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। মন্ত্রণালয়ের ভবিষ্যৎ কর্মপরিকল্পনা প্রণয়ন ও বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে প্রতিবেদনটি গুরুত্বপূর্ণ দলিল হিসেবে বিবেচিত হবে। আশা করা যায় যে, প্রতিবেদনটি একদিকে যেমন এ মন্ত্রণালয়ের কার্যক্রমের জবাবদিহিতা ও স্বচ্ছতা নিশ্চিত করবে, অপরদিকে কার্যক্রমসমূহের সাথে সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাগণের আত্মমূল্যায়নেও প্রতিবেদনটি সহায়ক হবে।

এ প্রতিবেদন সংকলন ও প্রকাশনার সাথে সংশ্লিষ্ট সকলকে আন্তরিক ধন্যবাদ ও অভিনন্দন জানাই।



জিয়াউল হাসান এনডিসি

সূচিপত্র

প্রথম অধ্যায়

মন্ত্রণালয় পরিচিতি

ক্রম	শিরোনাম	পৃষ্ঠা নম্বর
১	পটভূমি	৯
২	লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য	৯
৩	প্রধান কার্যাবলি	৯
৪	জনবল ও সাংগঠনিক কাঠামো	১০
৫	মন্ত্রণালয়ের উল্লেখযোগ্য কর্মকাণ্ড	১২
৬	তথ্যসেবা প্রদান	১৯
৭	মানবসম্পদ উন্নয়ন	২০
৮	ডিজিটাইজেশন কার্যক্রম	২১
৯	প্রশাসনামূলক সংস্থাসমূহের সংক্ষিপ্ত পরিচিতি	২১
১০	বাজেট বরাদ্দ ও ব্যয়	২২
১১	মন্ত্রণালয়ের উল্লেখযোগ্য অর্জন	২৪
১২	বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি	৩০
১৩	এসডিজি কর্মপরিকল্পনা	৪৩
১৪	এপিএ বাস্তবায়ন	৪৫
১৫	জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল কর্মপরিকল্পনা ও বাস্তবায়ন	৪৯

দ্বিতীয় অধ্যায়

মন্ত্রণালয়ের অধীন সংস্থাসমূহের উল্লেখযোগ্য কার্যাবলি

ক্রম	শিরোনাম	পৃষ্ঠা নম্বর
১৬	বাংলাদেশ পরমাণু শক্তি কমিশন	৫৭
১৭	বাংলাদেশ বিজ্ঞান ও শিল্প গবেষণা পরিষদ (বিসিএসআইআর)	৭১
১৮	বাংলাদেশ রেফারেন্স ইনস্টিটিউট অব কেমিক্যাল মেজারমেন্টস	৯৯
১৯	জাতীয় বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি জাদুঘর	১১৫
২০	বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান নভোথিয়েটার	১৩১
২১	ন্যাশনাল ইনস্টিটিউট অব বায়োটেকনোলজি (এনআইবি)	১৩৯
২২	বাংলাদেশ পরমাণু শক্তি নিয়ন্ত্রণ কর্তৃপক্ষ	১৫৫
২৩	বাংলাদেশ ন্যাশনাল সায়েন্টিফিক এন্ড টেকনিক্যাল ডকুমেন্টেশন সেন্টার (ব্যাঙ্গডক)	১৬৭
২৪	বাংলাদেশ ওসানোগ্রাফিক রিসার্চ ইনস্টিটিউট	১৭৫
২৫	বঙ্গবন্ধু বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি ফেলোশিপ ট্রাস্ট	১৯১
২৬	নিউক্লিয়ার পাওয়ার কোম্পানি বাংলাদেশ লিমিটেড (এনপিসিবিএল)	১৯৬

প্রথম অধ্যায়

মন্ত্রণালয় পরিচিতি

১.০ পটভূমি

বর্তমান বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি মন্ত্রণালয়ের কার্যক্রম শুরু হয় শিক্ষা ও সংস্কৃতিবিষয়ক মন্ত্রণালয়ের অধিভুক্ত ‘বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি গবেষণা ও আণবিক শক্তি বিভাগ’ নামে মার্চ ১৯৭২-এ। ডিসেম্বর ১৯৭৪-এ তা শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের নিয়ন্ত্রণে ‘বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি গবেষণা এবং আণবিক শক্তি বিভাগ’ নামে একটি স্বতন্ত্র বিভাগে রূপান্তরিত হয়। ডিসেম্বর ১৯৭৬-এ মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের অংশ হিসেবে এ বিভাগটি সরাসরি মহামান্য রাষ্ট্রপতির নিয়ন্ত্রণে ন্যস্ত হয় এবং ‘বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি গবেষণা বিভাগ’ নামকরণ করা হয়। মার্চ ১৯৮৪-তে এটি পুনরায় স্বতন্ত্র বিভাগ হিসেবে শিক্ষা মন্ত্রণালয়ে ন্যস্ত হয়। আগস্ট ১৯৯৩-এ বিভাগটি ‘বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি মন্ত্রণালয়’ নামে একটি স্বতন্ত্র মন্ত্রণালয়ে উন্নীত হয়। মন্ত্রণালয়ের কর্মপরিধি পুনর্বিন্যাস করে ২৪ মার্চ ২০০২-এ এর নামকরণ করা হয় ‘বিজ্ঞান এবং তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি মন্ত্রণালয়’। অতঃপর ২৮ এপ্রিল ২০১১-এ বিজ্ঞান এবং তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি মন্ত্রণালয়ের অধীন ‘বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিভাগ’ এবং ‘তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগ’ নামে দু’টি পৃথক বিভাগে পুনর্গঠিত হয়ে সর্বশেষ ৪ ডিসেম্বর ২০১১-এ যথাক্রমে ‘বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি মন্ত্রণালয়’ এবং ‘তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি মন্ত্রণালয়’ নামে দু’টি পৃথক মন্ত্রণালয় গঠিত হয়। বর্তমান সরকার দায়িত্ব গ্রহণের পর বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিগত উৎকর্ষ অর্জন, সমন্বয়পযোগী কর্মোদ্যোগ গ্রহণ এবং বাস্তবায়ন ও দীর্ঘমেয়াদি কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়নের মাধ্যমে একটি সুখী ও সমৃদ্ধ বাংলাদেশ গড়ার দৃঢ় প্রত্যয়ে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি মন্ত্রণালয় এবং এর প্রশাসনাধীন বিভিন্ন সংস্থা দক্ষতা ও নিষ্ঠার সঙ্গে কাজ করে যাচ্ছে।

২.০ লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য

বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিবিষয়ক গবেষণা, প্রযুক্তি উদ্ভাবন, উন্নয়ন, প্রচার, প্রসার এবং এসবের সফল প্রয়োগের মাধ্যমে উন্নত সমৃদ্ধ জাতি গঠনে সহায়তা প্রদান এ মন্ত্রণালয়ের মূল লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য। এ উদ্দেশ্য বাস্তবায়নে মন্ত্রণালয় কয়েকটি সুনির্দিষ্ট অভিলক্ষ্য নির্ধারণ করেছে; যেমন:

- পারমাণবিক বিদ্যুৎকেন্দ্র ও পরমাণু চিকিৎসাকেন্দ্র স্থাপনের মাধ্যমে পরমাণু শক্তির শান্তিপূর্ণ ব্যবহারের ক্ষেত্র সম্প্রসারণ;
- বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিবিষয়ক গবেষণা এবং দক্ষ মানবসম্পদ সৃজন ও উন্নয়ন;
- দরিদ্র জনগোষ্ঠীর জীবনমান উন্নয়নে টেকসই ও পরিবেশবান্ধব প্রযুক্তি উদ্ভাবন ও উন্নয়ন;
- সমৃদ্ধসম্পদবিষয়ক গবেষণার জন্য প্রয়োজনীয় অবকাঠামো নির্মাণ;
- বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিষয়ে গবেষণার জন্য তথ্য-উপাত্ত সরবরাহে সক্ষমতা বৃদ্ধিকরণ; এবং
- বিজ্ঞানমনস্ক জাতি গঠনের বিষয়ে প্রয়োজনীয় উদ্যোগ গ্রহণ।

৩.০ প্রধান কার্যাবলি

লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য বাস্তবায়নের জন্য বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি মন্ত্রণালয় ও এর প্রশাসনাধীন সংস্থাসমূহ নিম্নবর্ণিত কার্যক্রম পরিচালনা করছে:

- বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিবিষয়ক জাতীয় নীতিমালাসমূহ বাস্তবায়নের লক্ষ্যে বিভিন্ন মন্ত্রণালয়ের কার্যক্রমের মধ্যে সমন্বয় সাধন;
- জাতীয় বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি পরিষদ (এনসিএসটি)-এর সুপারিশসমূহ বাস্তবায়ন;
- বঙ্গবন্ধু বিজ্ঞান এবং প্রযুক্তি ফেলোশিপ প্রদান;
- বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির বিভিন্ন সেক্টরে গবেষণা ও উন্নয়ন সংশ্লিষ্ট সরকারি-বেসরকারি সংস্থা/প্রতিষ্ঠানসমূহকে আর্থিক অনুদান প্রদান;
- বেসরকারি মাধ্যমিক ও উচ্চমাধ্যমিক শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের বিজ্ঞানাগারে যন্ত্রপাতি সংগ্রহের জন্য অনুদান প্রদান;
- বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের গবেষক/বিজ্ঞানীদের দক্ষতা বৃদ্ধির জন্য দেশে-বিদেশে প্রশিক্ষণ প্রদান;
- অভিজ্ঞতা বিনিময় ও বাস্তবভিত্তিক জ্ঞান অর্জনের জন্য দেশি-বিদেশি বিশেষজ্ঞদের সমন্বয়ে ওয়ার্কশপ ও সেমিনারের আয়োজন;

- বিভিন্ন দেশ ও সংশ্লিষ্ট আন্তর্জাতিক সংস্থাসমূহের সঙ্গে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিবিষয়ক সহযোগিতার সম্পর্ক স্থাপন, উন্নয়ন এবং সংশ্লিষ্ট ক্ষেত্রে চুক্তি সম্পাদন ও সহযোগিতা কার্যক্রম বাস্তবায়ন;
- পারমাণবিক বিদ্যুৎকেন্দ্র স্থাপন এবং পারমাণবিক নিরাপত্তা ও বিকিরণ নিয়ন্ত্রণ সম্পর্কিত কার্যসম্পাদন;
- দেশের নিউক্লিয়ার বিকিরণ উৎস ব্যবহারকারী প্রতিষ্ঠানসমূহকে লাইসেন্স প্রদান ও তদারকিকরণ;
- পরমাণু শক্তির শান্তিপূর্ণ ব্যবহারের ক্ষেত্র সম্প্রসারণ;
- সমুদ্রসম্পদ চিহ্নিতকরণ, আহরণ ও গবেষণা;
- কেমিক্যাল মেট্রোলজি, জীবপ্রযুক্তি, ইলেকট্রনিক্স ও অন্যান্য শিল্পবিষয়ক গবেষণা;
- দেশীয় লাগসই প্রযুক্তি উদ্ভাবন ও ব্যবহার এবং এ সংক্রান্ত অবকাঠামো ও মানবসম্পদ উন্নয়ন;
- বিজ্ঞান জনপ্রিয়করণ ও বিজ্ঞান সচেতনতা সৃষ্টির লক্ষ্যে দেশের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহের সমন্বয়ে প্রতিবছর 'জাতীয় বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি সপ্তাহ' উদযাপন;
- উপজেলা, জেলা, বিভাগ ও কেন্দ্রীয় পর্যায়ে বিজ্ঞান মেলা ও বিজ্ঞান অলিম্পিয়াড আয়োজন;
- আধুনিক জীবপ্রযুক্তির মাধ্যমে কৃষি, পরিবেশ, চিকিৎসা ও শিল্পক্ষেত্রে পরিবেশবান্ধব ও টেকসই উন্নত প্রযুক্তি উদ্ভাবন ও উৎপাদন বৃদ্ধির লক্ষ্যে গবেষণা কার্যক্রম পরিচালনাসহ মানবকল্যাণে এর সুফল প্রয়োগ; এবং
- জনসাধারণের মধ্যে বিজ্ঞান শিক্ষার প্রসার ও বিজ্ঞান সচেতনতা বৃদ্ধিকরণ।

৪.০ জনবল ও সাংগঠনিক কাঠামো

বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি মন্ত্রণালয়ে মোট অনুমোদিত পদ ১৯০টি, এর মধ্যে ১৫৬টি পূরণকৃত এবং ৩৪টি পদ শূন্য রয়েছে। একজন সচিবের অধীনে ৫ জন অতিরিক্ত সচিবের তত্ত্বাবধানে ৫টি অণুবিভাগ রয়েছে, যথা: (১) প্রশাসন অণুবিভাগ (২) পারমাণবিক বিদ্যুৎ অণুবিভাগ, (৩) বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি উন্নয়ন অণুবিভাগ, (৪) বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি অণুবিভাগ এবং (৫) উন্নয়ন অণুবিভাগ।

৪.১ প্রশাসন অণুবিভাগ

প্রশাসন অণুবিভাগ ৭টি অধিশাখা/শাখা নিয়ে গঠিত, যথা-

অধিশাখা-১: বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি মন্ত্রণালয়ের কর্মকর্তা/কর্মচারীবৃন্দের প্রশাসন ও সংস্থাপন সংক্রান্ত কার্যাবলি;

অধিশাখা-২: জাতীয় সংসদ ও মন্ত্রিপরিষদের সিদ্ধান্ত বাস্তবায়ন, মন্ত্রণালয়ের কার্যাবলির মাসিক ও বার্ষিক প্রতিবেদন প্রণয়ন, সমন্বয়সভা সংক্রান্ত যাবতীয় কার্যাবলি;

অধিশাখা-৩: মন্ত্রণালয় ও এর অধীন সংস্থাসমূহের অনুন্নয়ন বাজেট প্রস্তুতকরণ ও অনুমোদন, অডিট নিষ্পত্তি এবং বার্ষিক কার্যসম্পাদন চুক্তি সংক্রান্ত যাবতীয় কার্যাবলি;

শাখা-৪: মন্ত্রণালয়ের যাবতীয় সরবরাহ ও সেবা সংক্রান্ত কার্যাবলি;

অধিশাখা-৫: বাংলাদেশ বিজ্ঞান ও শিল্প গবেষণা পরিষদ এবং বাংলাদেশ রেফারেন্স ইনস্টিটিউট অব কেমিক্যাল মেজারমেন্টস-এর উন্নয়ন বহির্ভূত অন্যান্য সংস্থাপন, প্রশাসন, আইন ও বিধি সংক্রান্ত যাবতীয় কার্যাবলি;

অধিশাখা-৬: বাংলাদেশ পরমাণু শক্তি কমিশনের সংস্থাপন, প্রশাসন, আইন ও বিধি সংক্রান্ত যাবতীয় কার্যাবলি;

শাখা-২৩: মন্ত্রণালয়ের কর্মকর্তা/কর্মচারীগণের বেতন-ভাতা, ছুটি, অডিট, পেনশন, মন্ত্রণালয়ের যাবতীয় আয়-ব্যয়ের হিসাব সংরক্ষণ সংক্রান্ত কার্যাবলি এই শাখা হতে সম্পাদন করা হয়।

৪.২ পারমাণবিক বিদ্যুৎ অণুবিভাগ

পারমাণবিক বিদ্যুৎ অণুবিভাগ ৪টি অধিশাখা/শাখা এবং ২টি নিউক্লিয়ার পাওয়ার উইং নিয়ে গঠিত, যথা-

অধিশাখা-১৯: রূপপুর পারমাণবিক বিদ্যুৎকেন্দ্র স্থাপনসহ ভবিষ্যতে দেশে স্থাপিতব্য সকল পারমাণবিক বিদ্যুৎকেন্দ্র সম্পর্কিত যাবতীয় প্রশাসনিক কার্যাবলি, আন্তর্জাতিক পরমাণু শক্তি সংস্থা (IAEA) ও সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন আন্তর্জাতিক সংস্থার সঙ্গে যোগাযোগ স্থাপন ও তথ্য বিনিময়;

অধিশাখা-২০: পারমাণবিক বিদ্যুৎকেন্দ্রের সেফটি ও সিকিউরিটি এবং নিউক্লিয়ার পাওয়ার প্ল্যান্ট-সংশ্লিষ্ট আইন/বিধি/প্রবিধান/নীতি ইত্যাদি বিষয়ক কার্যাবলি; এবং

শাখা-২১ ও ২২: রূপপুর পারমাণবিক বিদ্যুৎকেন্দ্র স্থাপন প্রকল্পসহ অপরাপর পারমাণবিক বিদ্যুৎকেন্দ্র স্থাপন সংক্রান্ত প্রকল্পসমূহের যাবতীয় কার্যাবলি;

নিউক্লিয়ার পাওয়ার উইং, মস্কো, রাশিয়া- রূপপুর পারমাণবিক বিদ্যুৎকেন্দ্র নির্মাণ কার্যাদি সুষ্ঠুভাবে বাস্তবায়নের জন্য রাশান ফেডারেশন সরকারের সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়, সংস্থা/সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানের সাথে সার্বক্ষণিক পরামর্শ ও যোগাযোগ রক্ষা সংক্রান্ত কার্যাবলি;

নিউক্লিয়ার পাওয়ার উইং, ভিয়েনা, অস্ট্রিয়া- পরমাণু শক্তির শান্তিপূর্ণ ব্যবহার, পারমাণবিক বিদ্যুৎকেন্দ্র নির্মাণ কাজে IAEA-এর সদর দপ্তরের সাথে সার্বক্ষণিক পরামর্শ ও যোগাযোগ রক্ষা সংক্রান্ত কার্যাবলি।

৪.৩ বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি উন্নয়ন অণুবিভাগ

বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি উন্নয়ন অণুবিভাগ ৫টি অধিশাখা/শাখা নিয়ে গঠিত, যথা-

অধিশাখা-৭: বাংলাদেশ জাতীয় বিজ্ঞান ও কারিগরি তথ্য সংগ্রহ ও বিতরণ কেন্দ্র (ব্যাসডক) এবং জাতীয় বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি জাদুঘরের সংস্থাপন, প্রশাসন, আইন ও বিধি সংক্রান্ত যাবতীয় কার্যাবলি;

অধিশাখা-১০: আইন/বিধি/প্রবিধি/নীতি/চুক্তি ইত্যাদির ওপর মতামত প্রদান, জাতিসংঘের অধীন বিভিন্ন সংস্থার সঙ্গে যোগাযোগ ও এতদসংক্রান্ত যাবতীয় কার্যাবলি, বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিবিষয়ক যাবতীয় দ্বিপাক্ষিক চুক্তি সম্পাদন এবং বিভিন্ন আন্তর্জাতিক বিষয়াবলির ওপর মতামত প্রদান সংক্রান্ত কার্যাবলি;

অধিশাখা-১৩: মন্ত্রণালয় ও এর অধীন সংস্থাসমূহের কর্মকর্তা/ কর্মচারীদের অভ্যন্তরীণ/ বৈদেশিক প্রশিক্ষণ/ সভা/ সেমিনার/ ওয়ার্কসেপে মনোনয়ন সংক্রান্ত কার্যক্রম গ্রহণ ও তথ্য সংরক্ষণ সংক্রান্ত কার্যাবলি;

অধিশাখা-১৫: বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান নভোথিয়েটার -এর সংস্থাপন, প্রশাসন, আইন ও বিধি সংক্রান্ত যাবতীয় কার্যাবলি;

অধিশাখা-১৮: বাংলাদেশ সমুদ্র গবেষণা ইনস্টিটিউট ও বাংলাদেশ পরমাণু শক্তি নিয়ন্ত্রণ কর্তৃপক্ষের সংস্থাপন, প্রশাসন, আইন ও বিধি সংক্রান্ত যাবতীয় কার্যাবলি।

৪.৪ বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি অণুবিভাগ

বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি অণুবিভাগ ৫টি অধিশাখা/শাখা নিয়ে গঠিত, যথা-

অধিশাখা-৯: বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির জন্য বিশেষ অনুদান সংক্রান্ত কার্যাবলি;

অধিশাখা-১২: জাতীয় বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি ফেলোশিপ কর্মসূচি এবং উদ্ভাবনমূলক গবেষণা ও উন্নয়ন প্রকল্পে অনুদান প্রদান সম্পর্কিত কার্যাবলি;

শাখা-২৪: মন্ত্রণালয় ও এর অধীন সংস্থাসমূহের তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি সম্পর্কিত কার্যাবলি;

অধিশাখা-২৫: ন্যাশনাল ইনস্টিটিউট অব বায়োটেকনোলজি-এর সংস্থাপন, প্রশাসন, আইন ও বিধি সংক্রান্ত যাবতীয় কার্যাবলি; এবং

অধিশাখা-৩৫: জাতীয় বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি পরিষদের সভা আহ্বান ও সিদ্ধান্ত বাস্তবায়ন, বঙ্গবন্ধু বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি ফেলোশিপ ট্রাস্ট-এর সংস্থাপন, প্রশাসন, আইন ও বিধি সংক্রান্ত যাবতীয় কার্যাবলি।

৪.৫ উন্নয়ন অণুবিভাগ

উন্নয়ন অণুবিভাগ ৪টি অধিশাখা/শাখা নিয়ে গঠিত, যথা-

শাখা-৮: জাতীয় বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি জাদুঘর এবং ন্যাশনাল ইনস্টিটিউট অব বায়োটেকনোলজি (এনআইবি) এর উন্নয়ন প্রকল্পসমূহ প্রক্রিয়াকরণ ও বাস্তবায়ন সংক্রান্ত কার্যাবলি;

শাখা-১৪: বাংলাদেশ পরমাণু শক্তি কমিশন এবং বাংলাদেশ পরমাণু শক্তি নিয়ন্ত্রণ কর্তৃপক্ষের উন্নয়ন প্রকল্পসমূহ প্রক্রিয়াকরণ ও বাস্তবায়ন সংক্রান্ত কার্যাবলি;

শাখা-১৬: বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান নভোথিয়েটার এবং বাংলাদেশ ওসানোগ্রাফিক রিসার্চ ইনস্টিটিউট-এর উন্নয়ন প্রকল্পসমূহ প্রক্রিয়াকরণ ও বাস্তবায়ন এবং বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি মন্ত্রণালয়ের অধীনস্থ বিভিন্ন সংস্থার মাধ্যমে বাস্তবায়নাধীন উন্নয়ন প্রকল্পসমূহের মাসিক অগ্রগতি পর্যালোচনা সভা সংক্রান্ত কার্যাবলি;

শাখা-১৭: বাংলাদেশ বিজ্ঞান ও শিল্প গবেষণা পরিষদ:-এর উন্নয়ন প্রকল্পসমূহ প্রক্রিয়াকরণ ও বাস্তবায়ন সংক্রান্ত কার্যাবলি;

৫.০ বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি মন্ত্রণালয়ের উল্লেখযোগ্য কর্মকাণ্ড

৫.১ অনুদান ও ফেলোশিপ প্রদান কর্মসূচি:

দেশে বিজ্ঞানচর্চা, বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিষয়ে উচ্চশিক্ষা, বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিবিষয়ক গবেষণা ও উন্নয়ন কাজে উৎসাহ ও অনুপ্রেরণা প্রদান এবং বিজ্ঞানমনস্ক জাতি গঠনের জন্য বিজ্ঞান এবং প্রযুক্তি মন্ত্রণালয় হতে ছাত্র-ছাত্রী, গবেষক, বিজ্ঞানসেবী সংস্থা/বিজ্ঞান ক্লাব এবং বেসরকারি মাধ্যমিক ও উচ্চমাধ্যমিক শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে অনুদান প্রদান করা হয়। এসব অনুদান ও ফেলোশিপ প্রদানের জন্য জাতীয় দৈনিক পত্রিকা এবং বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি মন্ত্রণালয়ের ওয়েবসাইটে আবেদন আহ্বান করে বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করা হয়। পরবর্তীতে প্রাপ্ত আবেদনপত্রসমূহ মন্ত্রণালয় কর্তৃক বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের অভিজ্ঞ শিক্ষকমণ্ডলীর সমন্বয়ে গঠিত কমিটির মাধ্যমে যাচাই-বাছাই করে যোগ্য প্রার্থী/গবেষক/প্রতিষ্ঠান নির্বাচনপূর্বক ফেলোশিপ প্রদান করা হয়। নিম্নে বিভিন্ন প্রকার অনুদান ও ফেলোশিপ কর্মসূচি বিস্তারিতভাবে উল্লেখ করা হলো:

৫.১.১ বঙ্গবন্ধু বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি ফেলোশিপ:

বঙ্গবন্ধু বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি ফেলোশিপ কর্মসূচির আওতায় বঙ্গবন্ধু ফেলোশিপ অন সাইন্স অ্যান্ড আইসিটি প্রকল্প হতে দেশে-বিদেশে এম এস (বিদেশে) ৫০ জন, পিএইচডি (বিদেশে) ৬০ জন, পিএইচডি (দেশে) ১০০ জন এবং পিএইচডি-উত্তর (দেশে) কোর্সে ১১ জনসহ মোট ২২১ জন ফেলোকে ফেলোশিপ প্রদান করা হয়েছে। উক্ত প্রকল্পটি গত ডিসেম্বর ২০১৭ তারিখ সমাপ্ত হয়েছে। পরবর্তীতে বঙ্গবন্ধু বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি ফেলোশিপ কর্মসূচিকে স্থায়ীরূপে প্রদানের জন্য বঙ্গবন্ধু বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি ফেলোশিপ ট্রাস্ট আইন, ২০১৬ এর আওতায় বঙ্গবন্ধু বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি ফেলোশিপ ট্রাস্ট গঠন করা হয়েছে। এ ট্রাস্টের আওতায় ২০১৭-২০১৮ অর্থবছরে (দেশে ও বিদেশে) ২৫২ জন ও ২০১৯-২০২০ অর্থ বছরে (দেশে ও বিদেশে) ৬৪ জন এবং ২০২০-২০২১ অর্থবছরে দেশে-বিদেশে ৭৭ জনসহ মোট ৩৯৩ জন ছাত্র-ছাত্রীকে ফেলোশিপ প্রদান করা হয়।

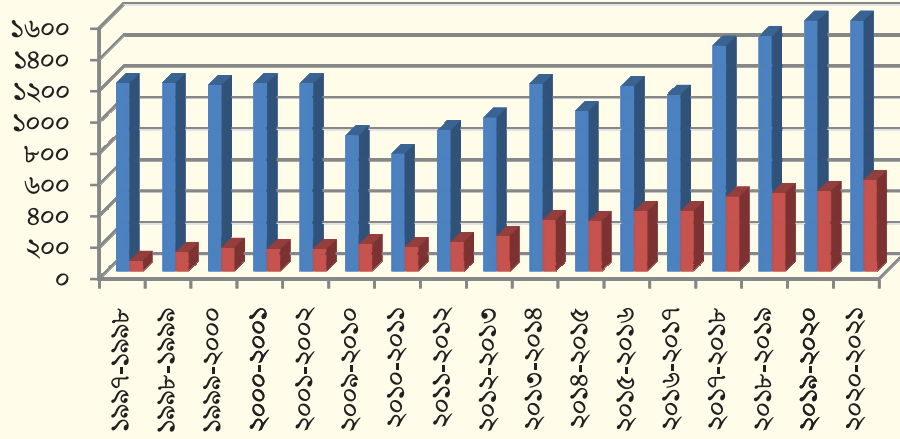
৫.১.২ গবেষণা ও উন্নয়ন প্রকল্পসমূহের বিশেষ অনুদান কর্মসূচি:

দেশে বিজ্ঞানচর্চা, বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিবিষয়ক গবেষণা ও উন্নয়ন কাজে উৎসাহ ও অনুপ্রেরণা প্রদানের জন্য বিজ্ঞান এবং প্রযুক্তি গবেষণা খাত হতে গবেষণা প্রকল্পে অনুদান প্রদান করা হয়। ২০২০-২১ অর্থবছরে গবেষণা ও উন্নয়ন প্রকল্পসমূহের বিশেষ অনুদান কর্মসূচির আওতায় ৫৭৯টি প্রকল্পের বিপরীতে ১৬ কোটি টাকা বরাদ্দ প্রদান করা হয়। ১৯৯৭-১৯৯৮ অর্থবছর থেকে দেশের বিজ্ঞানী ও বিশ্ববিদ্যালয়ের বিজ্ঞান বিষয়ের শিক্ষকসহ মোট ৪,৮১৩ জন গবেষককে ২০১ কোটি ৫১ লাখ ৩০ হাজার টাকা অনুদান প্রদান করা হয়েছে, যার তথ্য নিম্নরূপ:

ক্রম	অর্থবছর	অনুদানের পরিমাণ (টাকা)	গবেষণা প্রকল্প (সংখ্যা)
১	১৯৯৭-১৯৯৮	১২,০০,০০,০০০	৬৫
২	১৯৯৮-১৯৯৯	১২,০০,০০,০০০	১১৯
৩	১৯৯৯-২০০০	১১,৯০,০০,০০০	১৪৯
৪	২০০০-২০০১	১২,০০,০০,০০০	১৩৯
৫	২০০১-২০০২	১২,০০,০০,০০০	১৪০
৬	২০০৯-২০১০	৮,৬৭,০০,০০০	১৭০
৭	২০১০-২০১১	৭,৪৯,০০,০০০	১৫৩
৮	২০১১-২০১২	৮,৯৮,৮০,০০০	১৮৫
৯	২০১২-২০১৩	৯,৮০,৫০,০০০	২২৩
১০	২০১৩-২০১৪	১১,৯৫,০০,০০০	৩২৪
১১	২০১৪-২০১৫	১০,২১,০০,০০০	৩১৭
১২	২০১৫-২০১৬	১১,৮২,৫০,০০০	৩৮১
১৩	২০১৬-২০১৭	১১,২৭,০০,০০০	৩৮৩
১৪	২০১৭-২০১৮	১৪,৪০,৫০,০০০	৪৭৫
১৫	২০১৮-২০১৯	১৫,০০,০০,০০০	৫০০
১৬	২০১৯-২০২০	১৬,০০,০০,০০০	৫১১
১৭	২০২০-২০২১	১৬,০০,০০,০০০	৫৭৯
	মোট=	২০১,৫১,৩০,০০০	৪,৮১৩

বিশেষ গবেষণা অনুদান ১৯৯৭-৯৮ হতে ২০২০-২১

■ অনুদানের পরিমাণ (লক্ষ টাকা) ■ গবেষণা প্রকল্প (সংখ্যা)



৫.১.৩ জাতীয় বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি (NST) ফেলোশিপ কর্মসূচি:

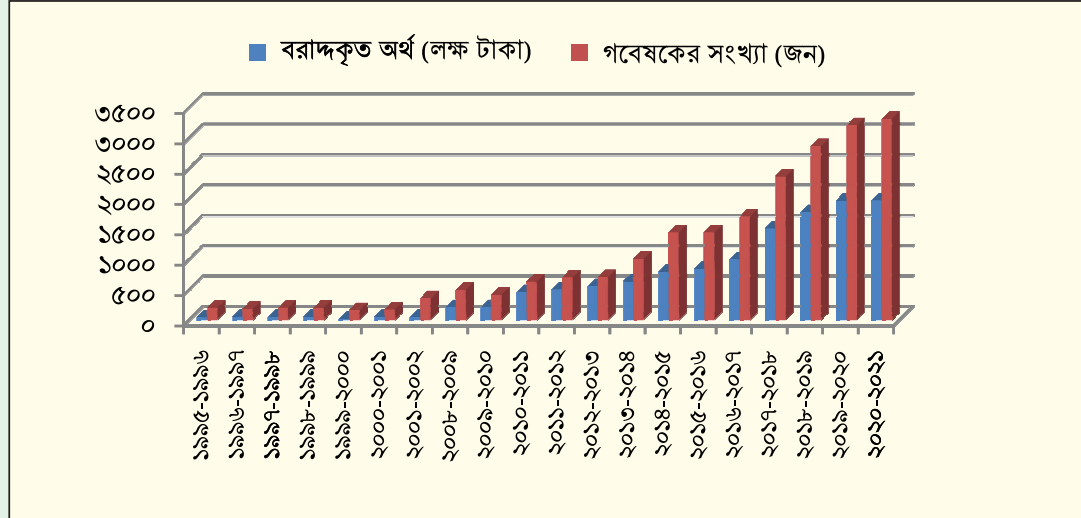
বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির বিভিন্ন বিষয়ে যথাযথ শিক্ষাগত যোগ্যতাসম্পন্ন স্নাতক/স্নাতকোত্তর গবেষকগণের জন্য গবেষণা ও উন্নয়ন কার্যক্রমে অংশগ্রহণের সুযোগ সৃষ্টি; দক্ষ মানবসম্পদের অভাব দূর করার জন্য পেশাগত ও অভিজ্ঞতাসম্পন্ন বিজ্ঞানী ও প্রযুক্তিবিদদের একটি পুল/সমষ্টি তৈরি; ফেলোগণকে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি সম্পর্কিত গবেষণা ও উন্নয়ন, নীতি ও পরিকল্পনা প্রণয়ন, জরিপ/সমীক্ষা ইত্যাদিসহ বিভিন্ন বৈজ্ঞানিক ও প্রযুক্তিগত পেশায় যথোপযুক্ত প্রশিক্ষণ ও অভিজ্ঞতা অর্জনের সুযোগ প্রদান; স্থানীয় ও লাগসই প্রযুক্তির উদ্ভাবন ও বিকাশ সাধন এবং দেশের সার্বিক উন্নয়ন কর্মকাণ্ডে ফেলোদের লব্ধ জ্ঞান ও অভিজ্ঞতা দেশের সার্বিক কর্মকাণ্ডে ব্যবহার; মেধার সৃষ্টি প্রয়োগ ও বিকাশ নিশ্চিতকরণ এবং বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি প্রতিষ্ঠানে তাঁদের শিক্ষাগত যোগ্যতার অনুকূলে কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি তথা দেশের আর্থসামাজিক উন্নয়নে নিয়োজিত রাখার লক্ষ্যে (১) ভৌত, জৈব ও অজৈব বিজ্ঞান, প্রকৌশল ও পরিবেশ বিজ্ঞান, নবায়নযোগ্য শক্তি বিজ্ঞান, তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি, ন্যানোটেকনোলজি ও লাগসই প্রযুক্তি, (২) জীব বিজ্ঞান ও চিকিৎসাবিজ্ঞান এবং (৩) খাদ্য ও কৃষিবিজ্ঞান বিষয়ে জাতীয় বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি পরিষদের অনুমোদনক্রমে জাতীয় বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি (NST) ফেলোশিপ প্রদান করা হয়। এ ফেলোশিপ স্নাতকোত্তর কোর্স (মাস্টার্স)-এর জন্য এক বছর এবং এমফিল/পিএইচডি কোর্সের জন্য প্রাথমিকভাবে এক বছর এবং পরবর্তীতে তত্ত্বাবধায়ক কর্তৃক গবেষণার অগ্রগতি ও মূল্যায়ন কর্মিটির সুপারিশের ভিত্তিতে সর্বোচ্চ ৩ বছর পর্যন্ত প্রদান করা হয়।

প্রতি অর্থবছরে আবেদনকারী ছাত্র-ছাত্রী/গবেষকগণের সাক্ষাৎকার গ্রহণ করে বাছাই চূড়ান্তকরণপূর্বক মাননীয় প্রধানমন্ত্রী কর্তৃক এওয়ার্ড প্রদান করা হয়। পূর্ববর্তী বছরে এমফিল ও পিএইচডি কোর্সে ফেলোশিপ প্রাপ্ত ফেলোগণের নবায়নসহ ২০২০-২১ অর্থবছরে মোট ৩,৩০৫ জন ছাত্র-ছাত্রী/গবেষককে ১৯ কোটি ৬৫ লক্ষ টাকা ফেলোশিপ প্রদান করা হয়েছে। ১৯৯৭-১৯৯৮ অর্থবছর থেকে এ অর্থবছর পর্যন্ত জাতীয় বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি (NST) ফেলোশিপের আওতায় মোট ২১,০৯৪ জন গবেষককে ১২৩ কোটি ৩৮ লক্ষ ৯৩ হাজার ১৫০ টাকা অনুদান প্রদান করা হয়েছে, যার তথ্য নিম্নরূপ:

ক্রম	অর্থবছর	প্রদানকৃত অর্থ (টাকা)	গবেষকের সংখ্যা (জন)
১	১৯৯৬-১৯৯৭	৪৫,০০,০০০	১৭৫
২	১৯৯৭-১৯৯৮	৪৫,০০,০০০	১৯৭
৩	১৯৯৮-১৯৯৯	৪৫,০০,০০০	১৯৩
৪	১৯৯৯-২০০০	১৫,০০,০০০	১৫৪
৫	২০০০-২০০১	৪৫,০০,০০০	২৬৭
৬	২০০১-২০০২	৪৫,০০,০০০	৩৪৯
৭	২০০৯-২০১০	২,০২,০০,০০০	৪০৯

৮	২০১০-২০১১	৪,৫০,০০,০০০	৬২৯
৯	২০১১-২০১২	৫,০০,০০,০০০	৬৯৫
১০	২০১২-২০১৩	৫,৫০,০০,০০০	৭০০
১১	২০১৩-২০১৪	৬,২৮,২৬,০০০	১০০১
১২	২০১৪-২০১৫	৭,৯০,০০,০০০	১৪৩৮
১৩	২০১৫-২০১৬	৮,৩৩,৬৩,৩০০	১৪৩৮
১৪	২০১৬-২০১৭	৯,৯১,১৭,৪৫০	১৭০২
১৫	২০১৭-২০১৮	১৫,০০,০০,০০০	২৩৫৯
১৬	২০১৮-২০১৯	১৭,৫০,৪২,০০০	২৮৮৩
১৭	২০১৯-২০২০	১৯,৩৮,৪৪,৪০০	৩২০০
১৮	২০২০-২০২১	১৯,৬৫,০০,০০০	৩৩০৫
	মোট	১২৩,৩৮,৯৩,১৫০	২১,০৯৪

জাতীয় বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি (NST) ফেলোশিপ

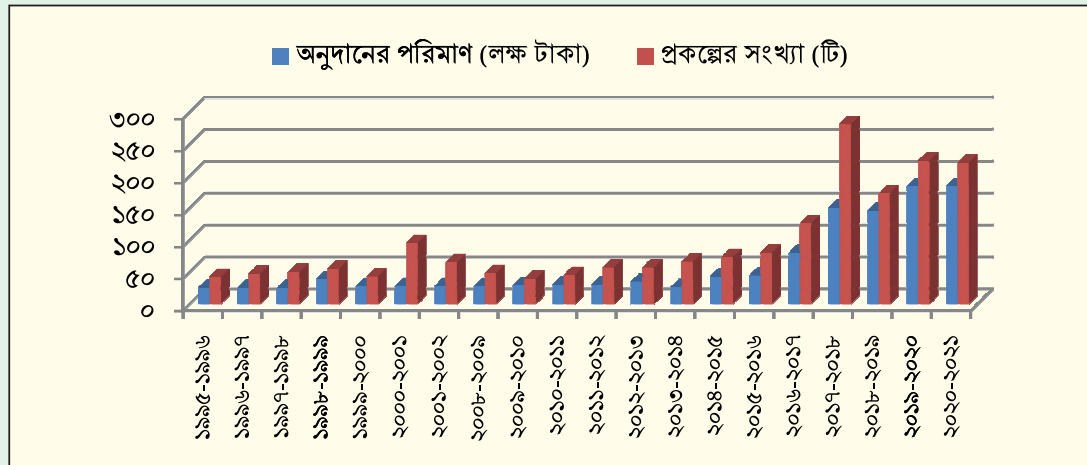


৫.১.৪ প্রযুক্তি উদ্ভাবন, গবেষণা ও উন্নয়নমূলক (R & D) প্রকল্পে অনুদান:

প্রযুক্তি উদ্ভাবন এবং গবেষণার মান বৃদ্ধির লক্ষ্যে দেশীয় বিজ্ঞানীগণকে তাঁদের চলমান/প্রস্তাবিত গবেষণা প্রকল্পের জন্য প্রতি অর্থবছরে (ক) জীববিদ্যা, চিকিৎসাবিদ্যা ও পুষ্টিবিদ্যা, (খ) অ্যাপ্লাইড সাইন্স অ্যান্ড ইঞ্জিনিয়ারিং, (গ) ফিজিক্যাল সাইন্স এবং (ঘ) এগ্রিকালচার ও এনভায়রনমেন্টাল সাইন্স বিষয়ে অনুদান প্রদান করা হয়। প্রাথমিকভাবে এক বছর এবং পরবর্তীতে তত্ত্বাবধায়ক ও মূল্যায়ন কমিটির সুপারিশের প্রেক্ষিতে উক্ত প্রকল্প প্রস্তাবকদের প্রকল্পের মেয়াদ নবায়ন করা হয়। প্রতি অর্থবছর গবেষণা মঞ্জুরি খাতের আওতায় প্রযুক্তি উদ্ভাবন, গবেষণা ও উন্নয়নমূলক (R&D) প্রকল্পে অনুদান কর্মসূচি সংক্রান্ত গবেষণা কার্যক্রম পর্যালোচনার জন্য প্রকল্প পরিচালকগণের সমন্বয়ে সেমিনার/কর্মশালা/মূল্যায়ন সভার আয়োজন করা হয়। ২০২০-২১ অর্থবছরে এ খাতে ২২১টি প্রকল্পের অনুকূলে ১ কোটি ৮৪ লক্ষ টাকা অনুদান প্রদান করা হয়েছে। ১৯৯৬-১৯৯৭ অর্থবছর থেকে এ পর্যন্ত দেশীয় বিজ্ঞানীকে তাঁদের চলমান/প্রস্তাবিত গবেষণা কাজে মোট ১,৭৯৭টি প্রকল্পের জন্য ১১ কোটি ৫২ লক্ষ ৩ হাজার টাকা অনুদান প্রদান করা হয়েছে, যার তথ্য নিম্নরূপ:

ক্রম	অর্থবছর	অনুদানের পরিমাণ (টাকা)	প্রকল্পের সংখ্যা (টি)
১	১৯৯৬-১৯৯৭	২৫,০০,০০০	৪৭
২	১৯৯৭-১৯৯৮	২৫,০০,০০০	৫০
৩	১৯৯৮-১৯৯৯	৩৮,৩৮,০০০	৫৫
৪	১৯৯৯-২০০০	২৭,৫০,০০০	৪৩
৫	২০০০-২০০১	২৭,৫০,০০০	৯৫
৬	২০০১-২০০২	২৭,৫০,০০০	৬৫
৭	২০০৯-২০১০	২৯,০০,০০০	৩৯
৮	২০১০-২০১১	৩০,০০,০০০	৪৫
৯	২০১১-২০১২	৩০,০০,০০০	৫৭
১০	২০১২-২০১৩	৩৫,০০,০০০	৫৭
১১	২০১৩-২০১৪	২৬,২০,০০০	৬৬
১২	২০১৪-২০১৫	৪২,৭০,০০০	৭৩
১৩	২০১৫-২০১৬	৪৪,৫০,০০০	৮০
১৪	২০১৬-২০১৭	৮০,০০,০০০	১২৬
১৫	২০১৭-২০১৮	১,৫০,০০,০০০	২৮১
১৬	২০১৮-২০১৯	১,৪৫,৭৫,০০০	১৭৩
১৭	২০১৯-২০২০	১,৮৪,০০,০০০	২২৪
১৮	২০২০-২০২১	১,৮৪,০০,০০০	২২১
	মোট	১১,৫২,০৩,০০০	১৭৯৭

প্রযুক্তি উদ্ভাবন এবং গবেষণা ও উন্নয়ন প্রকল্পে অনুদান প্রদান

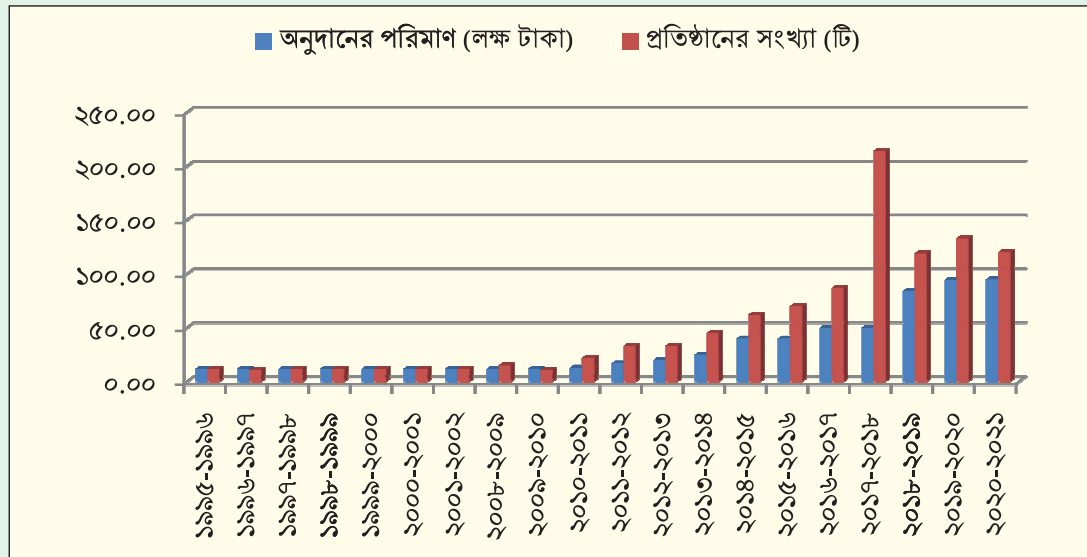


৫.১.৫ বিজ্ঞানসেবী সংস্থা ও বিজ্ঞানভিত্তিক পেশাজীবী সংগঠন/প্রতিষ্ঠানসমূহকে আর্থিক অনুদান:

বিজ্ঞানসেবী সংস্থা ও বিজ্ঞানভিত্তিক পেশাজীবী সংগঠন/প্রতিষ্ঠানসমূহে সেমিনার/সিম্পোজিয়াম/কর্মশালা আয়োজন এবং গবেষণা জার্নাল/বুলেটিন প্রকাশনার লক্ষ্যে এ অনুদান কর্মসূচি প্রবর্তন করা হয়েছে। এ অনুদানের জন্য বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি মন্ত্রণালয় কর্তৃক নির্ধারিত একটি কমিটির মাধ্যমে প্রাপ্ত আবেদন যাচাই-বাছাই করে প্রতিষ্ঠান নির্বাচন করা হয়। নির্বাচিত প্রতিষ্ঠানের অনুকূলে সর্বনিম্ন ২০ হাজার টাকা থেকে সর্বোচ্চ ১ লক্ষ টাকা পর্যন্ত অনুদান প্রদান করা হয়। ২০২০-২১ অর্থবছরে ১২০টি বিজ্ঞানসেবী সংস্থা ও বিজ্ঞানভিত্তিক পেশাজীবী সংগঠন/প্রতিষ্ঠানকে ৯৪ লক্ষ ৫০ হাজার টাকা আর্থিক অনুদান প্রদান করা হয়েছে। এছাড়া, ১৯৯৬-১৯৯৭ অর্থবছর থেকে এ পর্যন্ত মোট ১০৩৫টি বিজ্ঞানসেবী সংস্থা/বিজ্ঞানভিত্তিক পেশাজীবী সংগঠন/প্রতিষ্ঠানকে মোট ৬ কোটি ২৪ লক্ষ ৭৫ হাজার টাকা অনুদান প্রদান করা হয়েছে, যার তথ্য নিম্নরূপ:

ক্রম	অর্থবছর	প্রদানকৃত অর্থ (টাকা)	প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা (টি)
১	১৯৯৬-১৯৯৭	১২,০০,০০০	১১
২	১৯৯৭-১৯৯৮	১২,০০,০০০	১২
৩	১৯৯৮-১৯৯৯	১২,০০,০০০	১২
৪	১৯৯৯-২০০০	১২,০০,০০০	১২
৫	২০০০-২০০১	১২,০০,০০০	১২
৬	২০০১-২০০২	১২,০০,০০০	১২
৭	২০০৯-২০১০	১২,০০,০০০	১১
৮	২০১০-২০১১	১৩,০০,০০০	২২
৯	২০১১-২০১২	১৭,০০,০০০	৩৩
১০	২০১২-২০১৩	২০,০০,০০০	৩৩
১১	২০১৩-২০১৪	২৫,০০,০০০	৪৫
১২	২০১৪-২০১৫	৪০,০০,০০০	৬২
১৩	২০১৫-২০১৬	৪০,০০,০০০	৭০
১৪	২০১৬-২০১৭	৫০,০০,০০০	৮৭
১৫	২০১৭-২০১৮	৫০,০০,০০০	২১৪
১৬	২০১৮-২০১৯	৮৪,২৫,০০০	১১৯
১৭	২০১৯-২০২০	৯৪,৫০,০০০	১৩৩
১৮	২০২০-২০২১	৯৫,০০,০০০	১২০
	মোট	৬,১৭,৭৫,০০০	১০৩৫

বিজ্ঞানসেবী সংস্থা/বিজ্ঞানভিত্তিক পেশাজীবী সংগঠন ও প্রতিষ্ঠানসমূহে অনুদান প্রদান

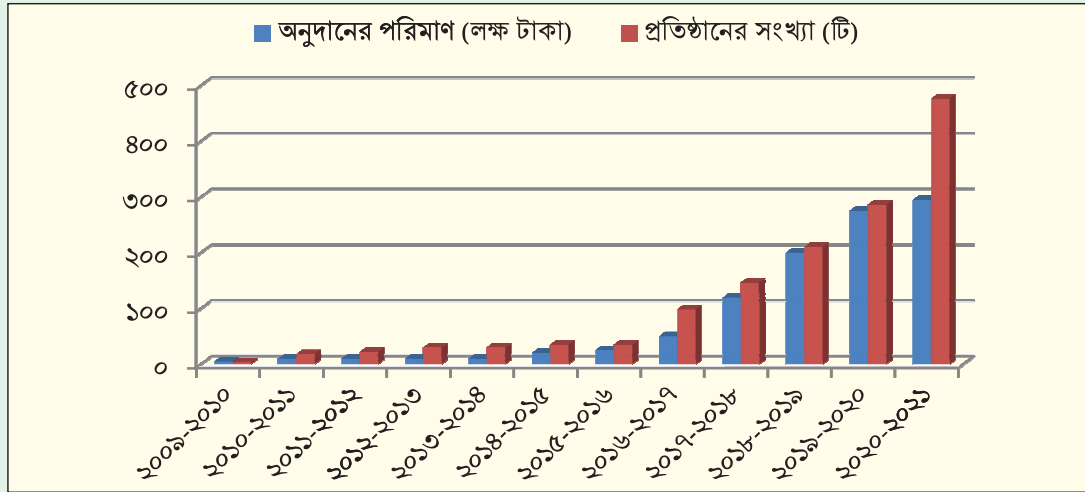


৫.১.৬ বেসরকারি মাধ্যমিক ও উচ্চমাধ্যমিক শিক্ষা প্রতিষ্ঠানকে প্রদত্ত আর্থিক অনুদান:

বেসরকারি মাধ্যমিক ও উচ্চমাধ্যমিক শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের বিজ্ঞানাগারে ব্যবহার্য কেমিক্যাল/যন্ত্রপাতি ক্রয়, বিজ্ঞানবিষয়ক জার্নাল প্রকাশনা এবং সেমিনার/সিম্পোজিয়াম/কর্মশালা/প্রদর্শনী আয়োজনের জন্য সর্বোচ্চ ১ লক্ষ টাকা পর্যন্ত অনুদান প্রদান করা হয়। ২০২০-২০২১ অর্থবছরে ৪৭৬টি বেসরকারি মাধ্যমিক ও উচ্চমাধ্যমিক শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ২.৯৫ কোটি টাকা অনুদান প্রদান করা হয়েছে। ২০০৯-২০১০ অর্থবছর থেকে এ পর্যন্ত ১৩৮৯টি বেসরকারি মাধ্যমিক ও উচ্চমাধ্যমিক শিক্ষা প্রতিষ্ঠান/বিজ্ঞান ক্লাবকে মোট ১০ কোটি ২৯ লক্ষ ১০ হাজার টাকা অনুদান প্রদান করা হয়েছে, যার তথ্য নিম্নরূপ:

ক্রম	অর্থবছর	প্রদানকৃত অর্থ (টাকা)	প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা (টি)
১	২০০৯-২০১০	৫,০০,০০০	৩
২	২০১০-২০১১	১০,০০,০০০	১৮
৩	২০১১-২০১২	১০,০০,০০০	২২
৪	২০১২-২০১৩	১০,০০,০০০	৩০
৫	২০১৩-২০১৪	১০,০০,০০০	৩০
৬	২০১৪-২০১৫	২০,০০,০০০	৩৫
৭	২০১৫-২০১৬	২৫,০০,০০০	৩৫
৮	২০১৬-২০১৭	৫০,০০,০০০	৯৮
৯	২০১৭-২০১৮	১,১৯,১০,০০০	১৪৬
১০	২০১৮-২০১৯	২,০০,০০,০০০	২১০
১১	২০১৯-২০২০	২,৭৫,০০,০০০	২৮৬
১২	২০২০-২০২১	২,৯৫,০০,০০০	৪৭৬
	মোট	১০,২৯,১০,০০০	১৩৮৯

বেসরকারি মাধ্যমিক ও উচ্চমাধ্যমিক শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহে অনুদান প্রদান



৫.২ সেমিনার/কর্মশালা/প্রদর্শনী আয়োজন:

৫.২.১ ফেলোশিপ প্রদান অনুষ্ঠান আয়োজন:

গত ৪ মার্চ ২০২১ তারিখ ওসমানী স্মৃতি মিলনায়তনে বঙ্গবন্ধু ফেলোশিপ, এনএসটি ফেলোশিপ এবং গবেষণা অনুদানের চেক প্রদানের জন্য অনুষ্ঠান আয়োজন করা হয়। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা উক্ত অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে জুম প্ল্যাটফর্মের মাধ্যমে সংযুক্ত ছিলেন।



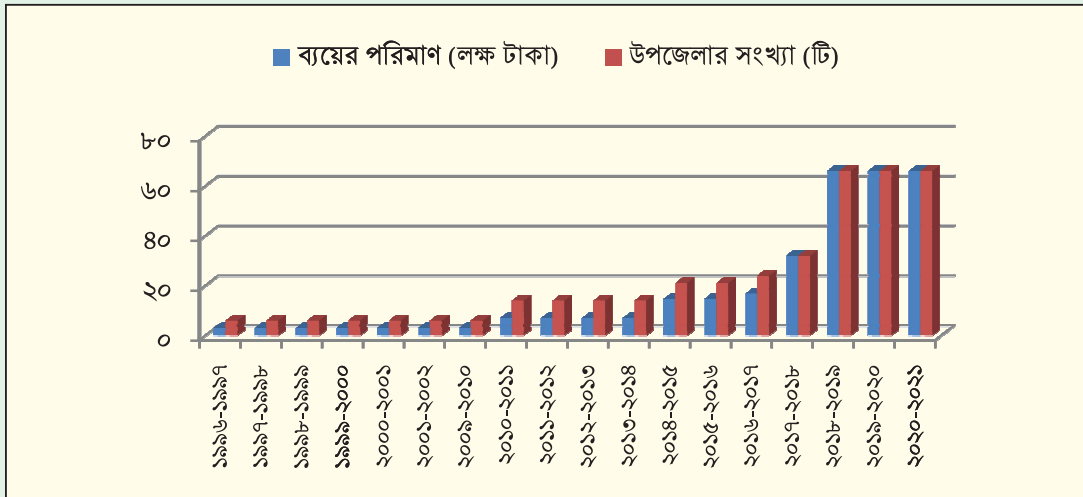
বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি মন্ত্রণালয়ের ২০২০-২১ অর্থবছরের ফেলোশিপের চেক প্রদান অনুষ্ঠানে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা

৫.২.২ দেশে স্থানীয়ভাবে উদ্ভাবিত লাগসই প্রযুক্তির প্রয়োগ ও সম্প্রসারণ শীর্ষক সেমিনার ও প্রদর্শনী:

বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি মন্ত্রণালয় হতে বাংলাদেশ বিজ্ঞান ও শিল্প গবেষণা পরিষদ কর্তৃক উদ্ভাবিত লাগসই প্রযুক্তি যথা উন্নতচুলা, বায়োগ্যাস প্ল্যান্ট, সৌর ড্রায়ার প্রযুক্তি, পানি বিশুদ্ধকরণ ফিল্টার, স্বল্প ব্যয়ে দীর্ঘস্থায়ী গৃহ নির্মাণ কৌশল, স্বাস্থ্য সেবায় স্পিরুলিনা, নিম ও অন্যান্য ঔষধি উদ্ভিদের গুণাগুণ, মলটেড উইনিং ফুড প্রযুক্তিসমূহ দেশব্যাপী সাধারণ জনগণের মধ্যে জনপ্রিয়করণের জন্য প্রত্যেক বছর দেশের বিভিন্ন উপজেলায় সেমিনার ও প্রদর্শনীর আয়োজন করা হয়। ২০২০-২১ অর্থবছরে ৬৬ লক্ষ টাকা ব্যয়ে মোট ৬৬টি উপজেলায় দেশে স্থানীয়ভাবে উদ্ভাবিত লাগসই প্রযুক্তির প্রয়োগ ও সম্প্রসারণ শীর্ষক সেমিনার ও প্রদর্শনী আয়োজন করা হয়েছে। ১৯৯৬-১৯৯৭ অর্থবছর থেকে এ পর্যন্ত মোট ৩৯৪টি উপজেলায় বর্ণিত সেমিনার ও প্রদর্শনী আয়োজন করা হয়েছে, যার তথ্য নিরূপ:

ক্রম	অর্থবছর	ব্যয়কৃত অর্থ (টাকা)	উপজেলার সংখ্যা (টি)
১	১৯৯৬-১৯৯৭	৩,০০,০০০	৬
২	১৯৯৭-১৯৯৮	৩,০০,০০০	৬
৩	১৯৯৮-১৯৯৯	৩,০০,০০০	৬
৪	১৯৯৯-২০০০	৩,০০,০০০	৬
৫	২০০০-২০০১	৩,০০,০০০	৬
৬	২০০১-২০০২	৩,০০,০০০	৬
৭	২০০৯-২০১০	৩,০০,০০০	৬
৮	২০১০-২০১১	৭,০০,০০০	১৪
৯	২০১১-২০১২	৭,০০,০০০	১৪
১০	২০১২-২০১৩	৭,০০,০০০	১৪
১১	২০১৩-২০১৪	৭,০০,০০০	১৪
১২	২০১৪-২০১৫	১৪,৭০,০০০	২১
১৩	২০১৫-২০১৬	১৪,৭০,০০০	২১
১৪	২০১৬-২০১৭	১৬,৮০,০০০	২৪
১৫	২০১৭-২০১৮	৩২,০০,০০০	৩২
১৬	২০১৮-২০১৯	৬৬,০০,০০০	৬৬
১৭	২০১৯-২০২০	৬৬,০০,০০০	৬৬
১৮	২০২০-২০২১	৬৬,০০,০০০	৬৬
	মোট	৩,২৫,২০,০০০	৩৯৪

দেশে উপজেলা পর্যায়ে স্থানীয়ভাবে উদ্ভাবিত লাগসই প্রযুক্তির প্রয়োগ ও সম্প্রসারণ শীর্ষক সেমিনার ও প্রদর্শনী



৫.২.৪ নাগরিক সেবায় উদ্ভাবনবিষয়ক প্রশিক্ষণ কর্মশালা:

মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ এবং তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগের অ্যাসপায়ার টু ইনোভেট (এটুআই) প্রোগ্রামের সহযোগিতায় উদ্ভাবনে সক্ষমতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি মন্ত্রণালয় গত ২২-২৩ নভেম্বর ২০২০ মেয়াদে দুই দিনব্যাপী এবং সেবা সহজীকরণে সক্ষমতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে ২৪-২৫ নভেম্বর ২০২০ মেয়াদে দুই দিনব্যাপী নাগরিক সেবায় উদ্ভাবনবিষয়ক প্রশিক্ষণ কর্মশালার আয়োজন করা হয়। প্রতিটি কর্মশালায় মন্ত্রণালয়ের ৩৬ জন কর্মকর্তা অংশগ্রহণ করেন।



নাগরিক সেবায় উদ্ভাবনবিষয়ক প্রশিক্ষণ কর্মশালায় মন্ত্রণালয়ের সিনিয়র সচিব জনাব মোঃ আনোয়ার হোসেন

৫.২.৭ বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি (এপিএ) স্বাক্ষর

২৭ জুন ২০২১ তারিখ বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি মন্ত্রণালয়ের সিনিয়র সচিব এবং মন্ত্রণালয়ের অধীন সংস্থা প্রধানগণের মধ্যে ২০২১-২২ অর্থবছরের বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি (এপিএ) স্বাক্ষরিত হয়। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা এবং সিনিয়র সচিব, বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি মন্ত্রণালয়-এর মধ্যে ২০২১-২২ অর্থবছরের বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি (এপিএ) স্বাক্ষরিত হয়।



বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি স্বাক্ষর অনুষ্ঠানে জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের মাননীয় প্রতিমন্ত্রী ফরহাদ হোসেন এবং বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি মন্ত্রণালয়ের সিনিয়র সচিব মোঃ আনোয়ার হোসেন

বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি স্বাক্ষর অনুষ্ঠানে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি মন্ত্রণালয়ের মাননীয় মন্ত্রী স্থপতি ইয়াফেস ওসমান এবং সিনিয়র সচিব মোঃ আনোয়ার হোসেন

৬.০ তথ্যসেবা প্রদান

বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি মন্ত্রণালয় হতে তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ এর আওতায় তথ্য অবমুক্তকরণ নীতিমালা, ২০১৫ অনুসারে বাংলাদেশের যে কোন নাগরিককে এ মন্ত্রণালয় সংক্রান্ত তথ্য প্রদান করা হয়। তথ্য অবমুক্তকরণ নীতিমালা, ২০১৫ গত মার্চ ২০২০ মাসে হালনাগাদ করে মন্ত্রণালয়ের ওয়েবসাইটে আপলোড করা হয়েছে। ২০২০-২১ অর্থবছরে মন্ত্রণালয় হতে তথ্য প্রদানের জন্য ৫টি আবেদন পাওয়া যায় এবং বিধি মোতাবেক তথ্য প্রদান করা হয়। মন্ত্রণালয় ও অধীন সংস্থার তথ্যসেবা প্রদান সংক্রান্ত দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তাদের তালিকা নিম্নে প্রদান করা হলো:

ক্রম	মন্ত্রণালয়/সংস্থার নাম	দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তার নাম ও পদবি	ফোন, মোবাইল, ফ্যাক্স, ই-মেইল	যোগাযোগের ঠিকানা
১	বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি মন্ত্রণালয়	মোঃ আছির উদ্দীন সরদার, উপসচিব	ফোন-৮৮-০২-৯৫৪০৩৮৩ মোবাইল-০১৫৫০-১৫১১৭০ ফ্যাক্স-৮৮-০২-৯৫৭৬৫৩৮ ইমেইল- section2@most.gov.bd	কক্ষ নং-৯১৩, ভবন নং- ৬ বাংলাদেশ সচিবালয়, রমনা, ঢাকা-১০০০।
২	বাংলাদেশ পরমাণু শক্তি কমিশন	ড. মোঃ খোরশেদ আলম, পরিচালক, বৈজ্ঞানিক তথ্য বিভাগ	ফোন- ৮১৮১৮১৫ মোবাইল-০১৯১৪৮৭৪৭২৮ ফ্যাক্স-০২-৮১৮১৮৪৫, ৮১৮১৮৪২ ইমেইল- alammk1964@yahoo.com	ই-১২/এ, আগারগাঁও, শেরে বাংলানগর, ঢাকা- ১২০৭।
৩	বাংলাদেশ বিজ্ঞান ও শিল্প গবেষণা পরিষদ	মোঃ আব্দুর রাজ্জাক জনসংযোগ কর্মকর্তা	ফোন-৮৮-০২-৫৮৬১০৭৬৪ মোবাইল-৮৮-০১৮১৯১৩৭৫৪৫	ড. কুদরাত-এ খুদা সড়ক, ধানমন্ডি, ঢাকা-
	(বিসিএসআইআর), ঢাকা		ফ্যাক্স-৮৮-০২-৫৮৬১৩০২২ ইমেইল- pro@bcsir.gov.bd	১২০৫
৪	জাতীয় বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি জাদুঘর	মোঃ কামরুল ইসলাম, লাইব্রেরিয়ান-কাম- ডকুমেন্টেশন অফিসার	ফোন-০২-৫৫০০৬৯৫৯ মোবাইল-০১৫৫২-৪৪৯৯৯১ ফ্যাক্স-৯১১৪৮৩১ ইমেইল- library@nmst.gov.bd	আগারগাঁও, শেরে বাংলা নগর, ঢাকা-১২০৭
৫	বাংলাদেশ ন্যাশনাল সায়েন্টিফিক এন্ড টেকনিক্যাল ডকুমেন্টেশন সেন্টার	মোঃ মনিরুজ্জামান সিনিয়র রিপোগ্রাফিক অফিসার	ফোন-০২-৫৮১৫৬২৮৩ মোবাইল-০১৭১৫৩৮২০৬৫ ফ্যাক্স-৯১৪০০৬৬ ইমেইল- mzaman1975@gmail.com	ই-১৪/ওয়াই, আগারগাঁও, শেরে বাংলানগর, ঢাকা- ১২০৭
৬	বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান নভোথিয়েটার	নাঈমা ইয়াসমীন, পরিচালক (চঃদাঃ)	ফোন-৯১২৩৭৬২ মোবাইল-০১৫৫২৪০৮৭৭১ ফ্যাক্স-৯১৩০০০৬ ইমেইল-nayeema_bsmrnovo@yahoo.com	বিজয় সরণি, তেজগাঁও, ঢাকা-১২১৫
৭	ন্যাশনাল ইনস্টিটিউট অব বায়োটেকনোলজি (এনআইবি)	হাবিবুন নবী ফরহাদ লাইব্রেরিয়ান	ফোন-০২-৭৭৮৯২৮৯, মোবাইল-০১৭৪০৮৬৫১৯৩ ফ্যাক্স-০২-৭৭৮৯৬৩৬ ইমেইল-librarynib.info@gmail.com	গণকবাড়ি, আশুলিয়া, সাভার, ঢাকা-১৩৪৯
৮	বাংলাদেশ পরমাণু শক্তি নিয়ন্ত্রণ কর্তৃপক্ষ	মোঃ আফছার উদ্দিন, উর্ধ্বতন প্রশাসনিক কর্মকর্তা	ফোন-০২-৯১২৪৮৪৬ মোবাইল-০১৯২১-৬৯৯৪৭৩ ফ্যাক্স-০২-৮১৮১০১৫, ইমেইল:auddin@baera.gov.bd.com	ই-১২/এ, আগারগাঁও, ডাক বাক্স নং-২৪০, ঢাকা-১২০৭
৯	বাংলাদেশ ওশানোগ্রাফিক রিসার্চ ইনস্টিটিউট, কক্সবাজার	সনেট বড়ুয়া ইমন, সহকারী প্রোগ্রামার	ফোন-০২-৯৬১৪৬৭৮ মোবাইল-০১৮১১-৮৭০৫৭১ফ্যাক্স-০৩৪১৫২৫৫৩ ইমেইল:sonnet@bori.gov.bd	জঙ্গল গোয়ালিয়া, রামু, কক্সবাজার
১০	বঙ্গবন্ধু বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি ফেলোশিপ ট্রাস্ট	অদ্বৈত চন্দ্র দাস উপপরিচালক (উপসচিব)	ফোন-৯৬৭৭৪৮৫ মোবাইল-০১৭১২৪০৪১১৮ ফ্যাক্স-৯৬৭৭৪৮৫ ইমেইল:bangabandhufellowshiptrust.bd@gmail.com	বিসিএসআইআর ক্যাম্পাস, ড. কুদরাত-এ খুদা সড়ক, ধানমন্ডি, ঢাকা-১২০৫

৭.০ মানবসম্পদ উন্নয়ন

বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি মন্ত্রণালয়ের কর্মকর্তা-কর্মচারীগণকে ২০২০-২১ অর্থবছরে ক্রয় ব্যবস্থাপনা, নথি ব্যবস্থাপনা, অফিস ব্যবস্থাপনা, ই-ফাইলিং, ব্লু-ইকোনমি, প্রকল্প ব্যবস্থাপনা, বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি, নাগরিক সেবায় উদ্ভাবন, শুদ্ধাচার কৌশল, জাতীয় বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি নীতি-২০১১, মাইক্রোসফট অফিস, সরকারি কর্মচারী আচরণ বিধিমালা ১৯৭৯, টেলিফোন নীতিমালা, ছুটি বিধি, আবাসন নীতিমালা, গণকর্মচারীদের শৃঙ্খলা (নিয়মিত হাজিরা) অধ্যাদেশ ১৯৮২, সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপীল) বিধিমালা ২০১৮, নিয়োগ ও পদোন্নতি বিধিমালা, সিটিজেন চার্টার, দাপ্তরিক কাজে ভদ্রতা ও শিষ্টাচার, ভাভার ব্যবস্থাপনা, হিসাব ব্যবস্থাপনা, ই-মেইল ও সোশ্যাল মিডিয়ার ব্যবহার ইত্যাদি বিষয়ে ৬০ জনঘন্টা ইন-হাউস প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। দেশের অভ্যন্তরে বিভিন্ন সরকারি প্রতিষ্ঠান কর্তৃক আয়োজিত ১৫৫টি প্রশিক্ষণ কর্মসূচির আওতায় মন্ত্রণালয় ও সংস্থার মোট ৩০৮৫ জন কর্মকর্তা-কর্মচারীকে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে।

৮.০ ডিজিটাইজেশন কার্যক্রম

২০১৭-১৮ অর্থবছর হতে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি মন্ত্রণালয়ে ডিজিটাল হাজিরা, ই-ফাইলিং, ই-টেডারিং, অনলাইন প্রজেক্ট মনিটরিং সিস্টেম, Fellowship Application System mdUIqvi এবং মন্ত্রণালয় ও সকল সংস্থার মধ্যে ভিডিও কনফারেন্সিং সিস্টেম চালু রয়েছে। বর্ণিত ডিজিটাইজেশন সুবিধাসমূহ নিয়মিত ব্যবহার করা হচ্ছে। এছাড়া, মন্ত্রণালয় ও অধীন সংস্থাসমূহের বিভিন্ন সেবাকে একটি মাত্র অন-লাইন প্ল্যাটফর্মের আওতায় (Integrated digital service delivery platform) আনয়নের কার্যক্রম চলমান রয়েছে।

৯.০ প্রশাসনাধীন সংস্থাসমূহ

বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি মন্ত্রণালয়ের প্রশাসনাধীনে ১১টি সংস্থা রয়েছে। উক্ত সংস্থাসমূহের সংক্ষিপ্ত পরিচিতি নিম্নে উল্লেখ করা হলো:

৯.১ বাংলাদেশ পরমাণু শক্তি কমিশন:

পারমাণবিক শক্তির কল্যাণকর ব্যবহার ও পারমাণবিক প্রযুক্তির গবেষণা ও উন্নয়নের লক্ষ্যে ১৯৬১ সালে এ প্রতিষ্ঠানের কার্যক্রম শুরু হয়। বাংলাদেশ স্বাধীনতা সংগ্রামের মহান নেতা সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের নেতৃত্বে দীর্ঘ নয় মাসের রক্তক্ষয়ী স্বাধীনতা সংগ্রামে বিধ্বস্ত দেশের অর্থনীতি পুনর্গঠনে পরমাণু শক্তিকে ব্যবহারের জন্য তাঁর দূরদর্শী পরিকল্পনায় ২৬ ফেব্রুয়ারি ১৯৭৩ তারিখ বাংলাদেশ পরমাণু শক্তি কমিশন তাদের যাত্রা নতুনভাবে শুরু করে। বিদ্যুৎ উৎপাদন ও চিকিৎসাবিজ্ঞানসহ বিভিন্ন ক্ষেত্রে পরমাণু শক্তির শান্তিপূর্ণ ব্যবহার বিষয়ে গবেষণা ও সেবা প্রদানে বাংলাদেশ পরমাণু শক্তি কমিশন নিরলসভাবে কাজ করে যাচ্ছে।

৯.২ বাংলাদেশ বিজ্ঞান ও শিল্প গবেষণা পরিষদ:

বিজ্ঞান গবেষণা, উদ্ভাবন ও প্রযুক্তির সফল প্রয়োগের মাধ্যমে দেশের আর্থসামাজিক উন্নয়নের লক্ষ্যে ১৯৫৫ সালে তদানীন্তন পাকিস্তান কাউন্সিল অব সাইন্টিফিক এন্ড ইন্ডাস্ট্রিয়াল রিসার্চ এর অঙ্গ প্রতিষ্ঠান হিসেবে পূর্বাঞ্চলীয় গবেষণাগার ঢাকা প্রতিষ্ঠিত হয়। স্বাধীনতার পরে ১৯৭৩ সালে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের উদ্যোগ, উৎসাহ ও নির্দেশে এবং স্বনামধন্য বিজ্ঞানী ড. কুদরাত-এ খুদার নিরলস প্রচেষ্টায় বাংলাদেশ বিজ্ঞান ও শিল্প গবেষণা পরিষদ (বিসিএসআইআর) নতুন নামে যাত্রা শুরু করে। বিসিএসআইআর দেশে শিল্পকারখানা প্রতিষ্ঠা ও উন্নয়নের সাথে সম্পৃক্ত বিজ্ঞান, শিল্প ও প্রযুক্তিবিষয়ক গবেষণা পরিচালনা করে যাচ্ছে।

৯.৩ বাংলাদেশ রেফারেন্স ইনস্টিটিউট ফর কেমিক্যাল মেজারমেন্টস্ (বিআরআইসিএম):

দেশের মানুষের জীবনমান উন্নয়ন, বাংলাদেশি পণ্য রপ্তানি উন্নয়নে প্রয়োজনীয় বিশেষায়িত পরীক্ষণ সেবা প্রদান এবং দেশের সকল রাসায়নিক পরিমাপসংশ্লিষ্ট গবেষণাগারসমূহের (অ্যানালাইটিক্যাল ও ক্লিনিক্যাল) পরীক্ষণ সেবার মান উন্নয়ন ও আন্তর্জাতিক গ্রহণযোগ্যতা অর্জনের লক্ষ্যে বাংলাদেশে কেমিক্যাল মেট্রোলজি অবকাঠামো প্রতিষ্ঠা করার উদ্দেশ্যে বাংলাদেশ বিজ্ঞান ও শিল্প গবেষণা পরিষদের আওতায় ২টি উন্নয়ন প্রকল্প এবং ১টি কারিগরি সহায়তা প্রকল্পের মাধ্যমে “ডেজিগনেটেড রেফারেন্স ইনস্টিটিউট ফর কেমিক্যাল মেজারমেন্টস্” প্রতিষ্ঠা করা হয়। ১০ জুন ২০১২ গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা রাসায়নিক পরিমাপ বিষয়ে দেশের একমাত্র রেফারেন্স ইনস্টিটিউট হিসেবে ডিআরআইসিএমের শুভ উদ্বোধন করেন। সেপ্টেম্বর ২০২০ তারিখ মহান জাতীয় সংসদে “বাংলাদেশ রেফারেন্স ইনস্টিটিউট ফর কেমিক্যাল মেজারমেন্টস্ আইন, ২০২০” পাশ হওয়ার মাধ্যমে বাংলাদেশ রেফারেন্স ইনস্টিটিউট ফর কেমিক্যাল মেজারমেন্টস্ একটি সংবিধিবদ্ধ সংস্থা হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হয়।

৯.৪ বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান নভোথিয়েটার:

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার অনুপ্রেরণা ও উৎসাহে বাংলাদেশের একমাত্র প্ল্যানেটারিয়াম বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান নভোথিয়েটার প্রতিষ্ঠিত হয়। গত ১৮ মার্চ ২০১০ তারিখ বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান নভোথিয়েটার আইন, ২০১০ মহান জাতীয় সংসদে পাস হয় এবং উক্ত আইনের আওতায় বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান নভোথিয়েটার একটি সংবিধিবদ্ধ সংস্থা হিসেবে কার্যক্রম শুরু করে। শিক্ষার্থীসহ বিভিন্ন শ্রেণি ও পেশার মানুষকে মহাকাশ সম্পর্কে ধারণা দান এবং বিনোদনের মাধ্যমে বিজ্ঞান শিক্ষার সুযোগ সৃষ্টি করার লক্ষ্যে নভোথিয়েটারের কার্যক্রম পরিচালিত হচ্ছে।

৯.৫ জাতীয় বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি জাদুঘর:

২৬ এপ্রিল ১৯৬৫ তারিখ ঢাকায় বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি জাদুঘর প্রতিষ্ঠিত হয়। জাতীয় বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি জাদুঘর আইন, ২০১০-এর মাধ্যমে এটিকে একটি সংবিধিবদ্ধ সংস্থা হিসেবে প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে। বিজ্ঞানবিষয়ক বিভিন্ন প্রদর্শনীবস্তু (এক্সিবিট) প্রদর্শন করে এ প্রতিষ্ঠানটি একটি অনানুষ্ঠানিক বিজ্ঞান শিক্ষা প্রতিষ্ঠান হিসেবে নিরলসভাবে কাজ করে যাচ্ছে।

৯.৬ বাংলাদেশ ন্যাশনাল সায়েন্টিফিক এন্ড টেকনিক্যাল ডকুমেন্টেশন সেন্টার (ব্যাঙ্গডক):

ব্যাঙ্গডক বিজ্ঞান বিষয়ে গবেষণামূলক তথ্য সংগ্রহ, সংরক্ষণ ও বিতরণের দায়িত্বে নিয়োজিত একমাত্র জাতীয় প্রতিষ্ঠান। ব্যাঙ্গডক আইন,

২০১০-এর মাধ্যমে প্রতিষ্ঠানটি স্বায়ত্বশাসিত সংস্থার মর্যাদা লাভ করে। বৈজ্ঞানিক গবেষণা ও নিরীক্ষামূলক উন্নয়নের সকল ক্ষেত্রের তথ্য সংগ্রহ, প্রক্রিয়াকরণ, সংরক্ষণ, সম্পাদনা ও বিতরণ করা এ সংস্থার মুখ্য কাজ।

৯.৭ ন্যাশনাল ইনস্টিটিউট অব বায়োটেকনোলজি (এনআইবি):

জীবপ্রযুক্তি প্রয়োগ করে খাদ্য উৎপাদন বৃদ্ধি ও খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণের লক্ষ্যে জুলাই ১৯৯৯-তে একটি উন্নয়ন প্রকল্পের মাধ্যমে ন্যাশনাল ইনস্টিটিউট অব বায়োটেকনোলজি (এনআইবি)-এর যাত্রা শুরু হয়। পরবর্তীতে এ প্রতিষ্ঠান পরিচালনার জন্য ন্যাশনাল ইনস্টিটিউট অব বায়োটেকনোলজি আইন, ২০১০ প্রণয়ন করা হয়। প্রতিষ্ঠানটি আমাদের দেশে জীবপ্রযুক্তির বিভিন্ন কার্যক্রম পরিচালনায় ন্যাশনাল রিসোর্স সেন্টার ও ন্যাশনাল ফোকাল পয়েন্ট হিসেবে ভূমিকা পালন করেছে। এছাড়া, জীবপ্রযুক্তির বিভিন্ন বিষয়ে গবেষণা পরিচালনার পাশাপাশি দক্ষ জনশক্তি তৈরির লক্ষ্যে এই প্রতিষ্ঠান কাজ করে যাচ্ছে।

৯.৮ বাংলাদেশ পরমাণু শক্তি নিয়ন্ত্রণ কর্তৃপক্ষ:

বাংলাদেশ পরমাণু শক্তি নিয়ন্ত্রণ আইন, ২০১২ অনুযায়ী ১২ ফেব্রুয়ারি ২০১৩ বাংলাদেশ পরমাণু শক্তি নিয়ন্ত্রণ কর্তৃপক্ষ প্রতিষ্ঠা করা হয়। দেশের পারমাণবিক নিরাপত্তা ও বিকিরণ নিয়ন্ত্রণসহ সকল বিকিরণ-উৎস ব্যবহারকারী প্রতিষ্ঠানসমূহকে লাইসেন্স প্রদান ও তদারকি এবং বিকিরণের ক্ষতিকর প্রভাব থেকে মানুষ, জীবজন্তু ও পরিবেশ সুরক্ষা নিশ্চিতকরণের লক্ষ্যে কর্তৃপক্ষ কার্যক্রম পরিচালনা করছে।

৯.৯ বাংলাদেশ ওসানোগ্রাফিক রিসার্চ ইনস্টিটিউট:

বাংলাদেশ ২০১২ সালে মায়ানমার এবং ২০১৪ সালে ভারতের সাথে সমুদ্রসীমা নির্ধারণ মামলায় জয়লাভ করার ফলে এক লাখ ১৮ হাজার ৮১৩ বর্গকিলোমিটার সমুদ্র অঞ্চল, ২০০ নটিক্যাল মাইল অর্থনৈতিক অঞ্চল এবং ৩৫৪ নটিক্যাল মাইল মহীসোপানে অবস্থিত সব ধরনের প্রাণিজ ও অপ্রাণিজ সম্পদের ওপর সার্বভৌম অধিকার লাভ করে। এ বিশাল অঞ্চলের সমুদ্রসম্পদ শনাক্তকরণ, আহরণ, সংরক্ষণ এবং এর সর্বোচ্চ বহুমুখী ব্যবহার নিশ্চিত করার লক্ষ্যে ৮ সেপ্টেম্বর ২০১৫ তারিখ কক্সবাজারে আন্তর্জাতিক মানের বাংলাদেশ ওসানোগ্রাফিক রিসার্চ ইনস্টিটিউট প্রতিষ্ঠা করা হয়। প্রতিষ্ঠানটি সমুদ্রবিদ্যা বিষয়ে জাতীয় ও আন্তর্জাতিক পর্যায়ে বাংলাদেশের ফোকাল পয়েন্ট হিসেবে কাজ করছে। প্রতিষ্ঠানটি নিজস্ব গবেষণার পাশাপাশি অন্যান্য দেশি-বিদেশি সংস্থা, কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়সমূহের গবেষণা কাজে সহায়তা প্রদান করছে। এছাড়া, মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর নির্দেশনা অনুযায়ী বাংলাদেশ সমুদ্র গবেষণা ইনস্টিটিউট প্রাঙ্গণে একটি মেরিন অ্যাকুয়ারিয়াম নির্মাণের কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে।

৯.১০ বঙ্গবন্ধু বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি ফেলোশিপ ট্রাস্ট:

উন্নত সমৃদ্ধ বিজ্ঞানমনস্ক জাতি গঠন, বিজ্ঞান সংক্রান্ত গবেষণা উন্নয়ন ও ডিজিটাল বাংলাদেশ গড়ার প্রত্যয়ে জাতির পিতা, সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি সোনার বাংলার স্বপ্নদ্রষ্টা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান স্মরণে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি মন্ত্রণালয়ের উদ্যোগে বঙ্গবন্ধু বিজ্ঞান এবং প্রযুক্তি ফেলোশিপ ট্রাস্ট আইন, ২০১৬ এর আওতায় বিগত ৪ মে ২০১৬ বঙ্গবন্ধু বিজ্ঞান এবং প্রযুক্তি ফেলোশিপ ট্রাস্ট গঠন করা হয়। ট্রাস্ট পরিচালনার জন্য বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি মন্ত্রণালয়ের মাননীয় মন্ত্রীর নেতৃত্বে ১৩ সদস্যবিশিষ্ট একটি ট্রাস্টি বোর্ড রয়েছে। এখন পর্যন্ত ট্রাস্টি বোর্ডের মোট ১১টি সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। ‘বঙ্গবন্ধু বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি ফেলোশিপ ট্রাস্ট কর্তৃক ফেলোশিপ প্রদান সম্পর্কিত নীতিমালা-২০১৮’ এর আওতায় ফেলো নির্বাচন করা হয়।

৯.১১ নিউক্লিয়ার পাওয়ার প্ল্যান্ট কোম্পানি বাংলাদেশ লিমিটেড (এনপিসিবিএল):

দেশের ক্রমবর্ধমান বিদ্যুতের চাহিদা পূরণের লক্ষ্যে প্রতিটি ১২০০ মেগাওয়াট ক্ষমতাসম্পন্ন দুটি ইউনিটসংবলিত রূপপুর পারমাণবিক বিদ্যুৎকেন্দ্র স্থাপনের কাজ চলছে। আগামী ২০২৩ সালের মধ্যে রূপপুর পারমাণবিক বিদ্যুৎকেন্দ্র থেকে জাতীয় ছিড়ে বিদ্যুৎ সংযোগ সম্ভব হবে বলে আশা করা যায়। পারমাণবিক বিদ্যুৎকেন্দ্রের পরিচালনা প্রতিষ্ঠান প্রতিষ্ঠা ও ব্যবস্থাপনা পদ্ধতির বিধানসংবলিত পারমাণবিক বিদ্যুৎকেন্দ্র আইন, ২০১৫ পাশ হয়। উক্ত আইনের আওতায় ১৮ আগস্ট ২০১৫ তারিখ রূপপুর পারমাণবিক বিদ্যুৎকেন্দ্রসহ অন্যান্য পারমাণবিক বিদ্যুৎকেন্দ্র স্থাপন ও পরিচালনার জন্য নিউক্লিয়ার পাওয়ার প্ল্যান্ট কোম্পানি বাংলাদেশ লিমিটেড গঠিত হয়েছে এবং উক্ত কোম্পানি তার কার্যক্রম শুরু করেছে।

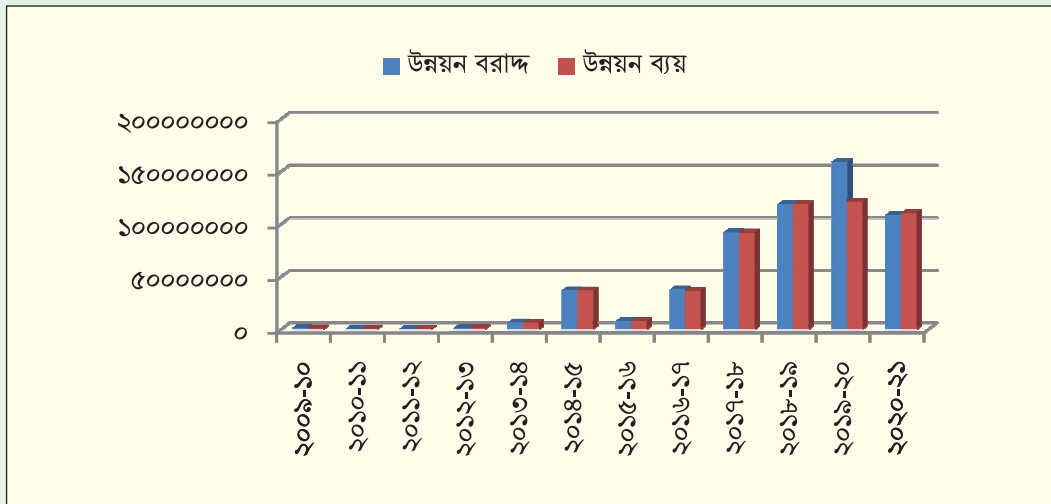
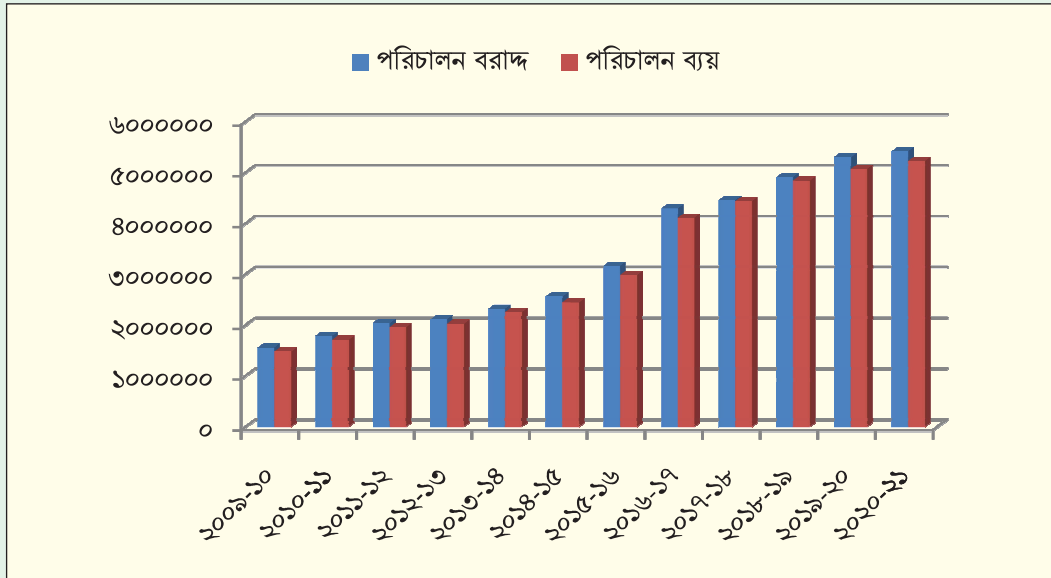
১০.০ মন্ত্রণালয়ের বাজেট বরাদ্দ ও ব্যয়

সরকারি ব্যয়ের দক্ষতা ও কার্যকারিতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে আর্থিক খাত সংস্কার প্রক্রিয়ার অংশ হিসেবে মধ্যমেয়াদি বাজেট কাঠামো (এমটিবিএফ) পদ্ধতিতে বাজেট প্রণয়নের কাজ ২০০৫-২০০৬ অর্থবছর থেকে শুরু হয়েছে। এ পদ্ধতির সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য হচ্ছে সরকারের কৌশলগত উদ্দেশ্য, নীতি ও অগ্রাধিকারের সঙ্গে বাজেট বরাদ্দের যোগসূত্র স্থাপন, প্রাপ্ত সম্পদের ভিত্তিতে বাস্তবসম্মত ব্যয় পরিকল্পনা প্রস্তুতকরণ এবং বরাদ্দকৃত বাজেটভিত্তিক কর্মসম্পাদন। একটি সামঞ্জস্যপূর্ণ বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি ব্যবস্থা গড়ে তোলার লক্ষ্যে আধুনিকায়নের মাধ্যমে সক্ষমতা বৃদ্ধিসহ একটি যুগোপযোগী ও বিজ্ঞানমনস্ক জাতি গঠনের প্রত্যয়ে বাস্তবায়নের জন্য বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি

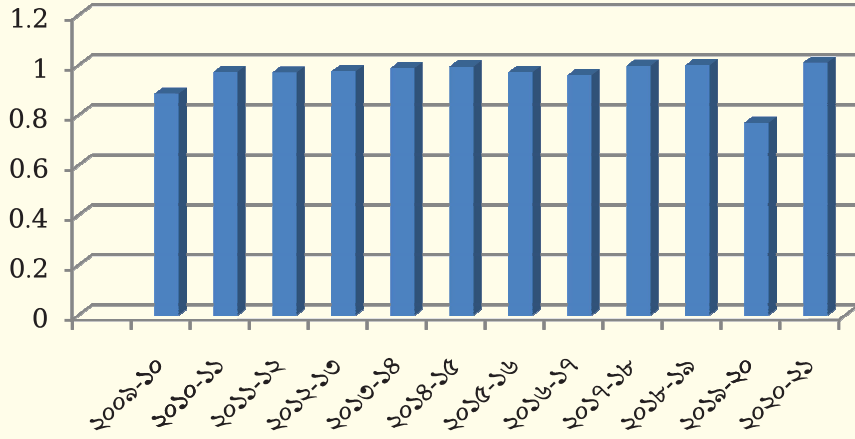
মন্ত্রণালয়ের ২০২০-২০২১ অর্থবছরের সংশোধিত বাজেটে পরিচালন ব্যয় খাতে ৫৪২ কোটি ৮ লক্ষ টাকা এবং উন্নয়ন খাতে ১০,৯০৩ কোটি ৬৯ লক্ষ টাকা বরাদ্দ প্রদান করা হয়। উক্ত অর্থবছরে বাজেট বাস্তবায়নের হার ১০১.০৬%। বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি মন্ত্রণালয়ের ২০০৯-১০ থেকে ২০২০-২১ অর্থবছর পর্যন্ত প্রাপ্ত বাজেট বরাদ্দ, ব্যয় এবং বাজেট বাস্তবায়নের শতকরা হার নিরূপণ :

(অঙ্কসমূহ হাজার টাকায়)

ক্রম	অর্থবছর	পরিচালন		উন্নয়ন		সর্বমোট		বাজেট বাস্তবায়নের হার
		বরাদ্দ	ব্যয়	বরাদ্দ	ব্যয়	মোট বরাদ্দ	মোট ব্যয়	
১.	২০০৯-১০	১৫৫৫০১৬	১৪৮০৩৬৩	১৩৮৫৮০০	১১২৭০৫৬	২৯৪০৮১৬	২৬০৭৪১৯	৮৮.৬৬%
২.	২০১০-১১	১৭৮৩১৬৩	১৭১০৭২৮	১০০৮৭৩৬	১০০৭২১০	২৭৯১৮৯৯	২৭১৭৯৩৮	৯৭.৩৫%
৩.	২০১১-১২	২০৪০৯৮৯	১৯৫৮৯৬৫	৯০৯০০০	৯০৭০৪১	২৯৪৯৯৮৯	২৮৬৬০০৬	৯৭.১৫%
৪.	২০১২-১৩	২১১১০৬৮	২০২৫৪০৩	১৫৬৩৫৬৯	১৫৫৯৯৮৩	৩৬৭৪৬৩৭	৩৫৮৫৩৮৬	৯৭.৫৭%
৫.	২০১৩-১৪	২৩১৭০১২	২২৫৭১৫২	৬৭০১৫০০	৬৬৬০০০০	৯০১৮৫১২	৮৯১৭১৫২	৯৮.৮৭%
৬.	২০১৪-১৫	২৫৬৫৬৬৩	২৪৪৭৩৫৯	৩৭১৯১১০০	৩৭১২৮৩৭৮	৩৯৭৫৬৭৬৩	৩৯৫৭৫৭৩৭	৯৯.৫০%
৭.	২০১৫-১৬	৩১৬৪৯৪৯	২৯৮৫৩৪১	৭৯৯৬৪০০	৭৮৬৫৬৯০	১১১৬১৩৪৯	১০৮৫১০৩১	৯৭.২২%
৮.	২০১৬-১৭	৪২৯২২৩৬	৪১১০২৯৫	৩৮১৭১১০০	৩৬৬৬৫৬৪৭	৪২৪৬৩৩৩৬	৪০৭৭৫৯৪২	৯৬.০৩%
৯.	২০১৭-১৮	৪৪৫৮৩৬৬	৪৪৩৪৪৭৬	৯২৪৬৬৮০০	৯২২৯১৩৫৭	৯৬৯২৫১৬৬	৯৬৭২৫৮৩৩	৯৯.৭৯%
১০.	২০১৮-১৯	৪৯০৮৮০০	৪৮৪২২৮৫	১১৯০০৩৭০০	১১৯০২৪০১৭	১২৩৯১২৫০০	১২৩৮৬৬৩০২	৯৯.৯৬%
১১.	২০১৯-২০	৫৩০৩৮০০	৫০৬৯৮২১	১৫৯০৮৪৭০০	১২১৫৩১১৬৯	১৬৪৩৮৮৫০০	১২৬৬০০৯৯০	৭৭%
১২.	২০২০-২১	৫৪২০৮০৩	৫২২৭৭২২	১০৯০৩৬৯০০	১১০৪৪১৬৬৭	১১৪৪৫৭৭০৩	১১৫৬৬৯৩৮৯	১০১.০৬%



বাজেট বাস্তবায়নের শতকরা হার



১১.০ মন্ত্রণালয়ের উল্লেখযোগ্য অর্জন

মন্ত্রণালয়ের ১৯৯৬ সাল হতে ২০০১ পর্যন্ত এবং ২০০৯ সাল হতে জুন ২০২১ পর্যন্ত উল্লেখযোগ্য অর্জন নিম্নে উল্লেখ করা হলো:

১১.১ ১৯৯৬ হতে ২০০১ পর্যন্ত উল্লেখযোগ্য অর্জন

- গবেষণা ও উন্নয়ন প্রকল্পসমূহের বিশেষ অনুদান কর্মসূচির আওতায় ৪৭২টি প্রকল্পের বিপরীতে ৪৭ কোটি ৯০ লক্ষ টাকা বরাদ্দ দেয়া হয়েছে।
- জাতীয় বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি (NST) ফেলোশিপ কর্মসূচির আওতায় মোট ৯৮৬ জন ছাত্র-ছাত্রী/গবেষককে ১ কোটি ৯৫ লক্ষ টাকা ফেলোশিপ প্রদান করা হয়েছে।
- প্রযুক্তি উদ্ভাবন, গবেষণা ও উন্নয়নমূলক (R&D) প্রকল্পের আওতায় ২৯০টি প্রকল্পের অনুকূলে ১ কোটি ৪৩ লক্ষ টাকা অনুদান প্রদান করা হয়েছে।
- সেমিনার, সিম্পোজিয়াম, কর্মশালা আয়োজন এবং গবেষণা জার্নাল, বুলেটিন প্রকাশনার লক্ষ্যে ৫৯টি বিজ্ঞানসেবী সংস্থা ও বিজ্ঞানভিত্তিক পেশাজীবী সংগঠন/প্রতিষ্ঠানকে ৬০ লক্ষ টাকা আর্থিক অনুদান প্রদান করা হয়েছে।
- ৩০টি উপজেলায় দেশে স্থানীয়ভাবে উদ্ভাবিত লাগসই প্রযুক্তির প্রয়োগ ও সম্প্রসারণ শীর্ষক সেমিনার ও প্রদর্শনী আয়োজন করা হয়েছে।
- মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ৯ ফেব্রুয়ারি ২০০০ তারিখ বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান নভোথিয়েটারের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করেন।
- ১৯৯৯ সালে ২৭ কোটি ৬৮ লক্ষ টাকা ব্যয়ে ন্যাশনাল ইনস্টিটিউট অব বায়োটেকনোলজি শীর্ষক উন্নয়ন প্রকল্প অনুমোদিত হয়। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ১৪ মে ২০০০ তারিখ ন্যাশনাল ইনস্টিটিউট অব বায়োটেকনোলজি-এর ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করেন।

১১.২ ২০০৯ হতে জুন ২০২১ পর্যন্ত উল্লেখযোগ্য অর্জন:

- ২৪০০ মেগাওয়াট ক্ষমতাসম্পন্ন রূপপুর পারমাণবিক বিদ্যুৎকেন্দ্র নির্মাণ প্রকল্পের প্রাথমিক পর্যায়ের কাজ বাস্তবায়িত হয়েছে। উক্ত বিদ্যুৎকেন্দ্রের Siting License এবং ইউনিট-১ ও ইউনিট-২ এর Design and Construction License ইস্যু করা হয়েছে। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা এ বিদ্যুৎকেন্দ্রের ১ম এবং ২য় ইউনিটের রিঅ্যাক্টর ভবনের প্রথম কনক্রিট ঢালাই কাজ যথাক্রমে ৩০ নভেম্বর ২০১৭ তারিখ এবং ১৪ জুলাই ২০১৮ তারিখ শুভ উদ্বোধন করেন।
- বাংলাদেশ পরমাণু শক্তি নিয়ন্ত্রণ কর্তৃপক্ষের ডিজাইন রিকয়ারম্যান্ট অনুযায়ী রূপপুর এনপিপি-এর সকল ভবন/ফেসিলিটিজ, চারটি কুলিং টাওয়ার এবং অন্যান্য জটিল ও সুরক্ষার সাথে সম্পর্কিত ফেসিলিটিজ /অবকাঠামোর ভিত্তিগুলির সয়েল

স্টাবিলাইজেশনের কাজ ইতোমধ্যে সম্পন্ন হয়েছে। ডিজাইন রিকয়ারমেন্ট অনুযায়ী মোল্টেন কোর ক্যাচার, রিঅ্যাক্টর প্রেসারভেশেল, স্টিমজেনারেটর ইনস্টল করা হয়েছে এবং রিঅ্যাক্টর ভবন, টারবাইন ভবন ও অন্যান্য ভবন/ ফেসিলিটিজ নির্মাণ কাজ চলমান রয়েছে।

- জেটি ফেসিলিটিজসমূহের নির্মাণ কাজ শেষ হয়েছে এবং বর্তমানে পানি গ্রহণের কাঠামোয় সয়েল স্টাবিলাইজেশনের কাজ চলছে। এছাড়াও, কনস্ট্রাকশন অ্যাসেম্বলি বেস-২ তে ২৫টি বিভিন্ন পানি সরবরাহ নেটওয়ার্ক সিস্টেমসহ মোট ৪১টি ভবন/ফেসিলিটিজ নির্মাণ করা হয়েছে। হেলথ ফিজিক্স ল্যাবরেটরি, আশ্রয়কেন্দ্র, প্রশিক্ষণকেন্দ্র, তেজস্ক্রিয় বর্জ্যব্যবস্থাপনার সুবিধা, ফ্রেস ফুয়েল স্টোরেজ ফেসিলিটি, ডিজেল পাওয়ার স্টেশন, কনট্রোল অ্যাক্সেস এরিয়া ওয়ার্কশপ, প্রশাসনিক ভবন, প্রকৌশল ও কর্মীদের সুযোগ-সুবিধা বিল্ডিং, ক্যান্টিন বিল্ডিং, ডিমিনারলাইজেশন প্ল্যান্ট বিল্ডিং, চিলিং মেশিন বিল্ডিং ইত্যাদি কমন সুবিধাসমূহের নির্মাণ কাজ চলমান রয়েছে।
- জেনারেল কন্ট্রোলের আওতায় রূপপুর পারমাণবিক বিদ্যুৎকেন্দ্র নির্মাণের জন্য জেএসসি অ্যাটমস্ট্রয়এক্সপোর্ট কর্তৃক নিযুক্ত বিভিন্ন রাশান উৎপাদনকারী প্রতিষ্ঠানে প্রয়োজনীয় সরঞ্জামাদি তৈরির কাজ চলমান রয়েছে।
- রূপপুর পারমাণবিক বিদ্যুৎকেন্দ্রসহ অন্যান্য পারমাণবিক বিদ্যুৎকেন্দ্র স্থাপন, রক্ষণাবেক্ষণ ও পরিচালনার জন্য গত ১৬ সেপ্টেম্বর ২০১৫ তারিখ নিউক্লিয়ার পাওয়ার প্ল্যান্ট কোম্পানি বাংলাদেশ লিমিটেড (এনপিসিবিএল) গঠন করা হয়েছে।
- বাংলাদেশের দক্ষিণাঞ্চলে নিউক্লিয়ার পাওয়ার প্ল্যান্ট নির্মাণের সম্ভাব্য স্থান নির্বাচনের সমীক্ষা প্রকল্পের আওতায় প্রাথমিকভাবে চিহ্নিত ১৫টি স্থানের মধ্যে আণবিক শক্তি সংস্থা (আইএইএ), বাংলাদেশ পারমাণবিক শক্তি নিয়ন্ত্রক কর্তৃপক্ষ (বিএইআরএ), এবং পরিবেশ অধিদফতরের (ডিওই) নির্দেশিকা অনুসারে ৫টি সাইট: (১) নিশানবাড়ি (পূর্ব), তালতলী উপজেলা, বরগুনা; (২) কুমিরমারা ও পদ্মামোজা, বরগুনা সদর উপজেলা, বরগুনা; (৩) নিশানবাড়ি (পশ্চিম), তালতলী উপজেলা, বরগুনা; (৪) চরমোনতাজ, রাঙ্গাবালী উপজেলা, পটুয়াখালী এবং (৫) মৌড়ুবি, রাঙ্গাবালী উপজেলা, পটুয়াখালী স্থানসমূহকে প্রার্থী সাইট হিসেবে চিহ্নিত করা হয়। সিসমিক ও টেকটোনিক স্ট্যাডিজ; ভূতাত্ত্বিক, ভূ-প্রকৌশল ও ভূ-প্রযুক্তিগত স্ট্যাডিজ এবং হাইড্রোলজিক্যাল অ্যান্ড হাইড্রোলজিক্যাল স্ট্যাডিজ-এর আলোকে তৈরিকৃত প্রাধান্যতারক্রম হতে দেখা যায় যে, ৫টি প্রার্থী সাইটের মধ্যে নিশানবাড়ি (পূর্ব), বড়বাগী ইউনিয়ন, তালতলী উপজেলা, বরগুনা সাইটটি প্রথম স্থান হিসেবে বিবেচিত হয়। এ বিষয়ে গঠিত কারিগরি কমিটির সুপারিশ অনুযায়ী অধিকতর স্ট্যাডিজ ও প্রয়োজনীয় অন্যান্য কার্যক্রম সম্পাদনের লক্ষ্যে নতুন একটি উন্নয়ন প্রকল্প গ্রহণের বিষয়ে উদ্যোগ গ্রহণ করা হচ্ছে।
- রূপপুর পারমাণবিক বিদ্যুৎকেন্দ্র সফলভাবে বাস্তবায়নের জন্য ভারত এবং রাশান ফেডারেশনের সাথে ২০টি চুক্তি/সমঝোতাস্মারক স্বাক্ষরিত হয়েছে এবং বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিগত সহযোগিতা বিষয়ে ৩টি দেশের সাথে চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়েছে।
 - গত ২১ মে, ২০১০ তারিখ বাংলাদেশ সরকার এবং রাশান ফেডারেশন সরকারের মধ্যে একটি সমঝোতাস্মারক এবং একটি Framework Agreement স্বাক্ষরিত হয়েছে;
 - ২০১০ সালে বাংলাদেশ-মরক্কো এবং ২০১২ সালে বাংলাদেশ-বেলারুশের মধ্যে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিগত সহযোগিতার বিষয়ে দুটি চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়েছে;
 - গত ২৪ ফেব্রুয়ারি ২০১১ তারিখ রাশান ফেডারেশন সরকারের আর্থিক ও কারিগরি সহায়তায় পাবনা জেলার রূপপুরে ২৪০০ মেগাওয়াট ক্ষমতাসম্পন্ন একটি পারমাণবিক বিদ্যুৎকেন্দ্র নির্মাণ সংক্রান্ত চুক্তি অনুস্বাক্ষরিত হয়েছে;
 - গত ২ নভেম্বর ২০১১ তারিখ পারমাণবিক বিদ্যুৎকেন্দ্র নির্মাণের জন্য রাশান ফেডারেশনের সাথে একটি সহায়তা চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়েছে;
 - বাংলাদেশে নিউক্লিয়ার সেক্টরে দক্ষ জনবল সৃষ্ণের লক্ষ্যে রাশান ফেডারেশনের সাথে একটি সমঝোতাস্মারক গত ৪ জুন ২০১২ তারিখ স্বাক্ষরিত হয়েছে;
 - ২০১৩ সালে বাংলাদেশ-বেলারুশের মধ্যে পরমাণু শক্তির শান্তিপূর্ণ ব্যবহার সম্পর্কিত একটি সমঝোতাস্মারক স্বাক্ষরিত হয়েছে;
 - গত ১৫ জানুয়ারি ২০১৩ তারিখ রাশান ফেডারেশনের সহায়তায় ঢাকার বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান নভোথিয়েটারে একটি Nuclear Industry Information Centre স্থাপন সংক্রান্ত বিষয়ে একটি চুক্তি উভয় সরকারের মধ্যে স্বাক্ষরিত হয়েছে;
 - গত ১৫ জানুয়ারি ২০১৩ তারিখ রূপপুর পারমাণবিক বিদ্যুৎকেন্দ্র স্থাপন প্রকল্প নির্মাণের প্রাথমিক কার্যাদির জন্য State

Export Credit সংক্রান্ত একটি চুক্তি এবং প্রকল্পের মূল নির্মাণ কাজের অর্থায়নের জন্য পৃথক একটি সমঝোতাস্মারক অর্থনৈতিক সম্পর্ক বিভাগ ও রাশান ফেডারেশন সরকারের মধ্যে স্বাক্ষরিত হয়েছে;

- ২০১৪ সালে বাংলাদেশ ও মিশরের মধ্যে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিগত সহযোগিতার বিষয়ে ৫ বছর মেয়াদি একটি চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়েছে;
- রূপপুর পারমাণবিক বিদ্যুৎকেন্দ্রের মূল পর্বের নির্মাণ কাজ সম্পাদনের জন্য বাংলাদেশ পরমাণু শক্তি কমিশন এবং রাশান ফেডারেশনের অ্যাটমস্ট্রয়এক্সপোর্ট-এর মধ্যে একটি General Contract গত ২৫ ডিসেম্বর ২০১৫ তারিখ স্বাক্ষরিত হয়েছে;
- রূপপুর পারমাণবিক বিদ্যুৎকেন্দ্র নির্মাণ (১ম পর্যায়) প্রকল্পের আওতায় ঠিকাদারী প্রতিষ্ঠান রাশান ফেডারেশনের অ্যাটমস্ট্রয়এক্সপোর্টের সঙ্গে ৪র্থ চুক্তিটি গত ৭ জানুয়ারি ২০১৬ তারিখ স্বাক্ষরিত হয়েছে;
- রূপপুর পারমাণবিক বিদ্যুৎকেন্দ্রের মূল পর্বের নির্মাণ কাজ সম্পাদনের জন্য রাশান ফেডারেশন সরকার ও বাংলাদেশ সরকারের মধ্যে ১১.৩৮৫ বিলিয়ন মার্কিন ডলারের Intergovernmental Credit Agreement (IGCA) গত ২৬ জুলাই ২০১৬ তারিখ স্বাক্ষরিত হয়েছে;
- গত ৮ এপ্রিল ২০১৭ তারিখ “Agreement between the Government of the People’s Republic of Bangladesh and the Government of the Republic of India on Cooperation in the Peaceful Uses of Nuclear Energy” স্বাক্ষরিত হয়েছে;
- গত ৮ এপ্রিল ২০১৭ তারিখ “Inter-Agency Agreement between Global Centre for Nuclear Energy Partnership (GCNEP), Department of Atomic Energy, Government of India and Bangladesh Atomic Energy Commission (BAEC), Ministry of Science and Technology, Government of People’s Republic of Bangladesh on Cooperation regarding Nuclear Power Plant Project in Bangladesh” স্বাক্ষরিত হয়েছে;
- গত ৮ এপ্রিল ২০১৭ তারিখ “Arrangement between The Atomic Energy Regulatory Board (AERB) of the Government of the Republic of India and Bangladesh Atomic Energy Regulatory Authority (BAERA), the Government of the People’s Republic of Bangladesh for the Exchange of Technical Information and Co-operation in the Regulation of Nuclear Safety and Radiation Protection” স্বাক্ষরিত হয়েছে;
- গত ৩০ আগস্ট ২০১৭ তারিখ মস্কোতে "Agreement between the Government of the Russian Federation and the Government of the People’s Republic of Bangladesh on Cooperation Concerning Return of Spent Nuclear Fuel from Rooppur Nuclear Power Plant to the Russian Federation" স্বাক্ষরিত হয়েছে;



Spent Nuclear Fuel রাশান ফেডারেশনে ফেরত নেয়া সংক্রান্ত চুক্তি স্বাক্ষর অনুষ্ঠানে মাননীয় মন্ত্রী স্থপতি ইয়াফেস ওসমান

- গত ১ মার্চ ২০১৮ তারিখ মস্কোতে “Memorandum of Understanding between the State Atomic Energy Corporation “ROSATOM”, the Ministry of Science and Technology of the People’s Republic of Bangladesh and the Department of Atomic Energy of the Government of India on Trilateral Cooperation

on Implementation of the Rooppur Nuclear Power Plant Project in Bangladesh” শীর্ষক ত্রিপক্ষীয় চুক্তিটি স্বাক্ষরিত হয়েছে;

- গত ৯ এপ্রিল ২০১৮ তারিখ ঢাকায় “Addendum-I to Inter Agreement between Bangladesh Atomic Energy Commission (BAEC) Ministry of Science and Technology Government of People’s Republic of Bangladesh and Global Centre for Nuclear Energy Partnership (GCNEP), Department of Atomic Energy, Government of India on Cooperation regarding Rooppur Nuclear Power Plant Project” স্বাক্ষরিত হয়েছে;
- বাংলাদেশ ও রাশান ফেডারেশন সরকারের মধ্যে “Protocol on the amendments to Agreement between the Government of the People’s Republic of Bangladesh and the Government of the Russian Federation on Cooperation Concerning the Construction of a Nuclear Power Plant on the Territory of the People’s Republic of Bangladesh, signed on November 2, ২০১১-এর বাংলা ও ইংরাজি ভাষনে গত ১৬ মার্চ ২০২০ তারিখ স্বাক্ষরিত হয়েছে;



রূপপুর পারমাণবিক বিদ্যুৎকেন্দ্রের Nuclear Fuel Supply Contract” স্বাক্ষর অনুষ্ঠানে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি মন্ত্রণালয়ের মাননীয় মন্ত্রী স্থপতি ইয়াফেস ওসমান

- গত ৬ আগস্ট ২০১৯ তারিখ ঢাকায় বাংলাদেশ ও রাশান ফেডারেশনের মধ্যে স্বাক্ষরিত আন্তঃরাষ্ট্রীয় সহযোগিতা চুক্তির আওতায় রূপপুর পারমাণবিক বিদ্যুৎকেন্দ্রের “Nuclear Fuel Supply Contract” স্বাক্ষরিত হয় এবং গত ১৬ মার্চ ২০২০ তারিখ ঢাকায় বাংলাদেশ ও রাশান ফেডারেশনের মধ্যে Appendices to the Nuclear Fuel Supply Contract স্বাক্ষরিত হয়;
- গত ২৯ মে ২০২০ তারিখ ঢাকায় রূপপুর পারমাণবিক বিদ্যুৎকেন্দ্রের নিরাপত্তা ও ভৌতসুরক্ষা ব্যবস্থা (PPS)’ নির্মাণ প্রকল্প বাস্তবায়নের জন্য নির্বাচিত কোম্পানি Eleron-এর সাথে Nuclear Security and Physical Protection System Cell (NSPC)-Gi Engineering, Procurement and Construction Contract (EPC Contract) স্বাক্ষরিত হয়;
- সমুদ্রসম্পদ শনাক্তকরণ, আহরণ, সংরক্ষণ এবং এর বহুমুখী ব্যবহার নিশ্চিতকরণের লক্ষ্যে কক্সবাজারে বাংলাদেশ সমুদ্র গবেষণা ইনস্টিটিউট প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে। এ প্রতিষ্ঠানে সমুদ্রবিষয়ক গবেষণার জন্য ৮টি অত্যাধুনিক ল্যাবরেটরি স্থাপন করা হয়েছে;
- ক্যান্সার রোগীদের মানসম্মত সেবা প্রদান এবং বিশেষ প্রশিক্ষণ প্রদানের মাধ্যমে দক্ষ মেডিক্যাল ফিজিসিস্ট ও নিউক্লিয়ার মেডিক্যাল টেকনোলজিস্ট (রেডিওথেরাপিস্ট) তৈরির লক্ষ্যে সাভারে Nuclear Medical Physics Institute প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে। এ প্রতিষ্ঠানে স্থাপিত ৩টি অত্যাধুনিক ল্যাবরেটরির মাধ্যমে ক্যান্সার চিকিৎসাসেবা প্রদান করা হচ্ছে;
- প্রাণিজ/মানবটিস্যু পুনর্বাসন শল্যচিকিৎসায় ব্যবহারের জন্য প্রক্রিয়াজাতকরণের লক্ষ্যে Institute of Tissue Banking and Biomaterial Research প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে। এ প্রতিষ্ঠানে ৫টি অত্যাধুনিক ল্যাবরেটরি স্থাপন করা হয়েছে। এ প্রতিষ্ঠান হতে বিভিন্ন প্রকার অব্যবহৃত/পরিত্যক্ত প্রাণিজ/মানবীয় টিস্যু সংগ্রহ করে বিজ্ঞানসম্মতভাবে প্রক্রিয়াজাতকরণ এবং বিকিরণের সাহায্যে জীবাণুমুক্তকরণ ও যথাযথমান নিয়ন্ত্রণ করে পুনর্বাসন শল্যচিকিৎসায় ব্যবহারের জন্য দেশের বিভিন্ন হাসপাতাল/স্বাস্থ্যকেন্দ্রে সরবরাহ করা হয়;

- বাংলাদেশে রাসায়নিক পরিমাপ বিজ্ঞানের আন্তর্জাতিকভাবে স্বীকৃত অবকাঠামো প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে Bangladesh Reference Institute for Chemical Measurement প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে। এ প্রতিষ্ঠানে ৫২টি অত্যাধুনিক ল্যাবরেটরি স্থাপন করা হয়েছে;
- দেশের খনিজসম্পদকে নিজস্ব প্রযুক্তির মাধ্যমে ব্যবহার করে মাইনিং, মিনারেল প্রসেসিং ও মেটালার্জিক্যালবিষয়ক গবেষণা কার্যক্রম, প্রযুক্তির উদ্ভাবন, মানোন্নয়ন, শিল্প কারখানা স্থাপন এবং কর্মসংস্থান তথা দেশ ও জাতির আর্থসামাজিক উন্নয়নের লক্ষ্যে জয়পুরহাটে Institute of Mining, Mineralogy and Metallurgy স্থাপন করা হয়েছে। এ প্রতিষ্ঠানে ৩টি অত্যাধুনিক ল্যাবরেটরি স্থাপন করা হয়েছে;
- নিউক্লিয়ার নিরাপত্তা নিশ্চিত করে রূপপুর পারমাণবিক বিদ্যুৎকেন্দ্র স্থাপন এবং দেশের অন্যান্য নিউক্লিয়ার ও বিকিরণ স্থাপনাসমূহের যথাযোগ্য নিরাপত্তা ও নিয়ন্ত্রণ সুনিশ্চিত করার লক্ষ্যে বাংলাদেশ পরমাণু শক্তি নিয়ন্ত্রণ কর্তৃপক্ষ গঠন করা হয়েছে;
- জীবপ্রযুক্তি বিষয়ে গবেষণা ও উন্নয়ন কর্মকাণ্ড সুষ্ঠুভাবে পরিচালনা ও দক্ষ জনশক্তি সৃষ্টিসহ জাতীয় পর্যায়ে জীবপ্রযুক্তির ইতিবাচক উন্নয়ন ও প্রয়োগের লক্ষ্যে সাভারে ন্যাশনাল ইনস্টিটিউট অব বায়োটেকনোলজি প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে;
- বর্ণিত সময়ে নিম্নবর্ণিত ১৪টি আইন প্রণয়ন করা হয়েছে:
 - জাতীয় বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি জাদুঘর আইন, ২০১০
 - বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান নভোথিয়েটার আইন, ২০১০
 - বাংলাদেশ ন্যাশনাল সায়েন্টিফিক এন্ড টেকনিক্যাল ডকুমেন্টেশন সেন্টার (ব্যাপডক) আইন, ২০১০
 - ন্যাশনাল ইনস্টিটিউট অব বায়োটেকনোলজি আইন, ২০১০
 - বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি উন্নয়ন ট্রাস্ট আইন, ২০১১
 - বাংলাদেশ পরমাণু শক্তি নিয়ন্ত্রণ আইন, ২০১২
 - বাংলাদেশ বিজ্ঞান ও শিল্প গবেষণা পরিষদ আইন, ২০১৩
 - বাংলাদেশ ওসানোগ্রাফিক রিসার্চ ইনস্টিটিউট আইন, ২০১৫
 - পারমাণবিক বিদ্যুৎকেন্দ্র আইন, ২০১৫
 - বঙ্গবন্ধু বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি ফেলোশিপ ট্রাস্ট আইন, ২০১৬
 - বাংলাদেশ পরমাণু শক্তি কমিশন আইন, ২০১৭
 - বাংলাদেশ বিজ্ঞান ও শিল্প গবেষণা পরিষদ আইন (সংশোধিত), ২০১৮
 - বাংলাদেশ প্রকৌশল গবেষণা কাউন্সিল আইন, ২০২০
 - বাংলাদেশ রেফারেন্স ইনস্টিটিউট ফর কেমিক্যাল মেজারমেন্টস আইন, ২০২০
- মন্ত্রণালয়ের অধীনস্থ সংস্থাসমূহের ৯টি প্রবিধানমালা এবং ২টি বিধিমালা নিম্নে উল্লেখ করা হলো:
 - বাংলাদেশ পরমাণু শক্তি কমিশনের চাকরি প্রবিধানমালা-১৯৮৫
 - বাংলাদেশ বিজ্ঞান ও শিল্প গবেষণা পরিষদের চাকরি প্রবিধানমালা-১৯৮৯
 - বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান নভোথিয়েটার (কর্মকর্তা ও কর্মচারী) চাকরি প্রবিধানমালা, ২০১১
 - ন্যাশনাল ইনস্টিটিউট অব বায়োটেকনোলজি (কর্মকর্তা ও কর্মচারী) চাকরি প্রবিধানমালা, ২০১১
 - জাতীয় বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি জাদুঘর (কর্মকর্তা ও কর্মচারী) চাকরি প্রবিধানমালা, ২০১১
 - ন্যাশনাল ইনস্টিটিউট অব বায়োটেকনোলজি (কর্মকর্তা ও কর্মচারী) চাকরি প্রবিধানমালা, ২০১১
 - বাংলাদেশ পরমাণু শক্তি নিয়ন্ত্রণ কর্তৃপক্ষ এর কর্মচারী চাকরি প্রবিধানমালা, ২০১৭
 - বাংলাদেশ ওসানোগ্রাফিক রিসার্চ ইনস্টিটিউট এর কর্মচারী চাকরি প্রবিধানমালা, ২০১৭
 - বাংলাদেশ সায়েন্টিফিক এন্ড টেকনিক্যাল ডকুমেন্টেশন সেন্টার (ব্যাপডক)-এর কর্মচারী চাকরি প্রবিধানমালা, ২০১৭
 - বঙ্গবন্ধু বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি ফেলোশিপ ট্রাস্ট তহবিল পরিচালনা বিধিমালা, ২০১৭
 - পারমাণবিক নিরাপত্তা ও বিকিরণ নিয়ন্ত্রণ বিধিমালা, ১৯৯৭
- মন্ত্রণালয় ও অধীনস্থ সংস্থাসমূহের ১১টি নীতিমালা এবং ২টি নীতিমালা বাস্তবায়ন কর্মপরিকল্পনা রয়েছে:
 - জাতীয় বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি নীতি-২০১১;
 - জাতীয় বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি নীতি-২০১১ (ইংরেজি);

- জাতীয় বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি নীতি-২০১১, কর্মপরিকল্পনা;
- জাতীয় জীবপ্রযুক্তি নীতি-২০১২;
- জাতীয় জীবপ্রযুক্তি নীতি-২০১২, কর্মপরিকল্পনা;
- জাতীয় বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি ফেলোশিপ নীতিমালা-২০১৩;
- তথ্য অবমুক্তকরণ নীতিমালা, ২০১৫;
- বঙ্গবন্ধু বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি ফেলোশিপ ট্রাস্ট কর্তৃক ফেলোশিপ প্রদান সম্পর্কিত নীতিমালা-২০১৯ (সংশোধিত);
- বেসরকারি মাধ্যমিক ও উচ্চমাধ্যমিক শিক্ষা প্রতিষ্ঠান/বিজ্ঞান ক্লাবসমূহকে আর্থিক অনুদান প্রদান সংক্রান্ত সাধারণ নীতিমালা-২০১৯ (সংশোধিত);
- উপজেলা বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি ক্লাব গঠন নীতিমালা;
- বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ও বিজ্ঞান ক্লাবসমূহে আর্থিক অনুদানের সাধারণ নীতিমালা;
- প্রযুক্তি উদ্ভাবন, গবেষণা ও উন্নয়নমূলক প্রকল্পে অনুদান সংক্রান্ত সংশোধিত সাধারণ নীতিমালা;
- বিজ্ঞানসেবী সংস্থা ও বিজ্ঞানভিত্তিক পেশাজীবীকে আর্থিক অনুদান প্রদান সংক্রান্ত নীতিমালা (সংশোধিত)।
- ডিজিটাল হাজিরা, ই-ফাইলিং, ই-টেন্ডারিং, ই-টিকেটিং, ই-লাইসেন্সিং, ই-লার্নিং, ভিডিও কনফারেন্সিং, অনলাইন প্রজেক্ট মনিটরিং সিস্টেম, Fellowship Application System, Patient Management System চালু করা হয়েছে;
- বিগত বারো বছরে রাজস্ব খাত এবং কোম্পানিতে মোট ২,৭৫৩ জন কর্মকর্তা/কর্মচারীকে নিয়োগ প্রদান করা হয়েছে;
- ১৯ হাজার ৫৬০ কোটি ৮৮ হাজার টাকা ব্যয়ে মোট ৫৬টি উন্নয়ন প্রকল্প বাস্তবায়ন করা হয়েছে;
- বঙ্গবন্ধু ফেলোশিপ কর্মসূচির আওতায় দেশে-বিদেশে এমএস, পিএইচডি এবং পোস্ট ডক্টরাল কোর্সে মোট ৬১৪ জন ছাত্র/ছাত্রীকে ফেলোশিপ প্রদান করা হয়েছে;
- ১৯,৭৩০ জন ফেলো/গবেষককে ১২১ কোটি ৩৯ লক্ষ টাকা এনএসটি ফেলোশিপ এবং ৪,২০১টি গবেষণা প্রকল্পের আওতায় ১৪১.৬১ কোটি টাকা বিশেষ গবেষণা অনুদান প্রদান করা হয়েছে;
- বৈজ্ঞানিক যন্ত্রপাতি এবং কেমিক্যাল ক্রয়ের জন্য ১,৩৮৯ বেসরকারি মাধ্যমিক ও উচ্চমাধ্যমিক শিক্ষা প্রতিষ্ঠানকে মোট ১০ কোটি ২৯ লক্ষ ১০ হাজার টাকা অনুদান প্রদান করা হয়েছে;
- দেশে স্থানীয়ভাবে উদ্ভাবিত লাগসই প্রযুক্তির প্রয়োগ ও সম্প্রসারণের নিমিত্ত ৩৯৪টি উপজেলায় সেমিনার ও প্রদর্শনী আয়োজন করা হয়েছে;
- বাংলাদেশ পরমাণু শক্তি কমিশনের মাধ্যমে ৪৬,২৬,০২১ জন রোগীকে পরমাণু চিকিৎসাসেবা প্রদানের মাধ্যমে ২৬০ কোটি ৮১ লক্ষ ৩৮ হাজার টাকা রাজস্ব আয় করা হয়েছে;
- পুনর্বাসন শল্যচিকিৎসায় ব্যবহারের জন্য হাসপাতাল/স্বাস্থ্যকেন্দ্রে জীবাণুমুক্ত ও প্রক্রিয়াজাত ১,৩৮,৭৭২সিসি বোন গ্রাফট ও ৫৬,৭৪৪টি অ্যামনিয়ন গ্রাফট সরবরাহ করে ৭০ লক্ষ ৮৪ হাজার টাকা রাজস্ব আয় করা হয়েছে;
- পরমাণু চিকিৎসায় ব্যবহারের জন্য ৯,৮১৫টি Tc99m জেনারেটর এবং ১৪,৫৫২ জিবিকিউ I-131 সরবরাহ করে মোট ৭ কোটি ২ লক্ষ টাকা রাজস্ব আয় করা হয়েছে;
- আমদানিকৃত খাদ্যদ্রব্যের ১,৬৭,০২২টি নমুনার তেজস্ক্রিয়তা পরীক্ষার মাধ্যমে মোট ১৯৫ কোটি ৩২ লক্ষ টাকা রাজস্ব আয় করা হয়েছে;
- বাংলাদেশ সায়েন্টিফিক এন্ড টেকনিক্যাল ডকুমেন্টেশন সেন্টার (ব্যাঙ্গডক)-এর মাধ্যমে দেশের আর্থসামাজিক উন্নয়নের লক্ষ্যে ১,৫৯,৭৮২ পৃষ্ঠা বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিবিষয়ক তথ্য সংগ্রহ করা হয়েছে এবং ২৩,৪৮,৯২৭ পৃষ্ঠা তথ্য ২,৬৯,৩৫১ জন বিজ্ঞানী ও প্রযুক্তিবিদ, শিল্পোদ্যোক্তা, পরিকল্পনাবিদ, নীতি-নির্ধারক, ছাত্র-শিক্ষক ও সংশ্লিষ্ট সকল গবেষককে প্রদান করা হয়েছে;
- বাংলাদেশ পরমাণু শক্তি নিয়ন্ত্রণ কর্তৃপক্ষের মাধ্যমে ২টি নিউক্লিয়ার স্থাপনার (রূপপুর পারমাণবিক বিদ্যুৎকেন্দ্র) স্থান নির্ধারণ লাইসেন্স প্রদান; ২,৬৯৭টি এক্স-রে স্থাপনা ও তেজস্ক্রিয় পদার্থসহ অন্যান্য কর্মকাণ্ডের নতুন লাইসেন্স প্রদান; ৭,৯৪৭টি লাইসেন্স নবায়ন, ২০৬১টি আমদানি/রপ্তানি পারমিট ও এনওসি প্রদান; ১,৭৬৩টি বিকিরণ নিয়ন্ত্রণ কর্মকর্তার নতুন সনদ প্রদান; ২৩৬৫টি সনদ নবায়ন এবং ১,৯০৫টি এক্স-রে স্থাপনা ও তেজস্ক্রিয় পদার্থসহ অন্যান্য কর্মকাণ্ড পরিদর্শন করা হয়েছে। বর্ধিত সেবাসমূহ প্রদান করে মোট ৬৪ কোটি ৫৩ লক্ষ টাকা রাজস্ব আয় করা হয়েছে;

- গামা রেডিয়েশন ব্যবহার করে খাদ্যে ও চিকিৎসাসামগ্রীতে বিকিরণ প্রয়োগ, রাসায়নিক বিশ্লেষণ ও অন্যান্য সেবা খাত থেকে মোট ১৮ কোটি ৬৫ লক্ষ টাকা রাজস্ব আয় করা হয়েছে;
- জ্বালানি সাশ্রয়ের লক্ষ্যে ২২টি জেলার মোট ৭,৮০০টি বায়োগ্যাস প্ল্যান্ট ও ২৮,০০০টি উন্নত চুলা স্থাপন করা হয়েছে;
- বাংলাদেশ বিজ্ঞান ও শিল্প গবেষণা পরিষদ কর্তৃক বর্ণিত সময়ে ১১৮টি নতুন প্রযুক্তি উদ্ভাবন করা হয়েছে; ২১৫টি প্রযুক্তি বাণিজ্যিকীকরণের জন্য হস্তান্তর করা হয়েছে; ৫৪টি নতুন প্রযুক্তির পেটেন্ট অর্জিত হয়েছে এবং ৭টি উদ্ভাবিত প্রযুক্তির পেটেন্ট অর্জনের জন্য আবেদন করা হয়েছে;
- বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিকে জনপ্রিয়করণের লক্ষ্যে উপজেলা, জেলা এবং জাতীয় পর্যায়ে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি সপ্তাহ উদযাপন, বিজ্ঞান মেলা, বিজ্ঞান অলিম্পিয়াড, বিজ্ঞান বিষয়ে কুইজ প্রতিযোগিতা এবং মিউজুবাসের মাধ্যমে দেশব্যাপী ভ্রাম্যমাণ বিজ্ঞান প্রদর্শনী নিয়মিতভাবে আয়োজন করা হচ্ছে;
- বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিকে জনপ্রিয়করণের লক্ষ্যে ৪৯০টি উপজেলায় এবং ৯০টি ইউনিয়নে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি ক্লাব গঠন করা হয়েছে;
- বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান নভোথিয়েটারে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ঐতিহাসিক জীবন সংগ্রামের ওপর ৩০ মিনিটের একটি ফিল্ম নিয়মিত প্রদর্শন করা হচ্ছে।

১২.০ ২০২০-২০২১ অর্থবছরের সংশোধিত বাষিক উন্নয়ন কর্মসূচির বাস্তবায়ন অগ্রগতি

(অঙ্কসমূহ লক্ষ টাকায়)

ক্রম	মন্ত্রণালয়/সংস্থা	প্রকল্পের সংখ্যা	আরএডিপি বরাদ্দ	অবমুক্তকৃত অর্থ	৩০ জুন ২০২১ পর্যন্ত ব্যয়	বাস্তবায়ন হার (%)
১	২	৩	৬	৭	৮	৯
১	বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি মন্ত্রণালয়	১	৬২০৪.০০	৪৩৯৭.৫৮	৪৩৯৩.৮৩	৭০.৮২%
২	বাংলাদেশ পরমাণু শক্তি কমিশন	১২	১০৩৬৬০৭.৫	১০৫৮৬৭৮.৮৮	১০৫৭৭৬০.২২	১০২.০৪%
৩	বাংলাদেশ পরমানু শক্তি নিয়ন্ত্রণ কর্তৃপক্ষ	২	১১৯১১.০০	১১৮৮১.০০	১১৮৮১.০০	৯৯.৭৫%
৪	বাংলাদেশ বিজ্ঞান ও শিল্প গবেষণা পরিষদ	৭	১১৬২৫.০০	৯৪০২.৩৭	৯৩৮৯.৯২	৮০.৭৭%
৫	জাতীয় বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি জাদুঘর	১	১৩৮০.৫০	১৩৭৭.১০	১৩৬৮.৩৭	৯৯.১২%
৬	বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান নভোথিয়েটার	২	৭৩৮০.০০	৫২৯৮.০০	৫২৯০.৩৩	৭১.৬৮%
৭	ন্যাশনাল ইনস্টিটিউট অব বায়োটেকনোলজি	১	৬৭২৭.০০	৫৭৯৯.০০	৫৭৯৯.০০	৮৬.২০%
৮	পারমাণবিক নিরাপত্তা ও ভৌতসুরক্ষা ব্যবস্থা সেল, বাংলাদেশ সেনাবাহিনী	১	৮৫৩৪.০০	৮৫৩৪.০০	৮৫৩৪.০০	১০০.০০%
২০২০-২১ অর্থবছরের মোট		২৭	১০৯০৩৬৯.০০	১১০৫৩৬৭.৯৩	১১০৪৪১৬.৬৭	১০১.২৯%

২০২০-২১ অর্থবছরে “রূপপুর পারমাণবিক বিদ্যুৎকেন্দ্র নির্মাণ” শীর্ষক প্রকল্পের অনুকূলে মোট বরাদ্দ ১০,১৬,৬৭৮.০০ লক্ষ টাকা এবং বাস্তবায়ন অগ্রগতির হার ১০২.২৪%। অন্যান্য ২৬টি প্রকল্পের অনুকূলে মোট বরাদ্দ ৭৩,৬৯১.০০ লক্ষ টাকা এবং বাস্তবায়ন অগ্রগতির হার ৮৮.২১%।

১২.১ ২০২০-২১ অর্থবছরে বাস্তবায়িত প্রকল্পসমূহের বিবরণ:

২০২০-২১ অর্থবছরে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি মন্ত্রণালয়ের আওতায় মোট ২৭টি প্রকল্প বাস্তবায়নাধীন ছিল, যার মধ্যে সব কয়টি বিনিয়োগ প্রকল্প। চলমান এ প্রকল্পসমূহের জন্য চলতি অর্থবছরের আরএডিপিতে মোট বরাদ্দের পরিমাণ ১০,৯০,৩৬৯.০০ লক্ষ টাকা। এ বরাদ্দের মধ্যে মন্ত্রণালয়ের অন্যতম বৃহৎ ও গুরুত্বপূর্ণ প্রকল্প রূপপুর পারমাণবিক বিদ্যুৎকেন্দ্র নির্মাণ প্রকল্পের অনুকূলে বরাদ্দ রয়েছে ১০,১৬,৬৭৮.০০ লক্ষ টাকা। এছাড়া, চলতি অর্থবছরের এডিপিতে সবুজপাতায় অন্তর্ভুক্ত আরো ৩৩টি বরাদ্দহীন নতুন অননুমোদিত প্রকল্প ছিল। নিম্নে চলমান ২৭টি প্রকল্পের তথ্য দেয়া হলো:-

ক্রম	প্রকল্পের নাম (বাস্তবায়ন মেয়াদ)	প্রকল্পের উদ্দেশ্যসমূহ	প্রাক্কলিত ব্যয়	২০২০-২০২১ অর্থবছরে বরাদ্দ
(ক) বাংলাদেশ পরমাণু শক্তি কমিশন:				
১	রূপপুর পারমাণবিক বিদ্যুৎকেন্দ্র নির্মাণ প্রকল্প (জুলাই ২০১৬ - ডিসেম্বর ২০২৫)	<p>(১) প্রতি ইউনিটে 1200MWe ক্ষমতাসম্পন্ন VVER-1200 (AES-2006) পাওয়ার রিঅ্যাক্টর বিশিষ্ট দুই ইউনিটের (সর্বমোট 2400MWe) রূপপুর পারমাণবিক বিদ্যুৎকেন্দ্র নির্মাণ;</p> <p>(২) রূপপুর পারমাণবিক বিদ্যুৎকেন্দ্র নির্মাণ কার্য সম্পাদনকল্পে সরবরাহ ও সেবা নিশ্চিতকরণ, যন্ত্রপাতি ও সরঞ্জাম প্রস্তুত ও প্রকল্প এলাকায় সরবরাহ, ইন্সপেকশন, ইন্সটলেশন, কমিশনিং, টেস্টিং ও তদসংশ্লিষ্ট কার্যসম্পাদন;</p> <p>(৩) ওয়ার্কিং ডকুমেন্টেশন, সেফটি এনালাইসিস রিপোর্ট, কমিশনিং এবং অপারেশন ডকুমেন্টেশন, অপারেশন ও মেইন্টেন্যান্স ম্যানুয়াল এবং নিয়মাবলি প্রস্তুতকরণ;</p> <p>(৪) ডিজাইন, কন্ট্রোলকশন এবং অপারেশন লাইসেন্স সংগ্রহ করার জন্য প্রয়োজনীয় লাইসেন্স ডকুমেন্ট ও লাইসেন্স ম্যানেজমেন্ট প্ল্যান প্রস্তুতকরণ;</p> <p>(৫) মূল কন্ট্রোলকশন ও কমিশনিং কাজের জন্য প্রয়োজনীয় সরবরাহ ও সেবা এবং সহায়ক কার্যসম্পাদনের পাশাপাশি সংশ্লিষ্ট ভৌতঅবকাঠামো নির্মাণ;</p> <p>(৬) রূপপুর পারমাণবিক বিদ্যুৎকেন্দ্রের অপারেশন ও মেইন্টেন্যান্স কার্যসমূহ নিরাপদ ও স্বাধীনভাবে পরিচালনার জন্য যোগ্য ও দক্ষ জনবল তৈরির লক্ষ্যে প্রশিক্ষণ প্রদান;</p> <p>(৭) রূপপুর পারমাণবিক বিদ্যুৎকেন্দ্রের অপারেটিং অর্গানাইজেশন হিসেবে নিউক্লিয়ার পাওয়ার প্ল্যান্ট কোম্পানি বাংলাদেশ লিমিটেড এর জন্য প্রয়োজনীয় ভৌতঅবকাঠামো প্রতিষ্ঠাকরণ;</p> <p>(৮) রূপপুর পারমাণবিক বিদ্যুৎকেন্দ্রের ফিজিক্যাল প্রোটেকশন, ইমার্জেন্সি প্রিপেয়ার্ডনেস অ্যান্ড রেসপন্স সেন্টার, পাবলিক কমিউনিকেশন সিস্টেম, ওয়েস্ট ম্যানেজমেন্ট সিস্টেম এবং পাবলিক ইনফর্মেশন/এডুকেশন সিস্টেমের জন্য প্রয়োজনীয় ভৌতঅবকাঠামো নির্মাণ;</p> <p>(৯) পারমাণবিক শিক্ষা, গবেষণা ও উন্নয়ন এবং পারমাণবিক শক্তির নিরাপদ ব্যবহারে সহায়তা প্রদান; এবং</p> <p>(১০) দেশের ক্রমবর্ধমান বেইজ লোডের জন্য কার্বনমুক্ত বিদ্যুৎ শক্তি উৎপাদনের মাধ্যমে আর্থসামাজিক উন্নয়ন।</p>	১১৩০৯২৯১.২৮	১০১৬৬৭৮.০০
২	মংলা বন্দরে তেজস্ক্রিয়তা পরীক্ষণ ও পরিবীক্ষণ গবেষণাগারে মানবসম্পদ উন্নয়নসহ আবাসিক সুবিধাদি স্থাপন (জুলাই ২০১৭-জুন ২০২১)	<p>(১) মংলা বন্দরে একটি স্বয়ংসম্পূর্ণ তেজস্ক্রিয়তা ও বিকিরণের মাত্রা পরীক্ষণ গবেষণাগার স্থাপন;</p> <p>(২) মংলা বন্দর দিয়ে আমদানিকৃত খাদ্যসামগ্রী ও অন্যান্য পণ্যের তেজস্ক্রিয়তা ও বিকিরণের মাত্রা পরীক্ষণ;</p> <p>(৩) বন্দর এবং শুল্ক কর্তৃপক্ষকে তেজস্ক্রিয় পদার্থবাহী পণ্য পরীক্ষায় সহায়তাকরণ;</p> <p>(৪) দেশে তেজস্ক্রিয় দুর্ঘটনার সময় জরুরি সেবা প্রদান।</p>	১৮২৫.০০	৪০৩.০০

ক্রম	প্রকল্পের নাম (বাস্তবায়ন মেয়াদ)	প্রকল্পের উদ্দেশ্যসমূহ	প্রাক্কলিত ব্যয়	২০২০-২০২১ অর্থবছরে বরাদ্দ
৩	ইনস্টিটিউট অব নিউক্লিয়ার মেডিসিন অ্যান্ড এ্যালায়েড সায়েন্সেস (ইনমাস) ঢাকা, চট্টগ্রাম, রাজশাহী, খুলনা, সিলেট, দিনাজপুর ও রংপুর-এর সক্ষমতা বৃদ্ধিকরণ (জুলাই ২০১৭ - জুন ২০২১)	(১) ইনস্টিটিউট অব নিউক্লিয়ার মেডিসিন অ্যান্ড এ্যালায়েড সায়েন্সেস (ইনমাস) ঢাকা, চট্টগ্রাম, খুলনা, সিলেট, রাজশাহী, দিনাজপুর ও রংপুর এর জন্য নতুন আধুনিক যন্ত্রপাতি ক্রয় করা এবং রোগীর সেবা কার্যক্রম বৃদ্ধির লক্ষ্যে অবকাঠামোগত উন্নয়ন; (২) দেশের উল্লেখিত জেলাসমূহের দরিদ্র ও সাধারণ মানুষকে ন্যূনতম খরচে সর্বশেষ এবং উন্নত পারমাণবিক চিকিৎসাসেবা প্রদান; (৩) ঢাকার বাইরে অবস্থিত পারমাণবিক চিকিৎসা ইনস্টিটিউটসমূহের রোগ নির্ণয়ে সামর্থ্য বৃদ্ধি এবং রোগীর নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা উন্নতকরণ; (৪) পারমাণবিক পদ্ধতির মাধ্যমে বিভিন্ন ধরনের রোগ নির্ণয় ও চিকিৎসা দ্বারা দেশের দারিদ্র্য বিমোচন ও আর্থসামাজিক উন্নয়নে অবদান রাখা; (৫) সংশ্লিষ্ট ইনমাসসমূহের চিকিৎসক, পদার্থবিদ, রসায়নবিদ এবং অন্যান্য বিজ্ঞানীদের গবেষণা কার্যক্রমের সুযোগ প্রসারিতকরণ।	২১৩০৩.০০	৩২৯০.০০
৪	দেশের ৮টি মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতাল ক্যাম্পাসে ইনস্টিটিউট অব নিউক্লিয়ার মেডিসিন অ্যান্ড এ্যালায়েড সায়েন্সেস (ইনমাস) স্থাপন (জুলাই ২০১৭ - জুন ২০২৩)	(১) পরমাণু প্রযুক্তি ব্যবহার করে থাইরয়েড, কিডনি, লিভার ও বোন ক্যান্সার প্রভৃতি রোগের ডায়াগনসিস ও চিকিৎসা প্রদান; (২) গরিব ও সাধারণ মানুষকে স্বল্পমূল্যে সর্বাধুনিক প্রযুক্তির পরমাণু চিকিৎসা প্রদান; এবং (৩) পরমাণু চিকিৎসাসেবা সম্প্রসারণের মাধ্যমে দারিদ্র্য বিমোচন ও আর্থসামাজিক উন্নয়ন।	৬২২২৮.০১	৭৬০০.০০
৫	বাংলাদেশের দক্ষিণাঞ্চলে নিউক্লিয়ার পাওয়ার প্ল্যান্ট নির্মাণের সম্ভাব্য স্থান নির্বাচনের সমীক্ষা (জুলাই ২০১৭ - জুন ২০২১)	(১) দেশে দ্বিতীয় পারমাণবিক বিদ্যুৎকেন্দ্র নির্মাণের লক্ষ্যে দেশের দক্ষিণাঞ্চলে প্রাথমিকভাবে সাইট চিহ্নিতকরণের জন্য সাইট সার্ভে ও সাইট নির্বাচন পর্যায়ের কার্যক্রম সম্পাদন; (২) প্রাথমিকভাবে চিহ্নিত স্থানসমূহে সার্ভে পর্যায়ের কার্যক্রম সম্পাদনে প্রাপ্ত ফলাফলের আলোকে প্রাধান্যতারক্রম তৈরির মাধ্যমে পারমাণবিক বিদ্যুৎকেন্দ্রের জন্য অন্তত এক বা দুটি প্রার্থী সাইট চূড়ান্তকরণ।	৯৭৭.৩৪	২১৬.০০
৬	রেডিওথেরাপি, ডায়াগনস্টিক রেডিওলজি ও নিউট্রন ক্রমাংকন ও মান নিয়ন্ত্রণের সুবিধাদি স্থাপন (জুলাই ২০১৮ - জুন ২০২২)	(১) ক্যান্সার চিকিৎসায় ব্যবহৃত সরকারি/বেসরকারি হাসপাতালসমূহের রেডিওথেরাপির ডোজমাত্রা পরিমাপন ও মান নিয়ন্ত্রণে ব্যবহৃত ইলেকট্রোমিটার ও আয়োনাইজেশন চেম্বার ক্রমাংকন (Calibration) ও প্রমিতকরণ (Standardization) সেবা প্রদানের সুবিধা স্থাপন; (২) রোগ নির্ণয়ে ডায়াগনস্টিক রেডিওলজি যেমন: এক্স-রে, সিটি-স্ক্যান, মেমোগ্রাফি ইত্যাদির ক্রমাংকন (Calibration) ও মান নিয়ন্ত্রণ সেবা প্রদানের সুবিধা স্থাপন; (৩) পরমাণু গবেষণা চুল্লী (Research Reactor) ও বিভিন্ন নিউট্রন স্থাপনাতে কর্মরত বিকিরণ কর্মীদের বিকিরণ নিরাপত্তার জন্য ব্যবহৃত বিকিরণ পরিমাপক যন্ত্রপাতির ক্রমাংকন (Calibration) ও মান নিয়ন্ত্রণ সেবা প্রদানের সুবিধা স্থাপন; (৪) রেডিওথেরাপি, ডায়াগনস্টিক রেডিওলজি ও বিকিরণ নিয়ন্ত্রণে গবেষণা ও উন্নয়ন।	৪৮৫৭.১১	৮৭০.০০

ক্রম	প্রকল্পের নাম (বাস্তবায়ন মেয়াদ)	প্রকল্পের উদ্দেশ্যসমূহ	প্রাক্কলিত ব্যয়	২০২০-২০২১ অর্থবছরে বরাদ্দ
৭	বাংলাদেশে উচ্চ ক্ষমতাসম্পন্ন পারমাণবিক গবেষণা চুল্লী স্থাপনের কারিগরি সমীক্ষা প্রকল্প (জুলাই ২০১৮ - জুন ২০২১)	(১) প্রকল্পটির সার্বিক লক্ষ্য হচ্ছে নতুন একটি উচ্চ ক্ষমতাসম্পন্ন গবেষণা চুল্লীসহ প্রয়োজনীয় সুবিধাদি এবং গবেষণাগার স্থাপনের লক্ষ্যে ডিপিপি, বৈজ্ঞানিক সফর, বিশেষজ্ঞ আহ্বান এবং স্টেকহোল্ডারদের জন্য সেমিনার আয়োজনের মাধ্যমে Site Evaluation, Technical Design Selection, Reactor and Associated Facility Selection and Cost Estimations ইত্যাদি বিষয়ে বিস্তারিত তথ্য সংগ্রহ ও প্রয়োজনীয় জ্ঞান আহরণ; এবং (২) দেশের চাহিদার সঙ্গে সংগতি রেখে আহরিত তথ্য ব্যবহার করে নিরাপদ পারমাণবিক স্থাপনার পূর্বশর্ত হিসেবে বিভিন্ন সূচক যেমন-আবহাওয়া, ভৌগলিক, ভূগাত্তিক, জনবসতি ইত্যাদি উপাত্তের যাচাই-বাছাই ও তুলনামূলক বিশ্লেষণের মাধ্যমে সম্ভাব্য স্থান নির্ধারণ।	৮২২.৫৮	১৫৬.৫০
৮	ইনস্টিটিউট অব ইলেকট্রনিক্স এর গবেষণাগার সুবিধা উন্নয়ন ও আধুনিকায়ন। (জুলাই ২০১৮-ডিসেম্বর ২০২১)	(১) মেরামত ও রক্ষণাবেক্ষণে দক্ষতা এবং পরিমাণ বৃদ্ধিকরণ; (২) গবেষণাগারে উদ্ভাবিত এবং উৎপাদিত পণ্যের গুণগতমান এবং পরিমাণ বৃদ্ধি এবং শিক্ষা কার্যক্রমের সুবিধাদির উন্নয়ন।	৩৫৫৩.৭০	৩০৮.০০
৯	ইনস্টিটিউট অব নিউক্লিয়ার মেডিসিন অ্যান্ড এ্যালায়েড সায়েন্সেস (ইনমাস) ময়মনসিংহ ও চট্টগ্রামে সাইক্লোট্রন ও পেট-সিটি এবং ইনস্টিটিউট অব নিউক্লিয়ার মেডিক্যাল ফিজিক্স (আইএনএমপি), সাভারে সাইক্লোট্রন সুবিধাদি স্থাপন। (জুলাই ২০১৮-জুন ২০২২)	(১) পরমাণু প্রযুক্তি প্রয়োগের মাধ্যমে ক্যান্সার রোগ নির্ণয় ও চিকিৎসাসেবা প্রদান; (২) বিশেষায়িত প্রশিক্ষণ ও একাডেমিক কার্যক্রম পরিচালনার মাধ্যমে দক্ষ নিউক্লিয়ার অনকোলজিস্ট, মেডিক্যাল ফিজিসিস্ট ও নিউক্লিয়ার মেডিক্যাল টেকনোলজিস্ট তৈরিকরণ; (৩) চিকিৎসাক্ষেত্র এবং বিবিধ গবেষণায় ব্যবহৃত রেডিওআইসোটোপ উৎপাদনের জন্য সাইক্লোট্রন সুবিধাদি স্থাপন; (৪) পরমাণু প্রযুক্তি ব্যবহার করে থাইরয়েড, কিডনি, লিভার, বোন-ক্যান্সারসহ বিভিন্ন ধরনের জটিল রোগ নির্ণয়, চিকিৎসা এবং এতদসংশ্লিষ্ট গবেষণার কাজ সম্পাদন; (৫) পরমাণু চিকিৎসা পদ্ধতি ব্যবহার করে বিভিন্ন রোগ নির্ণয়; (৬) চিকিৎসার মাধ্যমে দেশের আর্থসামাজিক উন্নয়ন এবং দারিদ্র্য বিমোচনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখা।	৬৭৩০০.০০	৫৪৫৭.০০

ক্রম	প্রকল্পের নাম (বাস্তবায়ন মেয়াদ)	প্রকল্পের উদ্দেশ্যসমূহ	প্রাক্কলিত ব্যয়	২০২০-২০২১ অর্থবছরে বরাদ্দ
১০	সাভারস্থ পরমাণু শক্তি গবেষণা প্রতিষ্ঠানের ৩ মেগাওয়াট ক্ষমতা সম্পন্ন গবেষণা রিঅ্যাক্টর ফ্যাসিলিটির সেফটি সিস্টেমের সমন্বয়সাধন, আধুনিকীকরণ, রক্ষণাবেক্ষণ ও বর্ধিতকরণ। (জুলাই ২০১৮-জুন ২০২২)	<p>(১) রিঅ্যাক্টরসংশ্লিষ্ট বিভিন্ন সিস্টেমের এজিং ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে রিঅ্যাক্টরের জীবনকাল প্রায় ১৫ থেকে ২০ বছর বৃদ্ধি করা;</p> <p>(২) নিরাপদভাবে রিঅ্যাক্টর চালনার মাধ্যমে পারমাণবিক গবেষণা, রেডিও আইসোটোপ উৎপাদন, জনশক্তি উন্নয়ন ও প্রশিক্ষণ, সেবা প্রদান এবং বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয় থেকে আগত শিক্ষার্থীদের শিক্ষা, গবেষণা ও প্রশিক্ষণের কার্যক্রম চলমান রাখা;</p> <p>(৩) সাইন্টিফিক ভিজিট ও প্রশিক্ষণের মাধ্যমে স্পেন্ট ফুয়েল স্টোরেজ ফ্যাসিলিটির ডিজাইন এবং রিঅ্যাক্টরের স্ট্রাকচার, সিস্টেম ও কম্পোনেন্টের স্ট্রেস টেস্ট বিষয়ে জ্ঞানার্জন;</p> <p>(৪) প্রায় ২০০টি স্পেন্ট ফুয়েল সংরক্ষণের ক্ষমতাসম্পন্ন স্পেন্ট ফুয়েল ভান্ডার/স্টোর তৈরিকরণ; এবং</p> <p>(৫) ডিজিটাল কন্ট্রোল কনসোল এবং অন্যান্য সিস্টেমের স্পেয়ার পার্টস ক্রয় এবং রিঅ্যাক্টর চালনা ও বিকিরণ নিরাপত্তাবিষয়ক প্রশিক্ষণ প্রদান।</p>	৮৫৪৩.৫৮	৬১৩.০০
১১	নবজাতকের মধ্যে জন্মগত হাইপোথাইরয়েড রোগের প্রাদুর্ভাব শনাক্তকরণ (দ্বিতীয় পর্যায়)। (জুলাই ২০১৮-আগস্ট ২০২১)	<p>(১) নবজাতকের রক্ত পরীক্ষার মাধ্যমে জন্মগত হাইপোথাইরয়েডিজম (Congenital Hypothyroidism) শনাক্তকরণ এবং জন্মগত হাইপোথাইরয়েডিজমজনিত স্থায়ী শারীরিক ও মানসিক প্রতিবন্ধিতার হাত থেকে শিশুকে রক্ষাকরণ;</p> <p>(২) নবজাতক শিশুর শারীরিক ও মানসিক সুস্থতা উন্নয়নপূর্বক শিশুমৃত্যু হার হ্রাসকরণ;</p> <p>(৩) ন্যাশনাল ইন্সটিটিউট অব নিউক্লিয়ার মেডিসিন অ্যান্ড অ্যালায়েড সায়েন্সেস (নিনমাস)- এ জন্মগত হাইপোথাইরয়েডিজম নির্ণয়ের জন্য বিদ্যমান নবজাতক শিশুর জন্মগত রোগ শনাক্তকরণ (Newborn Screening) পরীক্ষার সক্ষমতা বৃদ্ধি এবং আধুনিকায়ন;</p> <p>(৪) নবজাতক শিশুর জন্মগত হাইপোথাইরয়েডিজম শনাক্তকরণ পরীক্ষাকে জাতীয় কর্মসূচি হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করা এবং নবজাতকের জন্মগত হাইপোথাইরয়েডিজম শনাক্তকরণের ক্ষেত্রে জড়িত সমস্যাসমূহ চিহ্নিতকরণ; এবং</p> <p>(৫) বাংলাদেশে জন্মগত হাইপোথাইরয়েডিজমের প্রাদুর্ভাব বিষয়ে অধিক পরিমাণ তাৎপর্যপূর্ণ উপাত্ত সংগ্রহ করা, যা পরবর্তীতে নবজাতক শিশুর জন্মগত হাইপোথাইরয়েডিজম শনাক্তকরণ বিষয়ে জাতীয় নীতি প্রণয়ন করতে সংশ্লিষ্ট পেশাজীবী মহল ও নীতি নির্ধারকদের জন্য সহায়ক হবে।</p>	৪৭৭০.১৬	১০০০.০০

ক্রম	প্রকল্পের নাম (বাস্তবায়ন মেয়াদ)	প্রকল্পের উদ্দেশ্যসমূহ	প্রাক্কলিত ব্যয়	২০২০-২০২১ অর্থবছরে বরাদ্দ
১২	বাংলাদেশ পরমাণু শক্তি কমিশনের বিদ্যমান গামা সোর্স শক্তিশালীকরণ (জানুয়ারি, ২০২১ হতে জুন, ২০২৩)	(১) সাভারস্থ এইআরই'র আইআরপিটি-তে বিদ্যমান গামা বিকিরণ প্ল্যান্ট প্রতিস্থাপনের মাধ্যমে গামা সোর্সের সক্ষমতা ১০২ কিলোকিউরি থেকে ৫০০ কিলোকিউরিতে উন্নীতকরণ; (২) কমিশনের বিজ্ঞানী এবং বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের গবেষক ও শিক্ষার্থীদের গামা বিকিরণ প্রযুক্তি সংক্রান্ত গবেষণার সুযোগ ও প্রশিক্ষণের পরিধি বৃদ্ধিকরণ; (৩) অত্যাধুনিক গামা বিকিরণ প্রযুক্তি ব্যবহার করে বিদেশে রপ্তানিযোগ্য মসলাজাতীয় পণ্য এবং পশুখাদ্যসমূহ জীবাণুমুক্তকরণের মাধ্যমে দেশের আর্থসামাজিক উন্নয়ন ও সরকারের অধিকতর রাজস্ব অর্জন; (৪) দেশে উৎপাদিত চিকিৎসাসামগ্রীর স্বল্প খরচে জীবাণুমুক্তকরণের সুবিধাদি বৃদ্ধিকরণের মাধ্যমে বৈদেশিক মুদ্রা সাশ্রয় ও চিকিৎসাসামগ্রীর রপ্তানির সুযোগ বৃদ্ধিকরণ; (৫) বিভিন্ন কৃষিজাত পণ্যে যেমন: আলু, পেঁয়াজ, রসুন ইত্যাদি বিকিরণ প্রযুক্তি ব্যবহার করে সংরক্ষণের মাধ্যমে কৃষির উন্নয়নসহ খাদ্যদ্রব্যের নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণ; (৬) বিভিন্ন স্কুল/কলেজ/বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীদের গামা বিকিরণ স্থাপনা পরিদর্শনের সুযোগ সৃষ্টি করে বিকিরণ প্রযুক্তি ব্যবহার সংক্রান্ত গবেষণা ও সচেতনতা সৃষ্টিকরণ।	৪৬৭০.০০	১৬.০০
(খ) বাংলাদেশ পরমাণু শক্তি নিয়ন্ত্রণ কর্তৃপক্ষ:				
১৩	জনসাধারণ ও পরিবেশের পারমাণবিক নিরাপত্তা ও বিকিরণ সুরক্ষার লক্ষ্যে বাংলাদেশ পরমাণু শক্তি নিয়ন্ত্রণ কর্তৃপক্ষের অবকাঠামো শক্তিশালীকরণ (মার্চ ২০১৮-জুন ২০২২)	(১) বাংলাদেশ পরমাণু শক্তি নিয়ন্ত্রণ কর্তৃপক্ষের ভৌত অবকাঠামো উন্নয়ন; (২) বাপশনিক-এর বিকিরণ সুরক্ষা সংক্রান্ত রেগুলেটরি কার্যক্রমের সক্ষমতা বৃদ্ধিকরণ; (৩) বিকিরণের মাত্রা, ব্যাপ্তি ও এর ক্ষতিকর প্রভাব সম্পর্কে জনসচেতনতা বৃদ্ধিকরণ; (৪) বাংলাদেশে বিভিন্ন বিকিরণ সংশ্লিষ্ট কর্মকাণ্ড পরিচালনাকারী প্রতিষ্ঠানসমূহের তথ্য বাতায়ন সমৃদ্ধকরণ।	২৮০০.৯৩	৮১১.০০
১৪	রূপপুর পারমাণবিক বিদ্যুৎকেন্দ্রের পারমাণবিক নিরাপত্তা তদারকিকরণের লক্ষ্যে বাংলাদেশ পরমাণু শক্তি নিয়ন্ত্রণ কর্তৃপক্ষের নিউক্লিয়ার রেগুলেটরি ইনফ্রাস্ট্রাকচার উন্নয়ন (জুলাই ২০১৯-ডিসেম্বর ২০২৫)	(১) রূপপুর পারমাণবিক বিদ্যুৎকেন্দ্রের লাইসেন্স প্রদানের জন্য পারমাণবিক নিরাপত্তা অবকাঠামো প্রতিষ্ঠা ও উন্নয়ন; (২) রূপপুর পারমাণবিক বিদ্যুৎকেন্দ্রের পারমাণবিক নিরাপত্তা ও বিকিরণসুরক্ষা নিশ্চিতরণের লক্ষ্যে বিভিন্ন ধরনের কোড, গাইড, প্রবিধান ও স্ট্যান্ডার্ড প্রণয়ন এবং প্রয়োগকরণ; (৩) রূপপুর পারমাণবিক বিদ্যুৎকেন্দ্রের বিভিন্ন পর্যায়ের লাইসেন্সিং/অনুমোদন সংক্রান্ত সাইট নিরাপত্তা মূল্যায়ন প্রতিবেদন, পরিবেশগত প্রভাব সমীক্ষা প্রতিবেদন, ভূমি স্থিতিকরণ প্রতিবেদন, ডিজাইন ডকুমেন্টেশন, প্রাথমিক নিরাপত্তা মূল্যায়ন প্রতিবেদন, চূড়ান্ত নিরাপত্তা মূল্যায়ন প্রতিবেদন এবং মান নিশ্চিতকরণ প্রতিবেদন পর্যালোচনা ও মূল্যায়ন;	১৭১০৬৩.০৭	১১১০০.০০

ক্রম	প্রকল্পের নাম (বাস্তবায়ন মেয়াদ)	প্রকল্পের উদ্দেশ্যসমূহ	প্রাক্কলিত ব্যয়	২০২০-২০২১ অর্থবছরে বরাদ্দ
		<p>(৪) রূপপুর পারমাণবিক বিদ্যুৎকেন্দ্রের নির্মাণ পর্যায়, LTME উৎপাদন পর্যায়, ফুয়েল উত্তোলন পর্যায়, কমিশনিং পর্যায় এবং পরিচালনা পর্যায়ে নিয়ন্ত্রক পরিদর্শন পরিচালনা;</p> <p>(৫) পারমাণবিক স্থাপনাসমূহের নিরাপত্তা ও সুরক্ষা নিশ্চিতকরণের জন্য প্রয়োজনীয় জনবল নিয়োগ এবং মানবসম্পদ উন্নয়ন ও গবেষণা কার্যক্রম পরিচালনা;</p> <p>(৬) নিয়ন্ত্রক কর্তৃপক্ষের জন্য নতুন ভবন নির্মাণ এবং নিয়ন্ত্রণ কার্যক্রমের সহায়তার জন্য গবেষণাগার নির্মাণ;</p> <p>(৭) রূপপুর পারমাণবিক বিদ্যুৎকেন্দ্রের ইউনিটসমূহের নিরাপত্তাবিষয়ক কাঠামো, সিস্টেম এবং উপকরণসমূহের সমন্বয় মূল্যায়ন এবং</p> <p>(৮) রূপপুর পারমাণবিক বিদ্যুৎকেন্দ্রের সাইটে কর্তৃপক্ষের অফিস ও আবাসন ভবন এবং গবেষণাগার সুবিধা নির্মাণ ও উন্নয়ন।</p>		
(গ) বাংলাদেশ বিজ্ঞান ও শিল্প গবেষণা পরিষদ (বিসিএসআইআর):				
১৫	বিসিএসআইআর-এর আইএমএমএমএম-এ একটি খনিজ প্রক্রিয়াকরণ কেন্দ্র প্রতিষ্ঠাকরণ প্রকল্প (জানুয়ারি ২০১৭ - জুন ২০২১)	<p>(১) বিসিএসআইআর-এর ইনস্টিটিউট অব মাইনিং, মিনারেলজি অ্যান্ড মেটালার্জি (আইএমএমএমএম)-এ একটি খনিজ প্রক্রিয়াকরণ কেন্দ্র স্থাপন;</p> <p>(২) আধুনিক ও উন্নত প্রযুক্তির যন্ত্রপাতি স্থাপনের মাধ্যমে খনিজ বালু প্রক্রিয়াকরণের গবেষণা সুবিধা বৃদ্ধিকরণ;</p> <p>(৩) বিভিন্ন নদী তটের বিশেষ করে ব্রহ্মপুত্র নদী তটের বালু থেকে ভারী ও হালকা খনিজ কণিকা পৃথকীকরণ ও পৃথককৃত খনিজ কণিকাকে শিল্পে ব্যবহারের উপযোগী করার জন্য উৎকর্ষ সাধন;</p> <p>(৪) খনিজ পদার্থ প্রক্রিয়াকরণের জন্য দক্ষ জনশক্তি তৈরির লক্ষ্যে মানবসম্পদ উন্নয়ন;</p> <p>(৫) বিভিন্ন জাতীয় ও আন্তর্জাতিক সংস্থাকে বালু প্রক্রিয়াকরণ, খনিজ পদার্থ পৃথকীকরণ, খনিজ পদার্থ মুক্তকরণ সংক্রান্ত বিষয়ে সেবা প্রদান ইত্যাদি।</p>	৯৫০১.৪৬	৬৬৮.০০
১৬	ইনস্টিটিউট অব বায়োইকুভ্যালেন্স স্টাডিজ অ্যান্ড ফার্মাসিউটিক্যাল সাইন্সেস প্রতিষ্ঠাকরণ (জুলাই ২০১৭ - জুন ২০২২)	<p>(১) বায়োইকুভ্যালেন্স স্টাডিজসহ ঔষধবিষয়ক উন্নয়নের লক্ষ্যে বিশ্বমানের 'ফার্মাসিউটিক্যাল সাইন্স ইনস্টিটিউট' স্থাপন;</p> <p>(২) রপ্তানিযোগ্য জেনেরিক ড্রাগ (Generic Drugs) উন্নয়নের লক্ষ্যে ক্লিনিক্যাল গবেষণার (clinical research) সুবিধাদি সৃষ্টিকরণ;</p> <p>(৩) উন্নততম দেশের নিয়ন্ত্রিত বাজারে ওষুধ রপ্তানির দ্বার উন্মোচনের লক্ষ্যে বায়োইকুভ্যালেন্স স্টাডিজের সুবিধাদি তৈরিকরণ;</p> <p>(৪) ওষুধের কাঁচামাল সংশ্লেষণ প্রক্রিয়া, ওষুধ উদ্ভাবন, ওষুধের মানোন্নয়ন ইত্যাদির ওপর গবেষণা ও সেবা প্রদানে সহায়তা প্রদান ইত্যাদি।</p>	৯৯৪৬.৮৫	৩৯৮৪.০০

ক্রম	প্রকল্পের নাম (বাস্তবায়ন মেয়াদ)	প্রকল্পের উদ্দেশ্যসমূহ	প্রাক্কলিত ব্যয়	২০২০-২০২১ অর্থবছরে বরাদ্দ
১৭	কেমিক্যাল মেট্রোলজি অবকাঠামো সমৃদ্ধকরণ (জানুয়ারি ২০১৮ ডিসেম্বর ২০২১)	(১) বাংলাদেশ বিজ্ঞান ও শিল্প গবেষণা পরিষদ-এর ডেজিগনেটেড রেফারেন্স ইনস্টিটিউট ফর কেমিক্যাল মেজারমেন্টস-এর কেমিক্যাল মেট্রোলজি অবকাঠামো সমৃদ্ধকরণের মাধ্যমে মানুষের জীবনমান উন্নয়ন, পণ্য উৎপাদন, স্বাস্থ্যসেবা, শিল্প, পরিবেশ, বাণিজ্য, গবেষণা, জলবায়ু পরিবর্তনসহ রপ্তানির ক্ষেত্রে অশুদ্ধ বাধা দূর করে বাংলাদেশি পণ্যের বিদেশি বাজারে প্রবেশের পথ সুগমকরণ; (২) উন্মুক্ত বাজার প্রতিযোগিতায় দেশীয় পণ্যের টিকে থাকার সক্ষমতা অর্জন; (৩) একই বিষয়ে বিভিন্ন পরীক্ষাগারের পরীক্ষণের ফলাফলের ভিন্নতা দূর করে দেশের পরীক্ষাগারসমূহের পরীক্ষণের মান আন্তর্জাতিক মানের সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণকরণ।	১৩৩১১.০০	৩০৩৯.০০
১৮	বিসিএসআইআর-এর কাচ ও সিরামিক গবেষণা ও পরীক্ষণ ইনস্টিটিউট (আইজিসিআরটি) শক্তিশালীকরণ (জুলাই ২০১৮ হতে জুন ২০২২)	(১) প্রয়োজনীয় গবেষণা ও বিশ্লেষণ যন্ত্রপাতি সংগ্রহ করে ইনস্টিটিউটের বিদ্যমান গবেষণা ও বিশ্লেষণ কার্যক্রম উন্নত করে যুগোপযোগীকরণ; (২) দেশীয় কাঁচামাল প্রক্রিয়াজাতকরণের মাধ্যমে কাচ ও সিরামিক ক্ষেত্রের গবেষণা কার্যক্রম পরিচালনা করে নতুন পদ্ধতি উদ্ভাবন এবং দেশে রপ্তানিযোগ্য অথবা আমদানিবিকল্প পণ্য উৎপাদনের জন্য শিল্প স্থাপনে সহায়তা প্রদান; (৩) সিরামিক শিল্পে ব্যবহারের জন্য জ্বালানি সাশ্রয়ী পদ্ধতির ওপর গবেষণা কার্যক্রম পরিচালনা করা এবং শিল্প কারখানা সমূহে ব্যবহৃত কাঁচামাল এবং উৎপাদিত দ্রব্যাদির বিশ্লেষণ ও পরীক্ষণ সেবা প্রদান; (৪) কাচ, সিরামিক ও মৃৎ শিল্প ক্ষেত্রের গবেষণা ও উন্নয়নে আইজিসিআরটি-তে কর্মরত বিজ্ঞানীদেরকে স্বল্পমেয়াদি বৈদেশিক প্রশিক্ষণের মাধ্যমে দক্ষ বিজ্ঞানীরূপে গড়ে তোলা; (৫) বর্জ্য দ্রব্য থেকে কাচ ও সিরামিক ক্ষেত্রের কাঁচামাল তৈরির পদ্ধতি উদ্ভাবনের মাধ্যমে প্রাকৃতিক পরিবেশ সংরক্ষণ।	৪১৪৬.৮৪	৭৯০.০০
১৯	হাইড্রোজেন এনার্জি গবেষণাগার স্থাপন (অক্টোবর, ২০১৮ হতে জুন, ২০২২)	(১) হাইড্রোজেন উৎপাদন, মজুদ এবং সরবরাহ সংশ্লিষ্ট গবেষণা ও মান নিয়ন্ত্রণের লক্ষ্যে বিশ্লেষণীয় যন্ত্রপাতি সংগ্রহ এবং দক্ষ জনবল তৈরিকরণ; (২) হাইড্রোজেন প্রযুক্তি গবেষণার জন্য বিশেষায়িত ৩ ফ্লোর বিশিষ্ট গবেষণাগার নির্মাণ; (৩) জ্বালানি হিসেবে হাইড্রোজেন ব্যবহারের লক্ষ্যে হাইড্রোজেন উৎপাদন, পাইলট প্ল্যান্ট স্থাপন, ফুয়েল সেল প্রস্তুতকরণ, প্রায়োগিক প্রশিক্ষণ এবং জাতীয় পর্যায়ে একটি রেফারেন্স সেন্টারের আঙ্গিকে সেবাদান।	৫৪৩৪.৮৭	১১৯২.০০

ক্রম	প্রকল্পের নাম (বাস্তবায়ন মেয়াদ)	প্রকল্পের উদ্দেশ্যসমূহ	প্রাক্কলিত ব্যয়	২০২০-২০২১ অর্থবছরে বরাদ্দ
২০	বিসিএসআইআর ঢাকা ও চট্টগ্রাম কেন্দ্রে নিরাপদ ও স্বাস্থ্যকর শুটকী মাছ প্রক্রিয়াকরণ এবং ইনডোর ফার্মিং গবেষণা সংক্রান্ত সুবিধাদি স্থাপন (এপ্রিল ২০১৯ হতে ডিসেম্বর ২০২২)	(১) বিসিএসআইআর ঢাকা ও চট্টগ্রাম গবেষণাগারে নিয়ন্ত্রিত মৎস্য চাষ প্রযুক্তি গবেষণা ও প্রশিক্ষণকেন্দ্র প্রতিষ্ঠা; (২) কিটনাশকমুক্ত মাছ, সামুদ্রিক আগাছা ইত্যাদি শুকানো ও সংরক্ষণ প্রযুক্তির ওপর গবেষণা করা; (৩) ক্লোজড কনটেইনমেন্টে অ্যাকোয়াকালচার পদ্ধতিতে স্বল্প জায়গায় রঙানিমুখী চিংড়ি, কোরাল মাছ ও কাকড়া ইত্যাদি উৎপাদন কলাকৌশলের ওপর গবেষণা করা; (৪) পানির পূর্ণ ব্যবহার করে (re-circulated aquaculture system) দেশীয়মাছ ও পোনা তৈরির কলাকৌশলের ওপর গবেষণা করা; (৫) অনু-শৈবাল, কপিপড, সামুদ্রিক আগাছা, সি-ভেজিটেবল ইত্যাদির উৎপাদন ও পরিশোধন ব্যবস্থার ওপর গবেষণা করা; (৬) ক্লোজড কনটেইনমেন্টে অ্যাকোয়াকালচার শিল্প প্রতিষ্ঠায় উদ্যোক্তাদের পরামর্শ ও প্রশিক্ষণ প্রদান।	৮৯০০.০০	১৫০২.০০
২১	ভ্রাম্যমাণ বিজ্ঞান প্রদর্শনী, বিসিএসআইআর (জুলাই ২০১৯ হতে জুন ২০২২)	(১) বিজ্ঞানমনস্ক জাতি গঠনে স্কুল কলেজের ছাত্র-ছাত্রীদের নিকট বিজ্ঞান শিক্ষা জনপ্রিয়করণ; (২) ভ্রাম্যমাণ বিজ্ঞান প্রদর্শনীর মাধ্যমে রিমোট ও অনগ্রসর স্কুল কলেজের ছাত্র-ছাত্রীদের মাঝে ধাপে ধাপে তত্ত্বীয় ও ব্যবহারিক বিজ্ঞানবিষয়ক ডকুমেন্টারি ফিল্ম প্রজেক্টরের মাধ্যমে প্রদর্শন ও বাস্তব প্রশিক্ষণ; (৩) বিজ্ঞানভিত্তিক শিক্ষামূলক কার্যক্রম ইন্টারনেটের মাধ্যমে রিমোট এরিয়ার স্কুল-কলেজের ছাত্র-ছাত্রীদের নিকট বিজ্ঞান শিক্ষা সম্প্রসারণ ও বিজ্ঞান গবেষণায় উদ্বুদ্ধকরণ।	২৪৮৬.০০	৪৫০.০০
(গ) জাতীয় বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি জাদুঘর:				
২২	ভ্রাম্যমাণ বিজ্ঞান প্রদর্শনী ও বিজ্ঞান শিক্ষা কার্যক্রম সম্প্রসারণ (জুন ২০১৮ - জুন ২০২১)	(১) বিজ্ঞান শিক্ষা প্রসারের জন্য ভ্রাম্যমাণ বিজ্ঞান প্রদর্শনী কার্যক্রম সম্প্রসারণ; (২) প্রাতিষ্ঠানিক বিজ্ঞান শিক্ষার পরিপূরক হিসেবে মফস্বল এলাকায় হাতে-কলমে বিজ্ঞান শিক্ষার অপ্রাতিষ্ঠানিক সুযোগ সৃষ্টিকরণ; (৩) আনন্দের মাধ্যমে বিজ্ঞান শিক্ষার প্রতি উৎসাহ প্রদান এবং জনসাধারণের মাঝে বিজ্ঞানমনস্কতা সৃজনে উৎসাহিতকরণ।	৩২৯১.০০	১৩৮০.৫০

ক্রম	প্রকল্পের নাম (বাস্তবায়ন মেয়াদ)	প্রকল্পের উদ্দেশ্যসমূহ	প্রাক্কলিত ব্যয়	২০২০-২০২১ অর্থবছরে বরাদ্দ
(ঘ) বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান নভোথিয়েটার				
২৩	বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান নভোথিয়েটার, রাজশাহী স্থাপন (জুলাই ২০১৭ জুন ২০২২)	(১) রাজশাহীতে একটি আধুনিক নভোথিয়েটার স্থাপনের মাধ্যমে জনসাধারণের মধ্যে মহাকাশ সম্পর্কিত বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির বিভিন্ন বিষয়াদি অবহিত করে বিজ্ঞানমনস্ক ইতিবাচক সমাজ গঠনে সহায়তা প্রদান; (২) শিক্ষা-বিনোদনের সুযোগ সৃষ্টি করে স্কুলগামী শিক্ষার্থী ও তরুণ প্রজন্মকে উৎসাহিত করার মাধ্যমে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিবিষয়ক শিক্ষায় উৎসাহিতকরণ; (৩) মহাকাশবিষয়ক গবেষণার সুযোগ সৃষ্টিসহ ডিজিটাল ও সাইন্টিফিক প্রদর্শনীবস্তু প্রদর্শনের সুযোগ সৃষ্টির মাধ্যমে রাজশাহী নভোথিয়েটারকে একটি অনানুষ্ঠানিক বিজ্ঞান শিক্ষা-বিনোদনকেন্দ্র হিসেবে তৈরিকরণ।	২৩২৭৩.০০	৩৩৫৮.০০
২৪	বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান নভোথিয়েটার, বরিশাল স্থাপন (জানুয়ারি ২০২০ হতে ডিসেম্বর ২০২২)	(১) বরিশালে একটি আধুনিক নভোথিয়েটার স্থাপনের মাধ্যমে জনসাধারণের মধ্যে মহাকাশ সম্পর্কিত বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির বিভিন্ন বিষয়াদি অবহিত করে বিজ্ঞানমনস্ক ইতিবাচক সমাজ গঠনে সহায়তাকরণ; (২) শিক্ষা-বিনোদনের সুযোগ সৃষ্টি করে স্কুলগামী শিক্ষার্থী ও তরুণ প্রজন্মকে উৎসাহিত করার মাধ্যমে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিবিষয়ক শিক্ষায় উৎসাহিতকরণ; (৩) মহাকাশ বিষয়ক গবেষণার সুযোগ সৃষ্টিসহ ডিজিটাল ও সাইন্টিফিক প্রদর্শনীবস্তু প্রদর্শনের সুযোগ সৃষ্টির মাধ্যমে বরিশাল নভোথিয়েটারকে একটি অনানুষ্ঠানিক বিজ্ঞান শিক্ষা-বিনোদনকেন্দ্র হিসেবে তৈরি করা।	৪১২০০.০০	৪০২২.০০
(ঙ) ন্যাশনাল ইনস্টিটিউট অব বায়োটেকনোলজি				
২৫	জাতীয় জিনব্যাংক স্থাপন (মার্চ ২০১৮ - জুন ২০২২)	(১) কোলিসম্পদসমূহ কেন্দ্রীয়ভাবে সংরক্ষণের জন্য প্রয়োজনীয় ভৌতঅবকাঠামো স্থাপন; (২) কোলিসম্পদসমূহের বৈশিষ্ট্য নির্ণয়ের জন্য আধুনিক সুবিধাসংবলিত গবেষণাগার স্থাপন; (৩) ডাটাবেজ প্রণয়ন ও সংরক্ষণের সুবিধাদি সৃজন; (৪) বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের সাথে সমন্বয় করে জিনব্যাংক পরিচালনার নীতিমালা প্রণয়ন।	৫০৪০০.০০	৬৭২৭.০০

(লক্ষ টাকায়)

ক্রম	প্রকল্পের নাম (বাস্তবায়ন মেয়াদ)	প্রকল্পের উদ্দেশ্যসমূহ	প্রাক্কলিত ব্যয়	২০২০-২০২১ অর্থবছরে বরাদ্দ
(চ) বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি মন্ত্রণালয়:				
২৬	রূপপুর পারমাণবিক বিদ্যুৎকেন্দ্রের জন্য সিগন্যালিংসহ রেললাইন সংস্কার ও নির্মাণ (এপ্রিল ২০১৮ ডিসেম্বর ২০২১)	(1) Contribute to establish comprehensive transport management system for the first track project of government titled "Ruppur Nuclear Power Plant Project"; (2) To establish railway communication with Ishwardi Railway Junction to Ruppur Nuclear Power Plant Project; (3) To provide safe, speedz & freight train service for the project; (4) To increase earning of Bangladesh Railway.	৩৩৫৯৭.০৩	৬২০৪.০০
(ছ) পারমাণবিক নিরাপত্তা ও ভৌতসুরক্ষাব্যবস্থা সেল, বাংলাদেশ সেনাবাহিনী				
২৭	রূপপুর পারমাণবিক বিদ্যুৎকেন্দ্রের নিরাপত্তা ও ভৌতসুরক্ষা ব্যবস্থা (PPS)নির্মাণ (অক্টোবর ২০১৯ - মার্চ ২০২৩)	(১) ভৌতসুরক্ষা ব্যবস্থা (Physical Protection System) বাস্তবায়নের মাধ্যমে রূপপুর পারমাণবিক বিদ্যুৎকেন্দ্রের নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণ; (২) নিরাপদ ও সুরক্ষিত পারমাণবিক বিদ্যুৎ উৎপাদনের সহায়ক পরিবেশ সৃষ্টিকরণ; (৩) পারমাণবিক বিদ্যুৎকেন্দ্রের জন্য Design Basis Threat (DBT) এবং DBTএর বাইরের হুমকিসমূহ মোকাবেলাকরণ; (৪) পারমাণবিক নিরাপত্তা সংস্কৃতি (Nuclear Security Culture) প্রতিষ্ঠাকরণ; (৫) নিউক্লিয়ার পদার্থের ব্যবস্থাপনা ও নিয়ন্ত্রণ (Nuclear Materials Accountancy and Control) প্রতিষ্ঠাকরণ; (৬) কম্পিউটার/সাইবার নিরাপত্তা ও সংবেদনশীল তথ্যের ব্যবস্থাপনা (Computer/Cyber Security and Management of Sensitive Information) নিশ্চিতকরণ।	৩৪৪৯০৫.২৭	৮৫৩৪.০০

১২.২ ২০২০-২১ অর্থবছরে সমাপ্ত প্রকল্পসমূহের বিবরণ:

(লক্ষ টাকায়)

ক্রম	প্রকল্পের নাম (বাস্তবায়ন মেয়াদ)	প্রকল্পের উদ্দেশ্যসমূহ	প্রাক্কলিত ব্যয়	২০২০-২০২১ অর্থবছরে বরাদ্দ
১	মংলা বন্দরে তেজস্ক্রিয়তা পরীক্ষণ ও পরিবীক্ষণ গবেষণাগারে মানবসম্পদ উন্নয়নসহ আবাসিক সুবিধাদি স্থাপন (জুলাই ২০১৭-জুন ২০২১)	(১) মংলা বন্দরে একটি স্বয়ংসম্পূর্ণ তেজস্ক্রিয়তা ও বিকিরণের মাত্রা পরীক্ষণ গবেষণাগার স্থাপন; (২) মংলা বন্দর দিয়ে আমদানিকৃত খাদ্যসামগ্রী ও অন্যান্য পণ্যের তেজস্ক্রিয়তা ও বিকিরণের মাত্রা পরীক্ষণ; (৩) বন্দর এবং শুল্ক কর্তৃপক্ষকে তেজস্ক্রিয় পদার্থবাহী পণ্য পরীক্ষায় সহায়তাকরণ; (৪) দেশে তেজস্ক্রিয় দুর্ঘটনার সময় জরুরি সেবা প্রদান।	১৮২৫.০০	৪০৩.০০

ক্রম	প্রকল্পের নাম (বাস্তবায়ন মেয়াদ)	প্রকল্পের উদ্দেশ্যসমূহ	প্রাক্কলিত ব্যয়	২০২০-২০২১ অর্থবছরে বরাদ্দ
২	ইনস্টিটিউট অব নিউক্লিয়ার মেডিসিন অ্যান্ড এ্যালায়েড সায়েন্সেস (ইনমাস) ঢাকা, চট্টগ্রাম, রাজশাহী, খুলনা, সিলেট, দিনাজপুর ও রংপুর-এর সক্ষমতা বৃদ্ধিকরণ (জুলাই ২০১৭ - জুন ২০২১)	(১) ইনস্টিটিউট অব নিউক্লিয়ার মেডিসিন অ্যান্ড এ্যালায়েড সায়েন্সেস (ইনসাম) ঢাকা, চট্টগ্রাম, খুলনা, সিলেট, রাজশাহী, দিনাজপুর ও রংপুর এর জন্য নতুন আধুনিক যন্ত্রপাতি ক্রয় করা এবং রোগীর সেবা কার্যক্রম বৃদ্ধির লক্ষ্যে অবকাঠামোগত উন্নয়ন; (২) দেশের উল্লেখিত জেলাসমূহের দরিদ্র ও সাধারণ মানুষকে ন্যূনতম খরচে সর্বশেষ এবং উন্নত পারমাণবিক চিকিৎসাসেবা প্রদান; (৩) ঢাকার বাইরে অবস্থিত পারমাণবিক চিকিৎসা ইনস্টিটিউটসমূহের রোগ নির্ণয়ে সামর্থ্য বৃদ্ধি এবং রোগীর নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা উন্নতকরণ; (৪) পারমাণবিক পদ্ধতির মাধ্যমে বিভিন্ন ধরনের রোগ নির্ণয় ও চিকিৎসা দ্বারা দেশের দারিদ্র্য বিমোচন ও আর্থসামাজিক উন্নয়নে অবদান রাখা; (৫) সংশ্লিষ্ট ইনমাসসমূহের চিকিৎসক, পদার্থবিদ, রসায়নবিদ এবং অন্যান্য বিজ্ঞানীদের গবেষণা কার্যক্রমের সুযোগ প্রসারিতকরণ।	২১৩০৩.০০	৩২৯০.০০
৩	বাংলাদেশের দক্ষিণাঞ্চলে নিউক্লিয়ার পাওয়ার প্ল্যান্ট নির্মাণের সম্ভাব্য স্থান নির্বাচনের সমীক্ষা (জুলাই ২০১৭ - জুন ২০২১)	(১) দেশে দ্বিতীয় পারমাণবিক বিদ্যুৎকেন্দ্র নির্মাণের লক্ষ্যে দেশের দক্ষিণাঞ্চলে প্রাথমিকভাবে সাইট চিহ্নিতকরণের জন্য সাইট সার্ভে ও সাইট নির্বাচন পর্যায়ের কার্যক্রম সম্পাদন; (২) প্রাথমিকভাবে চিহ্নিত স্থানসমূহে সার্ভে পর্যায়ের কার্যক্রম সম্পাদনে প্রাপ্ত ফলাফলের আলোকে প্রাধান্যতার ক্রম তৈরির মাধ্যমে পারমাণবিক বিদ্যুৎকেন্দ্রের জন্য অন্তত এক বা দুটি প্রার্থী সাইট চূড়ান্তকরণ।	৯৭৭.৩৪	২১৬.০০
৪	বাংলাদেশে উচ্চ ক্ষমতাসম্পন্ন পারমাণবিক গবেষণা চুল্লী স্থাপনের কারিগরি সমীক্ষা প্রকল্প (জুলাই ২০১৮ - জুন ২০২১)	(১) প্রকল্পটির সার্বিক লক্ষ্য হচ্ছে নতুন একটি উচ্চ ক্ষমতা সম্পন্ন গবেষণা চুল্লীসহ প্রয়োজনীয় সুবিধাদি এবং গবেষণাগার স্থাপনের লক্ষ্যে ডিপিপি, বৈজ্ঞানিক সফর, বিশেষজ্ঞ আহবান এবং স্টেকহোল্ডারদের জন্য সেমিনার আয়োজনের মাধ্যমে Site Evaluation, Technical Design Selection, Reactor and Associated Facility Selection and Cost Estimations ইত্যাদি বিষয়ে বিস্তারিত তথ্য সংগ্রহ ও প্রয়োজনীয় জ্ঞান আহরণ; এবং (২) দেশের চাহিদার সঙ্গে সংগতি রেখে আহরিত তথ্য ব্যবহার করে নিরাপদ পারমাণবিক স্থাপনার পূর্বশর্ত হিসেবে বিভিন্ন সূচক যেমন-আবহাওয়া, ভৌগোলিক, ভূতাত্ত্বিক, জনবসতি ইত্যাদি উপাত্তের যাচাই-বাছাই ও তুলনামূলক বিশ্লেষণের মাধ্যমে সম্ভাব্য স্থান নির্ধারণ।	৮২২.৫৮	১৫৬.৫০

ক্রম	প্রকল্পের নাম (বাস্তবায়ন মেয়াদ)	প্রকল্পের উদ্দেশ্যসমূহ	প্রাক্কলিত ব্যয়	২০২০-২০২১ অর্থবছরে বরাদ্দ
৫	বিসিএসআইআর-এর আইএমএমএমএ-এ একটি খনিজ প্রক্রিয়াকরণ কেন্দ্র প্রতিষ্ঠাকরণ প্রকল্প (জানুয়ারি ২০১৭ - জুন ২০২১)	(১) বিসিএসআইআর-এর ইনস্টিটিউট অব মাইনিং, মিনারেলজি অ্যান্ড মেটালার্জি (আইএমএমএম)-এ একটি খনিজ প্রক্রিয়াকরণকেন্দ্র স্থাপন; (২) আধুনিক ও উন্নত প্রযুক্তির যন্ত্রপাতি স্থাপনের মাধ্যমে খনিজ বালু প্রক্রিয়াকরণের গবেষণা সুবিধা বৃদ্ধিকরণ; (৩) বিভিন্ন নদী তটের বিশেষ করে ব্রহ্মপুত্র নদী তটের বালু থেকে ভারী ও হালকা খনিজ কণিকা পৃথকীকরণ ও পৃথককৃত খনিজ কণিকাকে শিল্পে ব্যবহারের উপযোগী করার জন্য উৎকর্ষ সাধন; (৪) খনিজ পদার্থ প্রক্রিয়াকরণের জন্য দক্ষ জনশক্তি তৈরির লক্ষ্যে মানবসম্পদ উন্নয়ন; (৫) বিভিন্ন জাতীয় ও আন্তর্জাতিক সংস্থাকে বালু প্রক্রিয়াকরণ, খনিজ পদার্থ পৃথকীকরণ, খনিজ পদার্থ মুক্তকরণ সংক্রান্ত বিষয়ে সেবা প্রদান ইত্যাদি।	৯৫০১.৪৬	৬৬৮.০০
৬	ভ্রাম্যমাণ বিজ্ঞান প্রদর্শনী ও বিজ্ঞান শিক্ষা কার্যক্রম সম্প্রসারণ (জুন ২০১৮ - জুন ২০২১)	(১) বিজ্ঞান শিক্ষা প্রসারের জন্য ভ্রাম্যমাণ বিজ্ঞান প্রদর্শনী কার্যক্রম সম্প্রসারণ; (২) প্রাতিষ্ঠানিক বিজ্ঞান শিক্ষার পরিপূরক হিসেবে মফস্বল এলাকায় হাতে-কলমে বিজ্ঞান শিক্ষার অপ্রাতিষ্ঠানিক সুযোগ সৃষ্টিকরণ; (৩) আনন্দের মাধ্যমে বিজ্ঞান শিক্ষার প্রতি উৎসাহ প্রদান এবং জনসাধারণের মাঝে বিজ্ঞানমনস্কতা সৃজনে উৎসাহিতকরণ।	৩২৯১.০০	১৩৮০.৫০

১৩.০ বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত SDG কর্মপরিকল্পনা

SDG Targets	Global Indicators for SDG Targets	Lead/Co-Lead Ministries/ Divisions	Associate Ministries/ Divisions	7 th FYP Global/Targets related to SDG Targets and Indicators	On-going Projects/Programme to achieve 7 th FYP Goals/Targets		Requirement of New Projects/Programme up to 2021		Actions/ Projects beyond 7 th FYP Period (2021-2030)	Policy/Strategy if needed (in relation with Column 8)	Remarks
					Project Title and Period	Cost in BDT (Million)	Project Title and Period	Cost in BDT (Million)			
9.5 Enhance scientific research, upgrade the technological capabilities of industrial sectors in all countries, in particular developing countries, including, by 2030, encouraging innovation and substantially increasing the number of research and development workers per 1 million people and public and private research and development spending	9.5.1 Research and development expenditure as a proportion of GDP 9.5.2 Researchers (in full-time equivalent) per million inhabitants	Lead: MoST Co-Lead: MoA	MoE; MoInd; MoFL; SID; ICTD; Prog.Div	5 •A paradigm shift in manufacturing sector can be achieved through development of R&D of product design geared to supply chain management and customer relations. •Representatives from FBCCI, MCCI, BGMEA, BKMEA, and other stakeholders could form an action group to take R&D agenda forward. •Spending on research and development (R&D) is a major determinant of technology development, innovation and adoption of technological change.	6.1 1. Establishment of Institute of Nuclear Medical Physics (INMP) at Atomic Energy Centre, Dhaka. 2. Modernization of Food and Radiation Biology Facilities of Bangladesh Atomic Energy Commission 3. Capacity build-up of nano and nano-biotechnological laboratory at Material Science Division Atomic Energy Centre Dhaka.	6.2 623.0	7.1 1. Establishment of Atomic Energy Centre at Cox's Bazar. 2. Improvement of the laboratory Facilities of Institute of Electronics to support the Government's Digital Technology based Development Activities. 3. Balancing, Modernization, Refurbishment and Extension (BMRE) of Safety Systems of the 3 MW TRIGA Mark-II Research Reactor Facility at AERE, Savar, Dhaka. 4. Augmentation of Chemical Metrology infrastructure in Bangladesh 5. Strengthening of research capacity for the ceramic, glass, cement and allied field (IGCRT).	7.2 520.20 249.4 610.3 880.00 243.00 931.10	8 1. Upgradation of existing facilities of Atomic Energy Centre, Dhaka (AECD). 2. Establishment of Advanced Nuclear Medicine & Oncology Center. 3. Screening of Congenital Hypothyroidism in Newborn Babies (Phase 2). 4. Capacity building of Nuclear Minerals Unit (NMU) for R&D activities of geological prospects in Bangladesh. 5. Establishment of Nuclear Cyber Security & Information System' Innovations Research Laboratory at BAEC. 6. Establishment of Standard Calibration and Quality Assurance (QA) Laboratory for Radiotherapy Diagnostic Radiology	9 10	Bangladesh Atomic Energy Commission will implement Bangladesh Council of Scientific and Industrial Research will implement National Museum Of Science and Technology will implement

SDG Targets	Global Indicators for SDG Targets	Lead/Co-Lead Ministries/Divisions	Associate Ministries/Divisions	7 th FYP Global/Targets related to SDG Targets and Indicators		On-going Projects/Programme to achieve 7 th FYP Goals/Targets		Requirement of New Projects/Programme up to 2021		Actions/ Projects beyond 7 th FYP Period (2021-2030)	Policy/Strategy if needed (in relation with Column 8)	Remarks
				Project Title and Period	Cost in BDT (Million)	Project Title and Period	Cost in BDT (Million)					
1	2	3	4	5	6.1	6.2	7.1	7.2	8	9	10	
					7. Establishment of National Science & Technology Complex (1st revised)	22986.53	institute for bioequivalence studies and drug development 7. Establishment of World Class State of Art Science and Technology Museum 8. Establishment of Science City 9. Collection meuseo-bus and schools bus. 10. Distribution of essential materials to newly established Upazilla science club.	26214.90 (Total Projects)	and Neutron Radiation. 7. To enhance technical capacity of BCSIR for ensuring chemical metrological traceability for extending confidence among national and international stakeholders.			
9.b Support domestic technology development, research and innovation in developing countries, including by ensuring a conducive policy environment for, inter alia, industrial diversification and value addition to commodities	9.b.1 Proportion of medium and high-tech industry value added in total value added	Lead: MoST Co-Lead: ICTD	BD; ERD; LGD; MoA; MoHPW; Molnd; MoR; MoS; PID; RTHD; Molnd (DPDT); MoTi; SID	<ul style="list-style-type: none"> •Technology can also be imported from abroad through foreign direct investment which brings the latest equipment, management skills, and technical know-how. •Technology transfer in the garment industry from partnership with foreign investors •Adoption of improved technology can be a major factor for improving total factor productivity and increasing the rate of growth. •The Government should build partnership with NGOs, Multinational Companies, and donors so that greater technology transfer is facilitated. 						Information and Communication Technology Act 2006, Amended in 2009 & 2013;	Bangladesh Atomic Energy Commission Bangladesh Council of Scientific and Industrial Research	

১৪.০ ২০২০-২১ অর্থবছরের বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি বাস্তবায়ন

মন্ত্রণালয়ের কৌশলগত উদ্দেশ্য:

কৌশলগত উদ্দেশ্য	কর্মসম্পাদন সূচক	একক	গুরুত্ব সূচক/মান	লক্ষ্যমাত্রা ২০২০-২১	মোট অর্জন	প্রাপ্ত মান
১	২	৩	৫	৬	৭	৮
১. বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিষয়ক গবেষণায় সহায়তা প্রদান	১.১ ফেলোশিপ প্রদান	সংখ্যা	৪	৩৩০০	৩৩০৫	৪
	১.২ প্রদানকৃত ফেলোশিপ-এর ফলোআপ	সংখ্যা	২	৩৩০	৩৩০	২
	১.৩ গবেষণা অনুদান প্রদান	সংখ্যা	৪	৬০০	৮০০	৪
	১.৪ প্রদানকৃত অনুদান-এর ফলোআপ	সংখ্যা	২	১২৫	১৩০	২
	১.৫ বঙ্গবন্ধু বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি ফেলোশিপ প্রদান	সংখ্যা	৩	৫০	৭৭	৩
	১.৬ প্রদানকৃত ফেলোশিপ-এর ফলোআপ	সংখ্যা	১	৫০	৭৪	১
	১.৭ থিসিস/রিপোর্ট সম্পাদনে গবেষণা সহায়তা	সংখ্যা	৩	১৫৬	১৬১	৩
	১.৮ বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিষয়ক প্রশিক্ষণ ও তদারকি	সংখ্যা	২	৯২৫	৯২৭	২
	২.১ হ্রাম্যাগ বিজ্ঞান প্রদর্শনীর আয়োজন ও তদারকি	সংখ্যা	৩	১৪০	২২৩	৩
	২.২ বিজ্ঞান বিষয়ক সেমিনার, বক্তৃতামালা ও কর্মশালা আয়োজন ও তদারকি	সংখ্যা	২	২৩৫	২৪৯	২
২. বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি জনপ্রিয়করণ	২.৩ বিজ্ঞান বিষয়ক মেলা, অলিম্পিয়াড, চিত্রাঙ্কন, কুইজ ও বিতর্ক প্রতিযোগিতা আয়োজন ও তদারকি	সংখ্যা	৩	১৭০৫	১৮০৯	৩
	২.৪ বিজ্ঞান বিষয়ক তথ্য সংগ্রহ ও বিতরণ এবং তদারকি	সংখ্যা	১	৭০০০	৭০০০	১
	২.৪.১ সংগৃহীত তথ্য	পৃষ্ঠা সংখ্যা	১	৭৮০০	৯৩৮৫	১
	২.৪.২ বিতরণকৃত তথ্য	সংখ্যা (হাজার)	১	১৬.০০০	২৬.৯৩৫	১
	২.৫ বিনোদনমূলক শিক্ষার মাধ্যমে বিজ্ঞান ও মহাকাশ বিষয়ক ডিজিটাল ফিল্ম এবং বিভিন্ন প্রদর্শনী বস্তুর প্রদর্শন ও তদারকি	সংখ্যা (লক্ষ)	৩	০.৫০	০.৫০৮৬	৩

কৌশলগত উদ্দেশ্য	কার্যক্রম	কর্মসম্পাদন সূচক	একক	গুরুত্ব সূচক/মান	লক্ষ্যমাত্রা ২০২০-২১	মোট অর্জন	প্রাপ্ত মান
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮
	২.৬ বিজ্ঞানবিষয়ক প্রদর্শনী বস্তু প্রদর্শন ও তদারকি	২.৬.১ দর্শনার্থী	সংখ্যা (হাজার)	৩	১০০.০০	২২৫৭.১৪৫	৩
	২.৭ স্কুলের ছাত্র/ছাত্রীদের সাতারস্থ এইআরই এর বিভিন্ন গবেষণার পরিদর্শনের ব্যবস্থা ও বঙ্গবন্ধু বিষয়ক কুইজ প্রতিযোগিতার আয়োজন ও তদারকি	২.৭.১ আয়োজিত প্রতিযোগিতা	সংখ্যা	১	৪	৪	১
	২.৮ বিসিএসআইআর কর্তৃক উদ্ভাবিত ফরমালিন কিট ৫০% ছাড়ে বিক্রয় ও তদারকি	২.৮.১ ছাড়কৃত মূল্যে বিক্রিত কিট সংখ্যা	সংখ্যা	১	৭০	৭০	১
	৩.১ সাধারণ ও রেডিও-আইসোটোপ ভিত্তিক স্বাস্থ্যসেবা প্রদানের তদারকি	৩.১.১ সেবা গ্রহীতা	সংখ্যা (লক্ষ)	৩	৩.২০	৩.৩৪০	৩
	৩.২ এ্যামনিয়ন টিস্যু ও অস্থি গ্রাফট উৎপাদন ও সরবরাহ এবং তদারকি	৩.২.১ সরবরাহকৃত এ্যামনিয়ন গ্রাফট	সংখ্যা (হাজার)	১	৩.০০০	৪.০১১	১
	৩.৩ আমদানি ও রপ্তানিকৃত খাদ্যদ্রব্যের তেজস্ক্রিয়তার মাত্রা নিরূপণ ও তদারকি	৩.৩.১ তেজস্ক্রিয়তার মাত্রা নিরূপিত সেবা	সিসি (হাজার)	১	১০.৫০০	১১.৪৪৬	১
	৩.৪ বিকিরণ কর্মীর শরীরে প্রাপ্ত বিকিরণ মাত্রা নিরূপণ ও তদারকি	৩.৪.১ টিএলডি সেবা	সংখ্যা (হাজার)	১	৫.৫০০	৬.০৯৪	১
	৩.৫ বিকিরণ প্রয়োগের মাধ্যমে চিকিৎসাসামগ্রী জীবাণুশুদ্ধকরণ ও তদারকি	৩.৫.১ বিকিরণ প্রয়োগকৃত চিকিৎসা সামগ্রীর পরিমাণ	পরিমাণ সিএফটি (হাজার)	১	১.১০০	২.৯৫২	১
	৩.৬ নিউক্লিয় ও বিকিরণ স্থাপনাসমূহ পরিচালনা সংক্রান্ত অনুমোদন ও তদারকি	৩.৬.১ স্থাপনার জন্য প্রদত্ত লাইসেন্স	সংখ্যা	১	২১০	২১২	১
	৩.৭ বিকিরণ নিয়ন্ত্রণকারী কর্মকর্তাদের সমন্বয় প্রদান ও তদারকি	৩.৭.১ ইস্যুকৃত আর সি ও সনদ	সংখ্যা	১	১৫০	১৫৩	১
	৩.৮ নিউক্লিয় ও বিকিরণ স্থাপনাসমূহের নিয়ন্ত্রণমূলক পরিদর্শন ও তদারকি	৩.৮.১ নিয়ন্ত্রণমূলক পরিদর্শন	সংখ্যা	২	১৮৫	১৮৫	২
	৪.১ বিজ্ঞান, শিল্প ও প্রযুক্তি উদ্ভাবন ও উন্নয়নে গৃহীত প্রকল্প বাস্তবায়ন ও তদারকি	৪.১.১ চলমান ও সমাপ্য গবেষণা প্রকল্প	সংখ্যা	২	১৫০	১৬৯	২

কৌশলগত উদ্দেশ্য	কার্যক্রম	কর্মসম্পাদন সূচক	একক	গুরুত্ব সূচক/মান	লক্ষ্যমাত্রা ২০২০-২১	মোট অর্জন	প্রাপ্ত মান		
১ পরিবেশবান্ধব ও টেকসই প্রযুক্তি উদ্ভাবন	২ ৪.২ গবেষণালব্ধ ফলাফল স্টেকহোল্ডারদের অবহিতকরণ ও তদারকি ৪.৩ সমুদ্র সম্পর্কিত রিসার্চ ও ডেভেলপমেন্ট প্রকল্প গ্রহণ ও গবেষণা এবং তদারকি ৪.৪ সমুদ্র সম্পর্কিত নমুনা বিশ্লেষণসেবা (water parameter, sediment ইত্যাদি) প্রদান ও তথ্য সমৃদ্ধকরণ এবং তদারকি ৪.৫ বাণিজ্যিকভাবে ব্যবহারের জন্য উদ্ভাবিত প্রযুক্তি হস্তান্তরযোগ্যকরণ ও তদারকি ৪.৬ প্রযুক্তিপদ্ধতি ইজারা প্রদান এবং সেবা চুক্তি ও সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষর ও তদারকি ৪.৭ নমুনা বিশ্লেষণ ও কারিগরি সেবা প্রদান ও তদারকি ৪.৮ ডিএনএ সিকোয়েন্সিং সেবা প্রদান ও তদারকি ৪.৯ ট্যাক ডিএনএ পলিমারেজ এনজাইম উৎপাদন ও তদারকি ৫.১ রূপপুর পারমাণবিক বিদ্যুৎকেন্দ্রের মূল পর্যায়ের নির্মাণ কার্যক্রম ও তদারকি ৫.২ মংলা বন্দরে স্থাপিত তেজস্ক্রিয়তা পরীক্ষণ ও পরিবীক্ষণ গবেষণাগারের মানসম্পাদ উন্নয়নসহ আবাসিক সুবিধাদি স্থাপন ও তদারকি	৩ ৪.২.১ আয়োজিত সেমিনার ও কর্মশালা ৪.৩.১ সমুদ্রের ফিজিক্যাল, কেমিক্যাল, জিওলজিক্যাল, বায়োলজিক্যাল, এনভায়রনমেন্টাল বিষয়ে আর অ্যান্ড ডি প্রকল্প ৪.৩.২ আরআন্ডিডি প্রকল্পের ফলাফল ওয়েবসাইটে প্রকাশ ৪.৪.১ বিভিন্ন সংস্থাকে সমুদ্রসম্পর্কিত নমুনা বিশ্লেষণসেবা প্রদান ৪.৫.১ গৃহীত প্রসেস ৪.৫.২ দাখিলকৃত পেটেন্ট ৪.৬.১ প্রযুক্তি/ পদ্ধতি ইজারা প্রদানকৃত এবং সেবা চুক্তি ও সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষরিত ৪.৭.১ প্রদত্ত বিশ্লেষণসেবা ৪.৮.১ প্রদত্ত ডিএনএ সিকোয়েন্সিং সেবা ৪.৯.১ উৎপাদিত ট্যাক ডিএনএ পলিমারেজ এনজাইম ৫.১.১ ভৌততত্ত্বগতি ৫.২.১ ভৌততত্ত্বগতি	৪ সংখ্যা সংখ্যা সংখ্যা সংখ্যা সংখ্যা সংখ্যা সংখ্যা (হাজার) সংখ্যা সংখ্যা (আইইউ) % %	৫ ২ ১ ১ ১ ১ ১ ০.৫ ০.৫ ১ ১ ৪ ১	৬ ১৭ ৫ ৩ ৩ ৬ ১৫ ৫.৫০০ ১০০ ৩১০০০ ১৬ ৩	৭ ১৭ ৫ ৩ ৩ ৬ ১৬ ৫.৫০০ ১০০ ৩১০০০ ১৬ ৩	৮ ২ ১ ১ ১ ১ ০.৫ ০.৫ ১ ১ ৪ ১		
		৫. বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি প্রসারে অবকাঠামো উন্নয়ন							

কৌশলগত উদ্দেশ্য	কার্যক্রম	কর্মসম্পাদন সূচক	একক	গুরুত্ব সূচক/মান	লক্ষ্যমাত্রা ২০২০-২১	মোট অর্জন	প্রাপ্ত মান
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮
	৫.৩ বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান নভোথিয়েটার, রাজশাহী স্থাপন শীর্ষক প্রকল্পের কার্যক্রম ও তদারকি	৫.৩.১ ভৌতঅগ্রগতি	%	২	২০	২০	২
	৫.৪ ইনস্টিটিউট অব বায়োটেকনোলজি স্টাডিজ অ্যান্ড ফার্মাসিউটিক্যাল সাইন্সেস প্রতিষ্ঠাকরণ ও তদারকি	৫.৪.১ ভৌতঅগ্রগতি	%	২	১০	১০	২
	৫.৫ “জাতীয় জিনবাংক স্থাপন” শীর্ষক উন্নয়ন প্রকল্পের আওতায় লাভ কাম অফিস ও জিনবাংক ভবন নির্মাণ ও তদারকি	৫.৫.১ ভৌতঅগ্রগতি	%	২	৩০	৩০	২

আবশ্যিক কৌশলগত উদ্দেশ্য:

কৌশলগত উদ্দেশ্য	কৌশলগত উদ্দেশ্যের মান	কার্যক্রম	কর্মসম্পাদন সূচক	গণনা পদ্ধতি	একক	কর্মসম্পাদন সূচকের মান	লক্ষ্যমাত্রা ২০২০-২১	মোট অর্জন	প্রাপ্ত মান
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০
[১] দাপ্তরিক কর্মকাণ্ডে স্বচ্ছতা বৃদ্ধি ও জবাবদিহি নিশ্চিতকরণ	১০	(১.১) বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি (এপিএ) বাস্তবায়ন (১.২) শুল্কচার/উত্তমচার বিষয়ে অংশীজনেরদের সঙ্গে মতবিনিময় (১.৩) আভিযোগ প্রতিকার ব্যবস্থা বিষয়ে সেবাগ্রহীতা/অংশীজনেরদের অবহিতকরণ (১.৪) সেবা প্রদান প্রতিশ্রুতি বিষয়ে সেবাগ্রহীতাদের অবহিতকরণ	(১.১.১) এপিএ টিমের মাসিক সভা অনুষ্ঠিত (১.১.২) এপিএ'র সকল ত্রৈমাসিক প্রতিবেদন ওয়েবসাইটে প্রকাশিত (১.২.১) মতবিনিময় সভা অনুষ্ঠিত (১.৩.১) অবহিতকরণ সভা আয়োজিত (১.৪.১) অবহিতকরণ সভা আয়োজিত	সমষ্টি সমষ্টি সমষ্টি সমষ্টি	সংখ্যা সংখ্যা সংখ্যা সংখ্যা	২ ১ ২ ১	১২ ৪ ৪ ৪	১২ ৪ ৪ ৪	২ ১ ২ ১
[২] কর্মসম্পাদনে		(১.৫) তথ্য বাতায়ন হালনাগাদ সংক্রান্ত ত্রৈমাসিক প্রতিবেদন উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের নিকট প্রেরণ [২.১] ই-নথি বাস্তবায়ন	(১.৫.১) ত্রৈমাসিক প্রতিবেদন প্রেরিত [২.১.১] ই-নথিতে নোট নিষ্পত্তিকৃত	সমষ্টি গড়	সংখ্যা %	২ ২	৪ ৮	৪ ৮	২ ২

গতিশীলতা আনয়ন ও সেবার মান বৃদ্ধি	৯	[২.২] ডিজিটাল সেবা চালুকরণ	[২.২.১] একটি নতুন ডিজিটাল সেবা চালুকৃত	তারিখ	তারিখ	২	১৫.০২.২১	০৩.০৮.২০২০	২
		[২.৩] সেবা সহজিকরণ	[২.৩.১] একটি নতুন সহজিকৃত সেবা আবিষ্ক্রে বাস্তবায়িত	তারিখ	তারিখ	১	২৫.০২.২১	০৩.০৮.২০২০	১
[৩] আর্থিক ও সম্পদ ব্যবস্থাপনার উন্নয়ন	৬	[২.৪] কর্মচারীদের প্রশিক্ষণ প্রদান	[২.৪.১] প্রত্যেক কর্মচারীর জন্য প্রশিক্ষণ আয়োজিত	সমষ্টি	জনঘণ্টা	২	৫০	৫৯	২
		[২.৫] এপিএ বাস্তবায়নে প্রগোদনা প্রদান	[২.৫.১] ন্যূনতম একটি আওতাধীন দপ্তর- সংস্থা/একজন কর্মচারীকে এপিএ বাস্তবায়নের জন্য প্রগোদনা প্রদানকৃত	সমষ্টি	সংখ্যা	১	১	১	১
		[৩.১] বার্ষিক ক্রেয়পরিকল্পনা বাস্তবায়ন	[৩.১.১] ক্রেয়পরিকল্পনা অনুযায়ী ক্রেয় সম্পাদিত	সমষ্টি	%	১	১০০	১০০%	১
		[৩.২] বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি (এডিপি) বাস্তবায়ন	[৩.২.১] বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি (এডিপি) বাস্তবায়িত	ক্রমপুঞ্জিত	%	২	১০০	১০১.২৯%	২
		[৩.৩] অডিট আপত্তি নিষ্পত্তি কার্যক্রমের উন্নয়ন	[৩.২.২] প্রকল্প বাস্তবায়ন সংক্রান্ত আইএমইডি'র সুপারিশ বাস্তবায়িত	ক্রমপুঞ্জিত	%	১	১০০	১০০%	১
		[৩.৩.১] দ্বিপক্ষীয়/ত্রিপক্ষীয় সভায় উপস্থাপিত অডিট আপত্তি	ক্রমপুঞ্জিত	%	১	৮০	৮৫.২০%	১	
		[৩.৩.২] অডিট আপত্তি নিষ্পত্তিকৃত	ক্রমপুঞ্জিত	%	১	৫০	৮৩.৩৩%	১	
						মোট		সর্বমোট (৭৫+২৫)	২৫
								১০০	

১৫.০ ২০২০-২১ অর্থবছরের জাতীয় শূদ্ধাচার কৌশল কর্মপরিকল্পনা ও বাস্তবায়ন অগ্রগতি পরিবীক্ষণ

কার্যক্রমের নাম	কর্মসম্পাদন সূচক	সূচকের মান	একক	বাস্তবায়নের দায়িত্বপ্রাপ্ত ব্যক্তি/পদ	২০২০-২০২১ অর্থবছরের লক্ষ্যমাত্রা	বাস্তবায়ন অগ্রগতি পরিবীক্ষণ, ২০২০-২০২১					অর্জিত মান	মন্তব্য	
						লক্ষ্যমাত্রা/ অর্জন	১ম কোয়ার্টার	২য় কোয়ার্টার	৩য় কোয়ার্টার	৪র্থ কোয়ার্টার			মোট অর্জন
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪
১. প্রাতিষ্ঠানিক ব্যবস্থা.....৮													
১.১ নৈতিকতা কমিটির সভা	অনুষ্ঠিত সভা	৪	সংখ্যা	ফোকাল পয়েন্ট	৪	লক্ষ্যমাত্রা	১	১	১	১	৪	৪	
১.২ নৈতিকতা কমিটির সভার সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়িত	৪	%	ফোকাল	১০০%	লক্ষ্যমাত্রা	১০০%	১০০%	১০০%	১০০%	১০০%	১০০%	

কার্যক্রমের নাম	কর্মসম্পাদন সূচক	সূচকের মান	একক	বাস্তবায়নের দায়িত্বপ্রাপ্ত ব্যক্তি/পদ	২০২০-২০২১ অর্থবছরের লক্ষ্যমাত্রা	বাস্তবায়ন অগ্রগতি পরিবীক্ষণ, ২০২০-২০২১						মোট অর্জন	অর্জিত মান	মন্তব্য			
						লক্ষ্যমাত্রা/ অর্জন	১ম কোয়ার্টার	২য় কোয়ার্টার	৩য় কোয়ার্টার	৪র্থ কোয়ার্টার	১ম কোয়ার্টার				২য় কোয়ার্টার	৩য় কোয়ার্টার	৪র্থ কোয়ার্টার
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪				
বাস্তবায়ন	সিদ্ধান্ত			পয়েন্ট		অর্জন	১০০%	১০০%	১০০%	১০০%	১০০%	৮	১০	১১	১২	১৩	১৪
২. দক্ষতা ও নৈতিকতার উন্নয়ন.....১০																	
২.১ সুশাসন প্রতিষ্ঠার নিমিত্ত অংশীজনের (stakeholders) অংশগ্রহণে সভা	অনুষ্ঠিত সভা	২	সংখ্যা	ফোকাল পয়েন্ট	২	লক্ষ্যমাত্রা/ অর্জন	১	-	১	-	২	২					
২.২ অংশীজনের অংশগ্রহণে সভার সিদ্ধান্ত বাস্তবায়ন	বাস্তবায়িত সিদ্ধান্ত	২	%	ফোকাল পয়েন্ট	১০০%	লক্ষ্যমাত্রা/ অর্জন	১০০%	-	১০০%	-	১০০%	২					
২.৩ কর্মকর্তা-কর্মচারীদের অংশগ্রহণে চাকরি সংক্রান্ত বিভিন্ন প্রশিক্ষণ আয়োজন	প্রশিক্ষণার্থী	৩	সংখ্যা	শাখা-১৩	৬০	লক্ষ্যমাত্রা/ অর্জন	১৫	১৫	১৫	১৫	৬০	৩					
২.৪ কর্মকর্তা-কর্মচারীদের অংশগ্রহণে সুশাসন সংক্রান্ত প্রশিক্ষণ আয়োজন	প্রশিক্ষণার্থী	৩	সংখ্যা	শাখা-১৩	৬০	লক্ষ্যমাত্রা/ অর্জন	১৫	১৫	১৫	১৫	৬০	৩					
৩. শৃঙ্খলার প্রতিষ্ঠায় সহায়ক আইন/বিধি/নীতিমালা/ম্যানুয়াল প্রণয়ন/সংস্কার/হালনাগাদকরণ ও প্রজ্ঞাপন/পরিপত্র জারি.....১০																	
৩.১ জাতীয় বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি পদক প্রদান নীতিমালা-২০০৯ হালনাগাদকরণ	নীতিমালা হালনাগাদকরণ	৩	তারিখ	অধিশাখা-৩৫	৩০/০৬/২০২১	লক্ষ্যমাত্রা/ অর্জন	-	-	-	৩০/০৬/২০২১	৩						
৩.২ জাতীয় জীবপ্রযুক্তি নীতিমালা-২০১২ হালনাগাদকরণ	নীতিমালা হালনাগাদকরণ	৩	তারিখ	অধিশাখা-২৫	৩০/০৬/২০২১	লক্ষ্যমাত্রা/ অর্জন	-	-	-	৩০/০৬/২০২১	৩						
৩.৩ জাতীয় বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি ফেলোশিপ নীতিমালা-২০১৩ হালনাগাদকরণ	নীতিমালা হালনাগাদকরণ	৪	তারিখ	অধিশাখা-১২	৩০/০৬/২০২১	লক্ষ্যমাত্রা/ অর্জন	-	-	-	৩০/০৬/২০২১	৪						
৪. ওয়েবসাইটে সেবাস্বস্ত হালনাগাদকরণ.....৮																	
৪.১ সেবা সংক্রান্ত টোল ফ্রি নম্বরসমূহ স্ব স্ব তথ্য বাতায়নে দৃশ্যমানকরণ	তথ্য বাতায়নে দৃশ্যমানকৃত	১	তারিখ	আইসিটি শাখা	৩১.১২.২০২০	লক্ষ্যমাত্রা/ অর্জন	-	৩১.১২.২০২০	-	৩১.১২.২০২০	১						

কার্যক্রমের নাম	কর্মসম্পাদন সূচক	সূচকের মান	একক	বাস্তবায়নের দায়িত্বপ্রাপ্ত ব্যক্তি/পদ	২০২০-২০২১ অর্থবছরের লক্ষ্যমাত্রা	বাস্তবায়ন অগ্রগতি পরিবীক্ষণ, ২০২০-২০২১						মোট অর্জন	অর্জিত মান	মন্তব্য
						লক্ষ্যমাত্রা/ অর্জন	১ম কোয়ার্টার	২য় কোয়ার্টার	৩য় কোয়ার্টার	৪র্থ কোয়ার্টার	১০			
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	
৪.২ স্ব ওয়েবসাইটে শুদ্ধাচার সেবাবক্স হালনাগাদকরণ	সেবাবক্স হালনাগাদকৃত	২	তারিখ	ফোকাল পয়েন্ট ও আইসিটি শাখা	৩০.০৯.২০২০ ৩১.১২.২০২০ ৩১.০৩.২০২১ ৩০.০৬.২০২১	লক্ষ্যমাত্রা	৩০.০৯. ২০২০	৩১.১২. ২০২০	৩১.০৩. ২০২১	৩০.০৬. ২০২১	১০০%	২		
৪.৩ স্বপ্রণোদিতভাবে প্রকাশযোগ্য তথ্য হালনাগাদ করে ওয়েবসাইটে প্রকাশ	হালনাগাদকৃত নিদেশিকা ওয়েবসাইটে প্রকাশিত	১	তারিখ	অধিশাখা-২ ও আইসিটি শাখা	৩১.০৩.২০২১	লক্ষ্যমাত্রা	-	-	৩১.০৩. ২০২১	২৯.৯.২০	১০০%	১		
৪.৪ স্ব ওয়েবসাইটে তথ্য অধিকার সেবাবক্স হালনাগাদকরণ	সেবাবক্স হালনাগাদকৃত	২	তারিখ	অধিশাখা-২ ও আইসিটি শাখা	৩০.০৯.২০২০ ৩১.১২.২০২০ ৩১.০৩.২০২১ ৩০.০৬.২০২১	লক্ষ্যমাত্রা	৩০.০৯. ২০২০	৩১.১২. ২০২০	৩১.০৩. ২০২১	৩০.০৬. ২০২১	১০০%	২		
৪.৫ স্ব ওয়েবসাইটের অভিযোগ প্রতিকার ব্যবস্থা (GRS) সেবাবক্স হালনাগাদকরণ	ওয়েবসাইটে হালনাগাদকৃত	২	তারিখ	অনিক ও আইসিটি শাখা	৩০.০৯.২০২০ ৩১.১২.২০২০ ৩১.০৩.২০২১ ৩০.০৬.২০২১	লক্ষ্যমাত্রা	৩০.০৯. ২০২০	৩১.১২. ২০২০	৩১.০৩. ২০২১	৩০.০৬. ২০২১	১০০%	২		
৫. সুশাসন প্রতিষ্ঠা.....৬														
৫.১ উত্তমচারিতার তালিকা প্রণয়ন করে মন্ত্রিপরিষদ বিভাগে প্রেরণ	উত্তমচারিতার তালিকা প্রেরিত	৩	তারিখ	শাখা-১	৩১.১২.২০২০	লক্ষ্যমাত্রা	-	৩১.১২. ২০২০	-	-	১০০%	৩		
৫.২ অনলাইন সিস্টেমে অভিযোগ নিষ্পত্তিকরণ	অভিযোগ নিষ্পত্তিকৃত	৩	%	অনিক	১২	লক্ষ্যমাত্রা	১০০%	১০০%	১০০%	১০০%	১০০%	৩		
৬. প্রকল্পের ক্ষেত্রে শুদ্ধাচার.....৯														
৬.১ প্রকল্পের বার্ষিক ক্রয়পরিকল্পনা অনুমোদন/বিভাগে চলমান প্রকল্প উন্নয়ন কার্যক্রম পর্যালোচনা	অনুমোদিত ক্রয়পরিকল্পনা	৩	তারিখ	অতিরিক্ত সচিব (উন্নয়ন)	৩১.০৮.২০২০	লক্ষ্যমাত্রা	৩১.০৮. ২০২০	-	-	-	১০০%	৩		

কার্যক্রমের নাম	কর্মসম্পাদন সূচক	সূচকের মান	একক	বাস্তবায়নের দায়িত্বপ্রাপ্ত ব্যক্তি/পদ	২০২০-২০২১ অর্থবছরের লক্ষ্যমাত্রা	বাস্তবায়ন অগ্রগতি পরিবীক্ষণ, ২০২০-২০২১						মোট অর্জন	অর্জিত মান	মন্তব্য
						লক্ষ্যমাত্রা/ অর্জন	১ম কোয়ার্টার	২য় কোয়ার্টার	৩য় কোয়ার্টার	৪র্থ কোয়ার্টার	১ম কোয়ার্টার			
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	
৬.২ মন্ত্রণালয়/বিভাগ/রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠান কর্তৃক প্রকল্পের বাস্তবায়ন অগ্রগতি পরিদর্শন/ পরিবীক্ষণ	দাখিলকৃত প্রতিবেদন	৩	সংখ্যা	অতিরিক্ত সচিব (উন্নয়ন)	৮	লক্ষ্যমাত্রা	২	২	২	২	৮	৩		
৬.৩. প্রকল্প পরিদর্শন/পরিবীক্ষণ প্রতিবেদনের সুপারিশ বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ	বাস্তবায়নের হার	৩	%	অতিরিক্ত সচিব (উন্নয়ন)	১০০	লক্ষ্যমাত্রা	১০০%	১০০%	১০০%	১০০%	১০০%	১০০%	৩	
৭. ক্রয়ক্ষেত্রে শুল্কচাঁদ.....৭														
৭.১ পিপিএ ২০০৬-এর ধারা ১১(২) ও পিপিআর ২০০৮-এর বিধি ১৬(৬) অনুযায়ী ২০২০-২১ অর্থবছরের ক্রয়পরিচালনা ওয়েবসাইটে প্রকাশ	ক্রয়পরিচালনা ওয়েবসাইটে প্রকাশিত	৩	তারিখ	শাখা-৪ ও আইসিটি শাখা	১৫.০৯.২০২০ ২৮.২.২০২১	লক্ষ্যমাত্রা	১৫.৯. ২০২০	-	২৮.২. ২০২১	-	১০০%	৩		
৭.২ ই-টেন্ডারের মাধ্যমে ক্রয় কার্য সম্পাদন	ই-টেন্ডারে ক্রয় সম্পন্ন	৪	%	শাখা-৪	৫০	লক্ষ্যমাত্রা	১০০%	১০০%	১০০%	১০০%	১০০%	৪		
৮. স্বচ্ছতা ও জবাবদিহি শক্তিশালীকরণ.....১১														
৮.১ স্ব স্ব সেবা প্রদান প্রতিশ্রুতি (সিটিজেনস্ প্রণয়ন/হালনাগাদকরণ ও বাস্তবায়ন	বাস্তবায়ন অগ্রগতি পরিবীক্ষণকৃত	৩	%	শাখা-১	১০০	লক্ষ্যমাত্রা	১০০%	১০০%	১০০%	১০০%	১০০%	৩		
৮.২ শাখা/অধিশাখা ও আওতাধীন/অধীন কার্যালয় পরিদর্শন	পরিদর্শন সম্পন্ন	২	সংখ্যা	অতিরিক্ত সচিব (প্রশাসন)	১৬	লক্ষ্যমাত্রা	৮	৮	৮	৮	১৬	২		
৮.৩ শাখা/অধিশাখা ও আওতাধীন/অধীন কার্যালয় পরিদর্শন প্রতিবেদনের সুপারিশ বাস্তবায়ন	পরিদর্শন প্রতিবেদনের সুপারিশ বাস্তবায়িত	২	%	অতিরিক্ত সচিব (প্রশাসন)	১০০	লক্ষ্যমাত্রা	১০০%	১০০%	১০০%	১০০%	১০০%	২		
৮.৪ সচিবালয় নির্দেশমালা, ২০১৪ অনুযায়ী নথির শ্রেণিবিন্যাসকরণ	নথি শ্রেণিবিন্যাসকৃত	২	%	সকল অধিশাখা/ শাখা	১০০	লক্ষ্যমাত্রা	১০০%	১০০%	১০০%	১০০%	১০০%	২		
৮.৫ শ্রেণিবিন্যাসকৃত নথি বিনষ্টকরণ	নথি বিনষ্টকৃত	২	%	শাখা-৪	১০০	লক্ষ্যমাত্রা	১০০%	১০০%	১০০%	১০০%	১০০%	২		

কার্যক্রমের নাম	কর্মসম্পাদন সূচক	সূচকের মান	একক	বাস্তবায়নের দায়িত্বপ্রাপ্ত ব্যক্তি/পদ	২০২০-২০২১ অর্থবছরের লক্ষ্যমাত্রা	বাস্তবায়ন অগ্রগতি পরিবীক্ষণ, ২০২০-২০২১					মন্তব্য		
						লক্ষ্যমাত্রা/ অর্জন	১ম কোয়ার্টার	২য় কোয়ার্টার	৩য় কোয়ার্টার	৪র্থ কোয়ার্টার		মোট অর্জন	অর্জিত মান
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪
৯. শুল্কচার সংশ্লিষ্ট এবং দুর্নীতি প্রতিরোধে সহায়ক অন্যান্য কার্যক্রম.....১৫ (অগ্রাধিকার ভিত্তিতে নুনেতম পাঁচটি কার্যক্রম)													
৯.১ আওতাধীন সংস্থাসমূহে ডিজিটাল হাজারিার ব্যবহার নিশ্চিতকরণ।	ডিজিটাল হাজারিা	৩	%	সংস্থাসমূহ	৮	লক্ষ্যমাত্রা অর্জন	১০০%	১০০%	-	১০০%	১০০%	৩	
৯.২ অগ্নি নিরাপত্তা সচেতনতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে প্রশিক্ষণের আয়োজন	প্রশিক্ষণ আয়োজন	৩	সংখ্যা	ফোকাল পয়েন্ট	১	লক্ষ্যমাত্রা অর্জন	১	১	-	-	১	৩	
৯.৩ অডিট আপত্তি নিষ্পত্তিকরণ সংক্রান্ত প্রশিক্ষণ	প্রশিক্ষণ আয়োজন	৩	সংখ্যা	অধিশাখা-৩ ও শাখা-১৩	২	লক্ষ্যমাত্রা অর্জন	১	১	-	১	২	৩	
৯.৪ ফেলোদের গবেষণালব্ধ ফলাফলের ওপর কর্মশালা	কর্মশালা আয়োজন	৩	সংখ্যা	অধিশাখা-১২, ১৩, ৩৫	১	লক্ষ্যমাত্রা অর্জন	১	১	১		১	৩	
৯.৫ মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন সংস্থার উদ্ভাবিত বিষয় নিয়ে কর্মশালা	কর্মশালা আয়োজন	৩	সংখ্যা	ইনোভেশন টিম, শাখা-১৩ ও সংস্থাসমূহ	১	লক্ষ্যমাত্রা অর্জন	-	-	-	১	১	৩	
১০. শুল্কচারচার জন্য পুরস্কার প্রদান.....৩													
১০.১ শুল্কচার পুরস্কার প্রদান এবং পুরস্কারপ্রাপ্তদের তালিকা ওয়েবসাইটে প্রকাশ	প্রদত্ত পুরস্কার	৩	তারিখ	ফোকাল পয়েন্ট	৩১.০৫.২০২১	লক্ষ্যমাত্রা অর্জন	-	-	-	৩১.০৫. ২০২১ ১৭.০৫. ২০২১	১০০%	৩	
১১. কর্মপর্যবেশ উন্নয়ন.....২													
১১.১ কর্মপর্যবেশ উন্নয়ন (স্বাস্থ্যবিধি অনুসরণ/টিওঅ্যান্ডইভুগু অকেজো মালামাল বিনষ্টকরণ/পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা বৃদ্ধি/মহামারী ও পদকাল মোকাবেলায় বিশেষ প্রশিক্ষণ)	উন্নত কর্ম-পর্যবেশ	২	সংখ্যা ও তারিখ	শাখা-১৩ ও শাখা-৪	২ ৩১.১২.২০২০ ৩১.০৫.২০২১	লক্ষ্যমাত্রা অর্জন	-	৩১.১২. ২০২০	-	৩১.০৫. ২০২১ ২৭.৫.২১ ৩০.৫.২১ ৩১.৫.২১	১০০%	২	
১২. তথ্য বরাদ্দ.....৩													
১২.১ শুল্কচার কর্মপরিকল্পনায় অর্গভুক্ত বিভিন্ন কার্যক্রম বাস্তবায়নের	বরাদ্দকৃত তথ্য	৩	লক্ষ টাকা	অতিরিক্ত সচিব	১৫ লক্ষ	লক্ষ্যমাত্রা অর্জন	১০ লক্ষ	১০ লক্ষ		৫ লক্ষ ৫ লক্ষ	১৫ লক্ষ		

কার্যক্রমের নাম	কর্মসম্পাদন সূচক	সূচকের মান	একক	বাস্তবায়নের দায়িত্বপ্রাপ্ত ব্যক্তি/পদ	২০২০-২০২১ অর্থবছরের লক্ষ্যমাত্রা	বাস্তবায়ন অগ্রগতি পরিবীক্ষণ, ২০২০-২০২১					মোট অর্জন	অর্জিত মান	মন্তব্য
						লক্ষ্যমাত্রা/ অর্জন	১ম কোয়ার্টার	২য় কোয়ার্টার	৩য় কোয়ার্টার	৪র্থ কোয়ার্টার			
১ জন্য বরাদ্দকৃত অর্থের আনুমানিক পরিমাণ	২	৩	৪	৫ (প্রশাসন) ও শুদ্ধাচার ফোকাল পয়েন্ট	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪
১৩. পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন.....c													
১৩.১ মন্ত্রণালয়/বিভাগ/রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠান কর্তৃক প্রণীত জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল কর্মপরিকল্পনা, ২০২০-২১ মন্ত্রিপরিষদ বিভাগে দাখিল ও স্ব ওয়েবসাইটে আপলোডকরণ	প্রণীত কর্মপরিকল্পনা দাখিলকৃত ও আপলোডকৃত	২	তারিখ	ফোকাল পয়েন্ট ও আইসিটি শাখা	০৪.০৮.২০	লক্ষ্যমাত্রা অর্জন	০৪.০৮. ২০২০ ৩.৮.২০	-	-	-	১০০%	২	
১৩.২ নির্ধারিত সময়ে ত্রৈমাসিক পরিবীক্ষণ প্রতিবেদন মন্ত্রিপরিষদ বিভাগে দাখিল ও স্ব ওয়েবসাইটে আপলোডকরণ	ত্রৈমাসিক প্রতিবেদন দাখিলকৃত ও আপলোডকৃত	২	তারিখ	ফোকাল পয়েন্ট ও আইসিটি শাখা	১৫.১০.২০২০ ১৫.০১.২০২১ ১৫.০৪.২০২১ ১৫.০৭.২০২১	লক্ষ্যমাত্রা অর্জন	১৫.১০. ২০২০ ১১.১০. ২০২০	১৫.০১. ২০২১ ০৭.০১. ২০২১	১৫.০৪. ২০২১ ০৪.০৪.২ ০২১	১৫.০৭. ২০২১ ১৯.০৭. ২০২১	১০০%	২	
১৩.৩ আওতাধীন দপ্তর/সংস্থা (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে) কর্তৃক দাখিলকৃত জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল কর্মপরিকল্পনা ও পরিবীক্ষণ প্রতিবেদনের ওপর ফিডব্যাক প্রদান	ফিডব্যাক সভা/কর্মশালা অনুষ্ঠিত	৪	তারিখ	ফোকাল পয়েন্ট	৩১.১২.২০২০ ২১.০১.২০২১ ২১.০৪.২০২১ ১৫.০৭.২০২১	লক্ষ্যমাত্রা অর্জন	২১.১০. ২০২০ ০১.১০. ২০২০	২১.০১. ২০২১ ০৬.০১. ২০২১	২১.০৪. ২০২১ ০৪.০৪. ২০২১	১৫.০৭. ২০২১ ২৮.০৬. ২০২১	১০০%	৪	
											মোট	১০০	

দ্বিতীয় অধ্যায়

মন্ত্রণালয়ের প্রশাসনাধীন সংস্থাসমূহের উল্লেখযোগ্য কার্যাবলি

বাংলাদেশ পরমাণু শক্তি কমিশন

বাংলাদেশ বিজ্ঞান ও শিল্প গবেষণা পরিষদ (বিসিএসআইআর)

বাংলাদেশ রেফারেন্স ইনস্টিটিউট ফর কেমিক্যাল মেজারমেন্টস

জাতীয় বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি জাদুঘর

বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান নভোথিয়েটার

ন্যাশনাল ইনস্টিটিউট অব বায়োটেকনোলজি (এনআইবি)

বাংলাদেশ পরমাণু শক্তি নিয়ন্ত্রণ কর্তৃপক্ষ

বাংলাদেশ ন্যাশনাল সায়েন্টিফিক এন্ড টেকনিক্যাল ডকুমেন্টেশন সেন্টার (ব্যাঙ্গডক)

বাংলাদেশ ওসানোগ্রাফিক রিসার্চ ইনস্টিটিউট

বঙ্গবন্ধু বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি ফেলোশিপ ট্রাস্ট

নিউক্লিয়ার পাওয়ার প্ল্যান্ট কোম্পানি বাংলাদেশ লিমিটেড (এনপিসিবিএল)

বাংলাদেশ পরমাণু শক্তি কমিশন



বাংলাদেশ পরমাণু শক্তি কমিশন

পরমাণু ভবন, ই-১২/এ, আগারগাঁও, শেরে-বাংলা নগর, ঢাকা-১২০৭

www.baec.gov.bd

বাংলাদেশ পরমাণু শক্তি কমিশন

পরমাণু ভবন, ই-১২/এ, আগারগাঁও, শেরেবাংলা নগর, ঢাকা-১২০৭
www.baec.gov.bd

১.০ সংক্ষিপ্ত পরিচিতি

১৯৭৩ সালে প্রতিষ্ঠিত বাংলাদেশ পরমাণু শক্তি কমিশন বিগত চার দশকেরও বেশি সময় ধরে দেশের বৃহত্তম বিজ্ঞান গবেষণা প্রতিষ্ঠান হিসেবে স্বাস্থ্য, শিল্প, কৃষি, পরিবেশ, জ্বালানি, শিক্ষা ইত্যাদি ক্ষেত্রে গবেষণা ও উন্নয়ন কর্মকাণ্ড পরিচালনার পাশাপাশি আধুনিক পারমাণবিক সেবা প্রদান করছে। ১৫টি পরমাণু চিকিৎসা ইনস্টিটিউটের মাধ্যমে দেশের প্রান্তিক জনগোষ্ঠীকে পরমাণু চিকিৎসাসেবা সেবা প্রদান করছে। এই সেবা বৃদ্ধির লক্ষ্যে নতুন আরো ৮টি পরমাণু চিকিৎসা ইনস্টিটিউট স্থাপনের কাজ চলছে। এছাড়া, এ প্রতিষ্ঠান আমদানিকৃত খাদ্যদ্রব্যের তেজস্ক্রিয়তার মাত্রা নিরূপণের মাধ্যমে খাদ্যদ্রব্যের গুণগতমান নিশ্চিতকরণের লক্ষ্যে সেবা প্রদান করছে। কমিশনের অন্যান্য কার্যক্রমের মধ্যে পারমাণবিক রশ্মি প্রয়োগের মাধ্যমে খাদ্যদ্রব্য, চিকিৎসাসামগ্রী ও ঔষধ জীবাণুমুক্তকরণ, খাদ্য সংরক্ষণ, উন্নতমানের পলিমারসামগ্রী উদ্ভাবন, শল্যচিকিৎসায় অর্থাৎ বিভিন্ন ক্ষত/পোড়াজনিত রোগ নিরাময়ে অ্যামনিয়ন টিস্যু ও বোনগ্রাফট প্রক্রিয়াজাতকরণের পর বিভিন্ন সরকারি/বেসরকারি হাসপাতাল/ক্লিনিকে সরবরাহ ইত্যাদি উল্লেখযোগ্য।

এছাড়াও, আন্তর্জাতিক দায়বদ্ধতার আওতায় ধ্বংসাত্মক কাজে পরমাণু শক্তির অপব্যবহার নিরোধ এবং জনগণের পারমাণবিক নিরাপত্তা বিধান, তেজস্ক্রিয় পদার্থ বা অন্যান্য উৎস হতে সৃষ্ট উচ্চশক্তির বিকিরণ নিয়ন্ত্রণে যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণ এ প্রতিষ্ঠানের দায়িত্বের অন্তর্ভুক্ত। বর্তমান বিশ্বে আর্থসামাজিক উন্নয়নে পরমাণু শক্তির গ্রহণযোগ্যতা এবং মানবকল্যাণ ও মানবসম্পদ উন্নয়নে এর নানামুখী ব্যবহার উত্তরোত্তর প্রসার লাভ করছে। দেশের সর্ববৃহৎ পরমাণু শক্তি গবেষণা প্রতিষ্ঠান হিসেবে বাংলাদেশ পরমাণু শক্তি কমিশন কর্তৃক পাবনার রূপপুরে ১২০০ মেগাওয়াট ক্ষমতাসম্পন্ন দুই ইউনিটবিশিষ্ট মোট ২৪০০ মেগাওয়াটের পারমাণবিক বিদ্যুৎকেন্দ্র বাস্তবায়নের কাজ দ্রুত গতিতে এগিয়ে চলেছে।



রূপপুর পারমাণবিক বিদ্যুৎকেন্দ্রের জ্বালানি সরবরাহে বাংলাদেশ ও রাশিয়ার মধ্যে চুক্তি স্বাক্ষর



রূপপুর পারমাণবিক বিদ্যুৎকেন্দ্রের ২য় ইউনিটে কোর ক্যাচার স্থাপন

২.০ ভিশন

পরমাণু শক্তির শান্তিপূর্ণ ব্যবহারের মাধ্যমে আর্থসামাজিক উন্নয়নে সার্বিক অবদানের লক্ষ্যে পারমাণবিক বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির অগ্রগতি সাধন দ্বারা আত্মনির্ভরশীলতা অর্জন

৩.০ মিশন

- ভৌত, জৈব ও প্রকৌশল শাখার বিভিন্ন ক্ষেত্রে পারমাণবিক বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি নির্ভর মৌলিক, ব্যবহারিক ও উন্নত গবেষণা কর্মসূচির অগ্রগতি সাধন;
- পারমাণবিক শক্তিবিসয়ক (পারমাণবিক বিদ্যুৎ) কর্মসূচির বাস্তবায়ন;
- পারমাণবিক প্রযুক্তিনির্ভর সেবামূলক কর্মকাণ্ড ভিন্ন ভিন্ন প্রান্তিক ব্যবহারকারীদের কাছে পৌঁছে দেয়া;
- কৃষি, শিল্প, স্বাস্থ্য এবং পরিবেশের ক্ষেত্রে পরমাণু প্রযুক্তির প্রয়োগ;

- পারমাণবিক বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির ক্ষেত্রে মানবসম্পদ উন্নয়ন;
- বিকিরণজনিত নিরাপত্তাচর্চা প্রতিষ্ঠাকরণ;
- খনিজসম্পদ অনুসন্ধান ও আহরণে পরমাণু প্রযুক্তির ব্যবহার।

৪.০ বাংলাদেশ পরমাণু শক্তি কমিশনের কার্যাবলি:

- খাদ্য, কৃষি, স্বাস্থ্য, চিকিৎসা, পরিবেশ ও শিল্পের ক্ষেত্রে পরমাণু শক্তির শান্তিপূর্ণ ব্যবহারের প্রসার;
- ইলেকট্রনিক যন্ত্রপাতির নকশা ও প্রযুক্তি এবং ব্যবহারিক সামগ্রী উন্নয়ন;
- শিক্ষা, বৈদেশিক প্রশিক্ষণ ও সেবাবিষয়ক কার্যক্রম পরিচালনা;
- পরমাণু বিদ্যুৎ উৎপাদন বিষয়ে কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ;
- মহাকাশ ও উর্ধ্ব বায়ুমণ্ডলীয়বিষয়ক গবেষণা;
- ভারী খনিজ, তেজস্ক্রিয় পদার্থ এবং পারমাণবিক খনিজ অনুসন্ধান, আহরণ, উৎপাদন, গবেষণা, গুদামজাতকরণ;
- পারমাণবিক শক্তির উৎপাদন, উন্নয়ন, ব্যবহার, গবেষণা, পরিবহণ ও অপসারণ কার্যক্রম পরিচালনা;
- পরমাণু বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির শান্তিপূর্ণ ব্যবহারের মাধ্যমে দেশের আর্থসামাজিক ব্যবস্থার উন্নয়ন সাধন;
- পরমাণু শক্তি বিষয়ে বিভিন্ন আন্তর্জাতিক দায়-দায়িত্ব পালন; এবং
- সরকার কর্তৃক ন্যস্ত বিভিন্ন দায়িত্ব পালন।

৫.০ সাংগঠনিক কাঠামো ও জনবল

বাংলাদেশ পরমাণু শক্তি কমিশন-এর সাংগঠনিক কাঠামোতে একজন চেয়ারম্যান ও চারজন সদস্যসহ মোট ২,২৩৫টি অনুমোদিত পদ রয়েছে। বর্তমানে ১৯০৬টি পদে কর্মকর্তা/কর্মচারী কর্মরত রয়েছে এবং অবশিষ্ট পদসমূহ পূরণের প্রক্রিয়া চলছে। কমিশনে ৭০৯টি পদের এনাম কমিটির একটি অর্গানোগ্রাম রয়েছে। পরবর্তীতে সৃজিত ১,৫২৬টি পদের সাংগঠনিক কাঠামো প্রণয়ন করা হচ্ছে।

৬.০ আইন ও বিধিমালা

বাংলাদেশ পরমাণু শক্তি কমিশন আইন, ২০১৭ এর আওতায় বাংলাদেশ পরমাণু শক্তি কমিশন পরিচালিত হচ্ছে। এছাড়া, বাংলাদেশ পরমাণু শক্তি কমিশনের চাকরি প্রবিধানমালা-১৯৮৫-এর আওতায় কর্মকর্তা/কর্মচারীদের চাকরি নিয়ন্ত্রিত হচ্ছে।

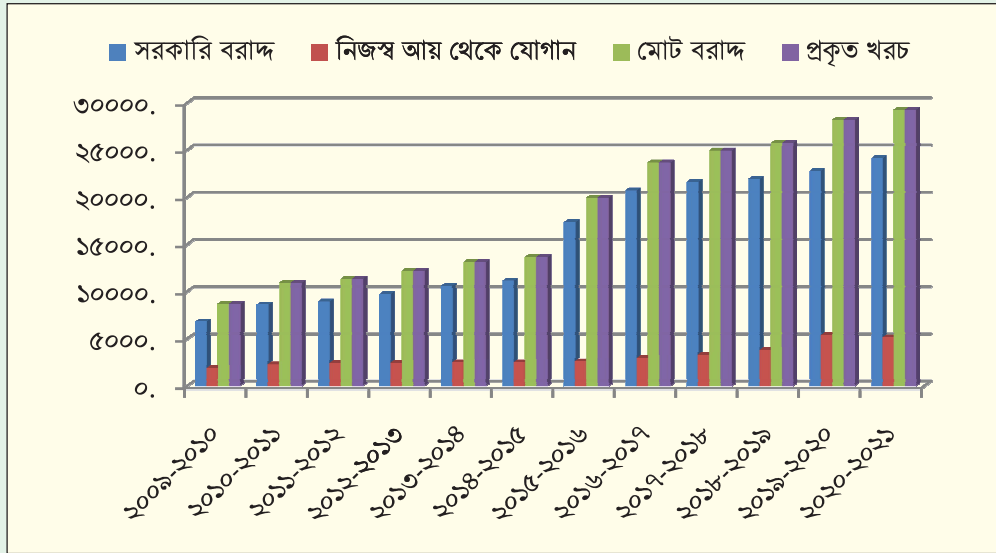
৭.০ বাজেট বরাদ্দ ও ব্যয় বিবরণী

বাংলাদেশ পরমাণু শক্তি কমিশনের অনুকূলে ২০০৯-২০১০ হতে ২০২০-২০২১ অর্থবছর পর্যন্ত সরকারি বরাদ্দ, নিজস্ব আয় থেকে যোগান এবং প্রকৃত ব্যয়ের বিবরণী নিম্নে প্রদান করা হলো:

(লক্ষ টাকায়)

অর্থবছর	সরকারি বরাদ্দ	নিজস্ব আয় থেকে যোগান	মোট বরাদ্দ (২+৩)	প্রকৃত খরচ	মন্তব্য
১	২	৩	৪	৫	৬
২০০৯-২০১০	৬৮২৪.০১	১৯০০.০০	৮৭২৪.০১	৮৭২২.০১	সরকারি বরাদ্দের ২.০০ লক্ষ টাকা কম অবমুক্ত করা হয়েছে।
২০১০-২০১১	৮৬২৮.০২	২২৭৫.০০	১০৯০৩.০২	১০৯০১.০২	সরকারি বরাদ্দের ২.০০ লক্ষ টাকা কম অবমুক্ত করা হয়েছে।
২০১১-২০১২	৮৯৪৫.৭১	২৪০০.০০	১১৩৪৫.৭১	১১৩৪৩.৭১	সরকারি বরাদ্দের ২.০০ লক্ষ টাকা কম অবমুক্ত করা হয়েছে।
২০১২-২০১৩	৯৭৫৯.৭৮	২৪৫০.০০	১২২০৯.৭৮	১২২০৫.০৮	সরকারি বরাদ্দের ৪.৭০ লক্ষ টাকা কম অবমুক্ত করা হয়েছে।
২০১৩-২০১৪	১০৬০৫.১৭	২৫০০.০০	১৩১০৫.১৭	১৩১০০.৪৭	সরকারি বরাদ্দের ৪.৭০ লক্ষ টাকা কম অবমুক্ত করা হয়েছে।
২০১৪-২০১৫	১১১৪৮.১৭	২৫০০.০০	১৩৬৪৮.১৭	১৩৬৪৩.৪৭	সরকারি বরাদ্দের ৪.৭০ লক্ষ টাকা কম অবমুক্ত করা হয়েছে।

২০১৫-২০১৬	১৭৩৫১.৮৩	২৬০০.০০	১৯৯৫১.৮৩	১৯৯৫১.৮৩	-
২০১৬-২০১৭	২০৭১০.৪৭	২৯৫০.০০	২৩৬৬০.৪৭	২৩৬৬০.৪৭	-
২০১৭-২০১৮	২১৬৪৩.০০	৩৩০০.০০	২৪৯৪৩.০০	২৪৯৪৩.০০	১৮৩৫.১০ লক্ষ টাকা সরকারি কোষাগারে ফেরত প্রদান করা হয়েছে।
২০১৮-২০১৯	২১৯১২.০০	৩৮০০.০০	২৫৭১২.০০	২৫৭১২.০০	১৫৭১.৭৮ লক্ষ (পনের কোটি একাত্তর লক্ষ আঠার হাজার) টাকা সরকারি কোষাগারে জমা দেয়া হয়েছে।
২০১৯-২০২০	২২৭৭৫.০০	৫৪১৪.৩০	২৮১৮৯.৩০	২৮১৮৯.৩০	
২০২০-২০২১	২৪১১৯.০০	৫১৩৫.৭৮	২৯২৫৪.৭৮	২৯২৫৪.৭৮	



৮.০ ২০২০-২০২১ অর্থবছরে কমিশনের উল্লেখযোগ্য কার্যক্রম

৮.১ পরমাণু শক্তি কেন্দ্র, ঢাকা

পরমাণু শক্তি কেন্দ্রের বিভিন্ন বিভাগের গবেষণা কার্যক্রমের মাধ্যমে ছাত্র/শিক্ষক/গবেষককে উচ্চতর ডিগ্রি অর্জনে গবেষণা সহায়তা প্রদান, গবেষণা প্রবন্ধ দেশীয় ও আন্তর্জাতিক জার্নালে প্রকাশ, বিভিন্ন নমুনার রাসায়নিক বিশ্লেষণ, গবেষণালব্ধ ফলাফল স্টেকহোল্ডারদের অবহিত করার লক্ষ্যে বিজ্ঞানবিষয়ক সেমিনার ও কর্মশালার আয়োজন করেছে। এছাড়া, এ কেন্দ্রের গুরুত্বপূর্ণ অন্যান্য কার্যক্রম নিম্নে উল্লেখ করা হলো:



Experimental MRI machine for Rat and Mouse of MR Solution

- দেশের বিভিন্ন স্থান থেকে সংগৃহীত পরিবেশ ও স্বাস্থ্যসম্পর্কিত নমুনায় বিষাক্ত ধাতু ও অন্যান্য বিষাক্ত পদার্থ শনাক্তকরণ; রূপপুর পারমাণবিক বিদ্যুৎ প্রকল্প এলাকার পরিবেশের ওপর রাসায়নিক দূষণের ক্ষতিকর প্রভাব পরীক্ষার্থে প্রকল্প এলাকার মাটি, ভূগর্ভস্থ পানি, তলানি, মাছ ও জলজ উদ্ভিদে বিভিন্ন ট্রেস মেটাল; Wilson's রোগ নির্ণয়ের জন্য ইউরিনে কপারের মাত্রা; দেশের বিভিন্ন শহরের বাতাসে বায়ুকণা ও কালো কার্বনের পরিমাণ নির্ণয় এবং সোনা ও রূপার খাঁটিত্ব নির্ণয়সহ নমুনার বিশ্লেষণসেবা প্রদান;
- বিভিন্ন পারমাণবিক স্থাপনা/হাসপাতাল/ক্লিনিক, ক্যান্সারের চিকিৎসালয়, শিল্প, কৃষি, শিক্ষা ও গবেষণার কাজে বিকিরণ যন্ত্র ব্যবহারকারী প্রতিষ্ঠানসমূহে ব্যক্তি পরীক্ষণসেবা প্রদানের পাশাপাশি নিবন্ধনকৃত বিকিরণকর্মীকে থার্মোলুমিনেসেন্ট ডসিমিটার (টিএলডি) ব্যাজ প্রদান, টিএলডি ব্যাজের বিকিরণমাত্রা নিরূপণ বিকিরণকর্মীকে ব্যক্তি পরীক্ষণ সেবা প্রদান এবং আমদানিকৃত ও রপ্তানিযোগ্য খাদ্যনমুনায় তেজস্ক্রিয়তার মাত্রা পরীক্ষণ সেবা প্রদান;
- শিল্পসহ বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানকে নন-ডেস্ট্রাকশন টেস্টিং(এনডিটি) সেবা প্রদান এবং মানবসম্পদ উন্নয়নে বিদ্যুৎ উৎপাদন কেন্দ্র, সার কারখানা, গ্যাসক্ষেত্র, জাহাজ নির্মাণ কারখানা, সিমেন্ট কারখানা, বাংলাদেশ বিমানবাহিনী, সমরাস্ত্রকারখানা প্রভৃতি প্রতিষ্ঠানে কর্মরতদের দক্ষ করে গড়ে তোলার জন্য প্রশিক্ষণ কোর্স আয়োজনের মাধ্যমে এনডিটিবিষয়ক প্রশিক্ষণ প্রদান;
- বিভিন্ন গবেষণাগারে স্থাপিত আধুনিক যন্ত্রপাতি যেমন: XRD, SEM, EDAX, TEM/FESEM, PPMS, DSC, FTIR, ASS, DLS, XRF, EDXRF, GCMS ইত্যাদি ব্যবহার করে বিভিন্ন নমুনা/পদার্থের গুণাগুণ, বিশ্লেষণ, ভারী/ক্ষতিকারক মৌলের উপস্থিতি/পরিমাণ, মৌলের গঠন ও পরিমাণগত মান নির্ণয়; এবং
- গবেষণা কাজে ব্যবহৃত বিভিন্ন যন্ত্রপাতিসহ কম্পিউটার, টেলিফোন এবং ইন্টারকম মেরামত ও রক্ষণাবেক্ষণের কাজ সম্পাদনসহ মানবসম্পদ উন্নয়নের লক্ষ্যে বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ছাত্র/ছাত্রীকে ইলেক্ট্রনিক্স বিষয়ের ওপর প্রশিক্ষণ প্রদান।



High Performance Neutron Powder Diffractometer (SAND)

৮.২ পরমাণু শক্তি গবেষণা প্রতিষ্ঠান (এইআরই), সাভার

সাভারস্থ পরমাণু শক্তি গবেষণা প্রতিষ্ঠান বাংলাদেশ পরমাণু শক্তি কমিশনের একটি সর্ববৃহৎ গবেষণা স্থাপনা যা গবেষণা এবং উন্নয়ন ও সেবামূলক কাজ করেছে। এ প্রতিষ্ঠানের বিভিন্ন ইনস্টিটিউট ছাত্র/শিক্ষক/গবেষককে উচ্চতর ডিগ্রি অর্জনের জন্য গবেষণা সহায়তা প্রদান ও এ গবেষণালব্ধ ফলাফল জাতীয় ও আন্তর্জাতিক জার্নালে প্রকাশ করেছে। এছাড়া, গবেষণালব্ধ ফলাফল স্টেকহোল্ডারদের অবহিতকরণ, বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি জনপ্রিয়করণের লক্ষ্যে বিজ্ঞানবিষয়ক সেমিনার ও কর্মশালার আয়োজনের পাশাপাশি বিভিন্ন নমুনা বিশ্লেষণসেবা কার্যক্রম পরিচালনা করেছে। এ প্রতিষ্ঠানের গুরুত্বপূর্ণ ইনস্টিটিউট/ইউনিটসমূহের বিভিন্ন উল্লেখযোগ্য গবেষণা এবং উন্নয়ন ও সেবামূলক কাজের বিবরণ নিম্নে উল্লেখ করা হলো:



Storage of Disused Sealed Radioactive Source at CWPSF

৮.২.১ পরমাণু বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি ইনস্টিটিউট:

পরমাণু বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি ইনস্টিটিউট (আইএনএসটি)-এর অন্তর্ভুক্ত বিভাগসমূহ বিভিন্ন নমুনার বিশ্লেষণসেবা প্রদান করেছে। উচ্চতর ডিগ্রি অর্জনের জন্য ছাত্র/শিক্ষক/গবেষককে গবেষণা সহায়তা প্রদান করে জাতীয় ও আন্তর্জাতিক জার্নালে গবেষণা প্রবন্ধ প্রকাশ করেছে।

এছাড়া, বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি জনপ্রিয়করণের লক্ষ্যে বিজ্ঞানবিষয়ক সেমিনার/কর্মশালা আয়োজন করেছে। এ প্রতিষ্ঠানের গুরুত্বপূর্ণ সেবামূলক কাজের বিবরণ নিম্নরূপ:

- পরমাণু চিকিৎসায় ব্যবহারের জন্য Tc99m জেনারেটর এবং I-131 উৎপাদনপূর্বক দেশের সকল নিউক্লিয়ার মেডিসিন সেন্টার ও বিভিন্ন সরকারি-বেসরকারি হাসপাতালে সরবরাহ;
- দেশের সকল তেজস্ক্রিয় বিকিরণ স্থাপনায় বিকিরণ পরিমাপে ব্যবহৃত যন্ত্রপাতিসমূহের ত্রুমাংকন ও প্রমিতকরণ; পরিবেশগত নমুনার প্রাকৃতিক ও কৃত্রিম রেডিওনিউক্লাইডের তেজস্ক্রিয়তার মাত্রা নির্ণয়; এবং তেজস্ক্রিয় পদার্থ ব্যবহারকারী প্রতিষ্ঠান থেকে সংগৃহীত তেজস্ক্রিয় বর্জ্য পদার্থের নিরাপদ ব্যবস্থাপনা;
- বিভিন্ন সরকারি ও বেসরকারি হাসপাতাল/ক্লিনিকের তেজস্ক্রিয় বর্জ্য নিরাপদে সংরক্ষণ, তেজস্ক্রিয়তা পরিমাপ এবং ডোজিমেট্রি ও ক্যালিব্রেশন;
- গামা রেডিয়েশন প্রয়োগের মাধ্যমে পলিমারের রাসায়নিক ও ভৌতধর্ম পরিবর্তন করে মানব দেহের বাহ্যিক ক্ষত নিরাময়ে ব্যবহৃত হাইড্রোজেল কৃষিক্ষেত্রে ফসল উৎপাদন বৃদ্ধির জন্য বিভিন্ন সবজি/ফসলের গ্রোথ প্রমোটর হিসাবে ব্যবহার;
- ওয়েস্ট ওয়াটার থেকে ক্ষতিকারক মৌল অপসারণ এবং বিভিন্ন নমুনা বিশ্লেষণ করে মৌলের পরিমাণ নির্ণয়ে গবেষণা ও সেবাদানসহ সাভারস্থ গবেষণা চুল্লির শীতকের পানির গুণগতমান নির্ণয়;
- গবেষণা চুল্লির নিউট্রন বিম ব্যবহার করে নিউট্রন স্ক্যাটারিং পদ্ধতিতে ঘনীভূত পদার্থের গঠন ও চুম্বকীয় ধর্ম; নিউট্রন রেডিওগ্রাফিক পদ্ধতিতে নির্মাণসামগ্রী ও শিল্পজাত পণ্যের আভ্যন্তরীণ ফাটল/ছিদ্র, সমসত্ত্বতা এবং নিউট্রন অ্যাক্টিভেশন এনালাইসিস পদ্ধতিতে বায়ু/মাটি/পানি/শাকসবজিসহ বিভিন্ন ধরনের নমুনায় প্রয়োজনীয় ও ক্ষতিকর মৌল বিশ্লেষণের ওপর গবেষণা ও সেবা প্রদান;
- কম্পিউটার কোড ব্যবহার করে গবেষণা চুল্লির নিউট্রনিক ডিজাইন, ই-কোর ফুয়েল ম্যানেজমেন্ট ও থার্মাল হাইড্রোলিক সেফটি বিশ্লেষণ এবং বিকিরণ রোধকারী পদার্থের ওপর গবেষণা ও উন্নয়ন;
- প্রচলিত হাইড্রোলজি পদ্ধতির পাশাপাশি আইসোটোপিক প্রযুক্তির সমন্বয়ের মাধ্যমে পানির উৎস, বয়স ও অবস্থানকাল, পানির গতি প্রবাহ নির্ধারণ, ভূ-গর্ভস্থ ও ভূ-উপরিস্থ জলাশয়ের সংমিশ্রণ ও বিভিন্ন জলাধার সিস্টেমের মধ্যে সম্ভাব্য সংযোগ ও সম্পর্ক নির্ণয়ের ওপর গবেষণা ও উন্নয়ন।

৮.২.২ খাদ্য ও বিকিরণ জীববিজ্ঞান ইনস্টিটিউট:

খাদ্য ও বিকিরণ জীববিজ্ঞান ইনস্টিটিউট (আইএফআরবি) নানাবিধ গবেষণা ও উন্নয়নমূলক কাজে খাদ্যদ্রব্য ও চিকিৎসাসামগ্রীর নমুনা এবং বায়ু, মাটি, পানি ইত্যাদির নমুনা বিকিরণ প্রয়োগের মাধ্যমে বিশ্লেষণের কাজ সম্পন্ন করেছে। এছাড়া, উচ্চতর ডিগ্রি অর্জনের জন্য ছাত্র/শিক্ষক/গবেষককে গবেষণা সহায়তা প্রদান করে দেশীয় ও আন্তর্জাতিক জার্নালে গবেষণা প্রবন্ধ প্রকাশ করেছে এবং বিজ্ঞানবিষয়ক সেমিনার/কর্মশালার আয়োজন করেছে। এ প্রতিষ্ঠানের বিভিন্ন বিভাগের গুরুত্বপূর্ণ সেবামূলক কাজের বিবরণ নিম্নরূপ:

- গামা সোর্স বিভাগ হতে ইরেডিয়েশন প্রযুক্তি ব্যবহারের মাধ্যমে গবেষণা কার্যক্রমের পাশাপাশি পরমাণু শক্তি কমিশনের বিভিন্ন গবেষণা ইনস্টিটিউটসহ সরকারি-বেসরকারি বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানকে খাদ্যসামগ্রী ও চিকিৎসাসামগ্রীর নমুনায় বিকিরণ সেবা প্রদান;
- বিভিন্ন জাতের ফল, খাদ্যদ্রব্য, দুধ ইত্যাদির functional properties যেমন phenol, flavonoid, vitamin C, reducing sugar, TSS, acidity, pH ইত্যাদি এবং বিভিন্ন কোম্পানি কর্তৃক উৎপাদিত খাদ্যসামগ্রীর পুষ্টিমান বিশ্লেষণ/অ্যানালাইসিস সেবা প্রদান;
- গবেষণা কর্মকাণ্ডের পাশাপাশি HPLC, GC-MS এবং AAS ইত্যাদি যন্ত্র ব্যবহার করে দেশি এবং বহুজাতিক বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান থেকে প্রাপ্ত নমুনায় বিভিন্ন ধরনের কিটনাশকের অবশিষ্টাংশ এবং Trace & Heavy metals বিশ্লেষণের পাশাপাশি বিভিন্ন ঔষধ ও খাদ্যদ্রব্য উৎপাদনকারী প্রতিষ্ঠানের খাদ্যসামগ্রী, পানি এবং চিকিৎসাসামগ্রীর মাইক্রোবায়োলজিক্যাল বিশ্লেষণসেবা প্রদান।

৮.২.৩ ইনস্টিটিউট অব নিউক্লিয়ার মিনারেলস (আইএনএম):

পরমাণু খনিজ ইনস্টিটিউট বাংলাদেশের বিভিন্ন সম্ভাবনাময় এলাকায় পারমাণবিক খনিজ অনুসন্ধান ও গবেষণা কাজে নিয়োজিত রয়েছে। ইনস্টিটিউটের নিজস্ব কার্যক্রম ছাড়াও বিদ্যমান গবেষণা সুবিধাদি ব্যবহার করে নিউক্লিয়ার প্রযুক্তি প্রয়োগের মাধ্যমে বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানকে খণিজসম্পদ অনুসন্ধান, ভূ-পরিবেশগত গবেষণা ও ভূগর্ভস্থ পানির স্তর নির্ণয়ে জিওফিজিক্যাল লগিং সার্ভিস প্রদান করে আসছে। এছাড়া, এ ইনস্টিটিউট পারমাণবিক প্রযুক্তি (গামা, গামা-গামা লগিং) ব্যবহার করে বড়পুকুড়িয়া কয়লা বেসিন, ফুলবাড়ি কয়লা বেসিন এবং খালাসপিড় কয়লা বেসিনে কয়লার অনুসন্ধান, পারমাণবিক ভূ-পদার্থিক লগিং এর মাধ্যমে রূপপুর পারমাণবিক বিদ্যুৎকেন্দ্র স্থাপন প্রকল্প এলাকার ফিজিবিলিটি মূল্যায়ন করে থাকে। অধিকন্তু, বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি মন্ত্রণালয়ের বিশেষ অনুদান প্রকল্পের আওতায় “Analysis of Natural Radioactivity and Radon Concentration in Groundwater from Sandstone Aquifer of Maddhapara Hard Rock Mining Area, Dinajpur, Bangladesh” শীর্ষক একটি প্রকল্প সফলভাবে বাস্তবায়ন করেছে।



৩৫০ কিলোকিউরি কোবাল্ট-৬০ গামাসোর্স বিকিরণ প্ল্যান্ট

৮.২.৪ ইনস্টিটিউট অব রেডিয়েশন অ্যান্ড পলিমার টেকনোলজি:

এ ইনস্টিটিউটে স্থাপিত কোবাল্ট-৬০ গামা সোর্স ব্যবহার করে চিকিৎসাসামগ্রী জীবাণুমুক্তকরণ, কৃষিজাত পণ্যের সঙ্গনিরোধ (Quarantine) ও সংরক্ষণ, দ্রব্যের গুণগতমান উন্নয়ন, চিংড়ির খোসা এবং সামুদ্রিক শেওলা থেকে শস্য, ফল ইত্যাদির উৎপাদন বৃদ্ধি সহায়ক উপাদান তৈরির গবেষণা ও সেবামূলক কার্যক্রম করে আসছে। বিভিন্ন গবেষণাগারে ব্যবহৃত পানিসহ বিভিন্ন খাদ্যসামগ্রী ও চিকিৎসাসামগ্রীতে বিকিরণ সেবা প্রদান করেছে।

৮.২.৫ ইনস্টিটিউট অব কম্পিউটার সাইন্স:

এ প্রতিষ্ঠান নতুন সফটওয়্যার তৈরি, বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের কম্পিউটার সার্ভিসিং, পদোন্নতি প্রাপ্ত/নিয়োগপ্রাপ্ত কর্মকর্তা/কর্মচারীর পরিচয়পত্র তৈরি/সরবরাহ, অফিসিয়াল ইমেইল আইডি সরবরাহ, এমআইএস সেবা প্রদান, কর্মকর্তাগণের ই-নথি সংক্রান্ত প্রশিক্ষণ সেবা, নেটওয়ার্ক সেবা এবং তথ্য প্রযুক্তি বিষয়ে মানবসম্পদ উন্নয়নে প্রশিক্ষণ প্রদান করেছে।

৮.২.৬ ইনস্টিটিউট অব ইলেকট্রনিক্স:

পরমাণু শক্তি কমিশনের বিভিন্ন গবেষণাগারে ব্যবহৃত নিউক্লিয়ার যন্ত্র উদ্ভাবন ও উৎপাদন; যন্ত্রপাতি মেরামত, রক্ষণাবেক্ষণ ও পুনর্গঠন; তেজস্ক্রিয়তা পরিমাপন যন্ত্রপাতি তৈরি এবং মানবসম্পদ উন্নয়নের জন্য ইন্ডাস্ট্রিয়াল অ্যাটাচমেন্ট-এর মাধ্যমে পলিটেকনিক ইনস্টিটিউট/কলেজ/বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র-ছাত্রীদের প্রশিক্ষণ প্রদান এবং ৩টি গবেষণা প্রবন্ধ দেশীয় ও আন্তর্জাতিক জার্নালে প্রকাশ করেছে।

৮.২.৭ সেন্টার ফর রিসার্চ রিঅ্যাক্টর:

সেন্টার ফর রিসার্চ রিঅ্যাক্টর-এর প্রকৌশলী/বিজ্ঞানীগণ নিজস্ব দক্ষতার মাধ্যমে সাভারস্থ পরমাণু শক্তি গবেষণা প্রতিষ্ঠানে স্থাপিত তিন মেগাওয়াট ক্ষমতাসম্পন্ন ট্রিগা মার্ক-২ গবেষণা চুল্লিটি প্রায় দুই যুগ যাবত সুষ্ঠুভাবে চালনা ও রক্ষণাবেক্ষণ করেছে। গবেষণা ও উন্নয়ন কার্যক্রম ছাড়াও মানবসম্পদ উন্নয়নে জনবল প্রশিক্ষণ প্রদান করেছে। এছাড়াও, IAEA-এর সাথে Non-Proliferation Treaty (NPT)-এর অধীনে সম্পাদিত দ্বিপাক্ষিক Safeguards Agreement এবং Protocol Additional to the Safeguards Agreements-এর আওতায় বিভিন্ন ধরনের প্রতিবেদন, যেমন: Inventory Change Report (ICR), Material Balance Report (MBR), Physical Inventory Listing (PIL), Yearly and Quarterly Update Declarations ইত্যাদি নিয়মিত ও যথাসময়ে প্রস্তুত করেছে।



BAEC TRIGA Research Reactor

৮.২.৮ ইনস্টিটিউট অব টিস্যু ব্যাংকিং অ্যান্ড বায়োম্যাটেরিয়াল রিসার্চ:

অব্যবহৃত/পরিত্যক্ত বিভিন্ন প্রাণিজ/মানব টিস্যু পুনর্বাসন শল্যচিকিৎসায় ব্যবহারের জন্য বিজ্ঞানসম্মতভাবে প্রক্রিয়াজাতকরণ এবং বিকিরণের সাহায্যে জীবাণুমুক্তকরণ ও যথাযথ মান নিয়ন্ত্রণ করে দেশের বিভিন্ন হাসপাতাল/স্বাস্থ্যকেন্দ্রে অ্যামনিয়ন গ্রাফট এবং জীবাণুমুক্ত বোন গ্রাফট সরবরাহসহ গবেষণা ও উন্নয়ন কার্যক্রম পরিচালনা করেছে।



Amniotic Membrane Preparation

৮.২.৯ ইনস্টিটিউট অব এনার্জি সাইন্স:

ইনস্টিটিউট অব এনার্জি সাইন্স নিউক্লিয়ার সেফটি, নিউক্লিয়ার রিঅ্যাক্টরের নিউট্রিনিং ও থার্মাল হাইড্রোলিক্সের অ্যানালাইসিস, নিউক্লিয়ার রিঅ্যাক্টরের রেডিওলজিক্যাল সেফটি অ্যানালাইসিস, অ্যাটমোসফেরিক ডিসপারশন মডেলিং, অ্যাডভান্স নিউক্লিয়ার রিঅ্যাক্টরের ডিজাইন অ্যান্ড অ্যানালাইসিস ইত্যাদি কার্যাবলি সম্পাদন করে থাকে।

৮.২.১০ ট্রেনিং ইনস্টিটিউট (টিআই):

সভারস্থ পরমাণু শক্তি গবেষণা প্রতিষ্ঠানে স্থাপিত ট্রেনিং ইনস্টিটিউট কমিশনের ও কমিশনের বাহিরের বিভিন্ন স্তরের জনবলকে দক্ষ মানবসম্পদ হিসেবে গড়ে তোলার লক্ষ্যে FTC, BNOC, RCO, In House প্রশিক্ষণসহ বিভিন্ন স্টেকহোল্ডার সেমিনার ও কর্মশালার আয়োজন করেছে।

৮.২.১১ ইনস্টিটিউট অব নিউক্লিয়ার মেডিক্যাল ফিজিক্স (আইএনএমপি):

সভারস্থ পরমাণু শক্তি গবেষণা প্রতিষ্ঠানের আওতাধীন এই প্রতিষ্ঠান ক্যান্সার চিকিৎসা ও এ সংক্রান্ত মানবসম্পদ উন্নয়ন কার্যক্রম পরিচালনা করেছে।

৮.৩ পরমাণু শক্তি কেন্দ্র, চট্টগ্রাম

এ কেন্দ্র তেজস্ক্রিয়মুক্ত নিরাপদ খাদ্যদ্রব্য নিশ্চিতকরণের লক্ষ্যে আমদানিকৃত ও রপ্তানিযোগ্য খাদ্যনমুনার তেজস্ক্রিয়তার মাত্রা নিরূপণ সেবা প্রদান করছে। এছাড়া, উচ্চতর ডিগ্রি অর্জনের জন্য গবেষণা সহায়তার পাশাপাশি স্টেকহোল্ডার ও বিজ্ঞানবিষয়ক সেমিনার/কর্মশালার আয়োজন করেছে।

৮.৪ পরমাণু চিকিৎসা ইনস্টিটিউটসমূহ

বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিক্যাল বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাস, শাহবাগ, ঢাকায় অবস্থিত ন্যাশনাল ইনস্টিটিউট অব নিউক্লিয়ার মেডিসিন অ্যান্ড এলাইড সাইন্সেস (নিনমাস) এবং দেশের বিভিন্ন মেডিক্যাল কলেজ/সদর হাসপাতাল সংলগ্ন ১৪টি ইনস্টিটিউট অব নিউক্লিয়ার মেডিসিন অ্যান্ড এলাইড সাইন্সেস (ইনমাস) যেমন: ঢাকা, মিটফোর্ড, দিনাজপুর, রংপুর, রাজশাহী, বগুড়া, ফরিদপুর, ময়মনসিংহ, বরিশাল, সিলেট, খুলনা, কুমিল্লা, চট্টগ্রাম ও কক্সবাজারে বিভিন্ন ধরনের জটিল রোগ নির্ণয় ও চিকিৎসাসেবা প্রদানের লক্ষ্যে নিরলসভাবে কাজ করছে। এছাড়া, এমডি কোর্স পরিচালনাসহ গবেষণা কার্যক্রমের মাধ্যমে ছাত্র/শিক্ষক/গবেষককে উচ্চতর ডিগ্রি অর্জনে গবেষণা সহায়তা প্রদান, গবেষণা প্রবন্ধ দেশীয় ও আন্তর্জাতিক জার্নালে প্রকাশ, বিভিন্ন রক্তনমুনার বিভিন্ন ধরনের পরীক্ষা ও পরীক্ষার রিপোর্ট প্রদান এবং গবেষণালব্ধ ফলাফল স্টেকহোল্ডারদের অবহিত করার লক্ষ্যে বিজ্ঞানবিষয়ক সেমিনার ও কর্মশালার আয়োজন করেছে।



Diagnose Congenital Hypothyroidism in newborn babies



পরমাণু চিকিৎসা ইনস্টিটিউটসমূহে আধুনিক যন্ত্রের সাহায্যে মানবদেহের রোগ নির্ণয়

৮.৫ আন্তর্জাতিকবিষয়ক বিভাগ (আইএডি)

এ বিভাগ Technical Cooperation (TC) Program of IAEA, The Regional Cooperative Agreement for Research, Development and Training Related to Nuclear Science and Technology for Asia and the Pacific (RCA), Non RCA, Coordinated Research Project (CRP) of IAEA, Forum for Nuclear Cooperation in Asia (FNCA), FFCS, Indian Technical and Economic Cooperation (ITC) ইত্যাদি প্রোগ্রামের আওতায় মানবসম্পদ উন্নয়নে কর্মকর্তাদের বিদেশে প্রশিক্ষণ গ্রহণে সহায়তা প্রদান করে থাকে।

৮.৬ পারমাণবিক শক্তি ও জ্বালানি বিভাগ (এনপিইডি)

পারমাণবিক শক্তি ও জ্বালানি বিভাগ গবেষণা ও উন্নয়নমূলক কার্যক্রমের পাশাপাশি বাংলাদেশ সরকারের অন্যতম প্রধান ফাস্ট ট্র্যাক প্রকল্প রূপপুর পারমাণবিক বিদ্যুৎকেন্দ্র নির্মাণ প্রকল্প বাস্তবায়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে। বাংলাদেশ পরমাণু শক্তি কমিশন, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের বিভিন্ন মন্ত্রণালয়সমূহ, আন্তর্জাতিক আণবিক শক্তি সংস্থা এবং প্রকল্পের ভেতর দেশসমূহের মধ্যে সমন্বয় সাধনের মতন গুরুত্বপূর্ণ কাজটি পারমাণবিক শক্তি ও জ্বালানি বিভাগ করে থাকে। এছাড়া, বাংলাদেশের দক্ষিণাঞ্চলে নিউক্লিয়ার পাওয়ার প্ল্যান্ট নির্মাণের সম্ভাব্য স্থান নির্বাচনের সমীক্ষা প্রকল্পের বাস্তবায়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে। রূপপুর পারমাণবিক বিদ্যুৎকেন্দ্র (আরএনপিপি) নির্মাণ প্রকল্পের আওতায় রূপপুর এনপিপি ইউনিট-১ এবং ইউনিট-২ নির্মাণের উল্লেখযোগ্য কার্যক্রম নিম্নে উল্লেখ করা হলো:

- রূপপুর এনপিপি ইউনিট-১ এর অভ্যন্তরীণ কন্টেইনম্যান্ট প্রাচীরের কংক্রিটিংয়ের কাজ +৪৩.৪ মিটার উচ্চতা পর্যন্ত সম্পন্ন হয়েছে; দুর্ঘটনা স্থানীয়করণ অঞ্চল স্ল্যাবের কংক্রিটিংয়ের কাজ +১৪.৪৫ মিটার; ব্যয়িত জ্বালানি পুলের প্রাচীরের কংক্রিটিংয়ের কাজ +২৩.০ মিটার; কন্টেইনম্যান্ট কংক্রিটিংয়ের কাজ +২২.০ মিটার; রিঅ্যাক্টর সহায়ক গহ্বর প্রাচীরের কংক্রিটিংয়ের কাজ +২৬.০ মিটার; ঢালাইয়ের কাজ +২৩.৩ মিটার; বহিঃস্থ কন্টেইনম্যান্ট প্রাচীরের কংক্রিটিংয়ের কাজ +১৬.৩ মিটার; রিঅ্যাক্টর পোলার ক্রেনটি +৩৮.৫ মিটার উচ্চতায় ইনস্টল; সংলগ্ন কাঠামোর অভ্যন্তরীণ প্রাচীর এবং বহিঃস্থ প্রাচীরের কংক্রিটিংয়ের কাজ +১৬.৪৫ মিটার; সংলগ্ন স্ট্রাকচার স্ল্যাবটির নির্মাণ কাজ +১৬.৪৫ মিটার; ট্রান্সপোর্টেশন পোর্টালের বিমের কংক্রিটিংয়ের কাজ +২১.১ মিটার; রিঅ্যাক্টর সহায়ক ভবনের অভ্যন্তরীণ এবং বহিঃস্থ প্রাচীরের কংক্রিটিংয়ের কাজ +৪.৭৫ মিটার উচ্চতা থেকে +৮.৩ মিটার; টারবাইন বিন্ডিংয়ের ইউএমএ অংশে স্ল্যাবের কংক্রিটিংয়ের কাজ + ১৬.০০ মিটার; টারবাইন সেট কলামের কংক্রিটিংয়ের কাজ +১২.২০ মিটার; ইউনিট ওয়াটার ডিমিনারাইজেশন প্ল্যান্টের সমস্ত স্ল্যাব এবং বিমের সংক্ষিপ্ত কাজ +৩.৯০ মিটার; কলামের কংক্রিটিংয়ের কাজ +৭.৮ মিটার থেকে +১৬.০ মিটার; নরমাল অপারেশন পাওয়ার সাপ্লাই ভবনের বহিঃস্থ প্রাচীর, অভ্যন্তরীণ প্রাচীর এবং কলামগুলির কংক্রিটিংয়ের কাজ -৩.৮ মিটার থেকে ০.০০ মিটার পর্যন্ত ১০০% সম্পন্ন হয়েছে এবং ইউনিট-১ এর টারবাইন ভবনের বিভিন্ন কলাম, টার্বো-জেনারেটর, এমবেডেড পার্টস নির্মাণের কাজ বিভিন্ন উচ্চতায় চলছে।
- রূপপুর এনপিপি ইউনিট-২ এর অভ্যন্তরীণ কন্টেইনম্যান্ট প্রাচীরের কংক্রিটিংয়ের কাজ +৩৮.৫ মিটার; এসিএ মেবো প্রাচীরের স্ল্যাবের কংক্রিটিংয়ের কাজ +৮.০৪ মিটার; বহিঃস্থ কন্টেইনম্যান্ট প্রাচীরের কংক্রিটিংয়ের কাজ +৭.৫৫ মিটার; রিইনফোর্সমেন্ট কাজ +৮.০৪ মিটার থেকে +১৪.৪ মিটার; কনট্র্যর প্রাচীর এবং সংলগ্ন কাঠামো প্রাচীরের রিইনফোর্সমেন্ট কাজ +৮.৩৫ মিটার; ঢালাইয়ের কাজ+৭.৭৫ মিটার; রিঅ্যাক্টর সহায়ক ভবনের বাইরের কাউন্টার প্রাচীরের কংক্রিটিংয়ের কাজ -৫.৪০ মিটার থেকে -০.০৫০ মিটার; স্ল্যাবের ঢালাইয়ের কাজ -০.৫০ মিটার; কনট্র্যর প্রাচীরের রিইনফোর্সমেন্টের কাজ -০.০৫০ মিটার উচ্চতা থেকে +৪.৭ মিটার; টারবাইন ভবনের অভ্যন্তরীণ কলামের কংক্রিটিংয়ের কাজ +১৬.০ মিটার; নরমাল অপারেশন পাওয়ার সাপ্লাই ভবনের স্ল্যাব -৩.৬০ মিটার থেকে -৪.৮৫০ মিটার এবং ইউনিট ওয়াটার ডিমিনারাইজেশন প্ল্যান্টের গ্রিড লাইন কলামের রিইনফোর্সমেন্টের কাজ +৭.৮ মিটার; স্ল্যাবের কংক্রিটিংয়ের কাজ +১৬.০ মিটার পর্যন্ত সম্পন্ন হয়েছে। এছাড়া, ইউনিট-২ এর বিভিন্ন পার্টিশন ওয়াল, পেরিফেরিয়াল ওয়াল, টার্বো জেনারেটর স্ল্যাব নির্মাণের কাজ চলছে।
- রূপপুর এনপিপি-এর কুলিং টাওয়ার নির্মাণ কাজের ক্ষেত্রে ইউনিট-১ এর প্রথম কুলিং টাওয়ারের রিং ফাউন্ডেশনের কংক্রিটিংয়ের কাজ -৩.৮৫ মিটার থেকে -২.৩৫ মিটার এবং ইউনিট-২ এর প্রথম কুলিং টাওয়ারের ২১টি ব্লকের কংক্রিটিংয়ের কাজ -৩.৯৫ মিটার থেকে -২.৭৫ মিটার এবং ইউনিট-২ এর দ্বিতীয় কুলিং টাওয়ারের রিং ফাউন্ডেশনের কংক্রিটিংয়ের কাজ কাজ ১০০% এবং দ্বিতীয় পর্যায়ে কংক্রিটিংয়ের কাজ -৩.৯৫ মিটার পর্যন্ত শেষ হয়েছে।
- ইউনিট-১ এর রিঅ্যাক্টর প্রেশার ভেসেল, ৪টি স্টিম জেনারেটর, ২টি রিঅ্যাক্টর কুল্যান্ট পাম্প এবং প্রেসারাইজার ইতোমধ্যে প্রকল্প এলাকায় সংগ্রহ করা হয়েছে এবং বর্তমানে ইনস্টলেশন কাজ চলছে। ইউনিট-২ এর ক্ষেত্রে রিঅ্যাক্টর প্রেশার ভেসেল এবং ২টি

সিস্টম জেনারেটর তৈরি করা হয়েছে এবং বাংলাদেশে পৌঁছেছে। বুবার ট্যাঙ্কটি ইউনিট-২ এর রিঅ্যাক্টর ইনস্টল করা হয়েছে। প্রশিক্ষণকেন্দ্রে পূর্ণ স্কোপ অ্যানালাইটিকাল সিমুলেটর ইনস্টল করা হয়েছে। সম্পূর্ণ বাষ্প টারবাইন সেট, কনডেন্সার বল পরিষ্কারের ব্যবস্থা, টার্বো জেনারেটর, সম্পূর্ণ টারবাইন কনডেনসার, ৬টি রিঅ্যাক্টর কুল্যান্ট পাম্প এবং অন্যান্য সরঞ্জামাদি বাংলাদেশে আসছে। কোর বাফল, ২টি পিজিবি পাম্প হাই প্রেশার হিটার, এলবিজে ট্যাঙ্ক, রিঅ্যাক্টর উচ্চতর ইউনিট, জেনারেটর রটার, জেনারেটর স্টেটর, পোলার সরঞ্জামের মতো ক্রেন গ্রিড বাংলাদেশে পৌঁছেছে। কমিশনের পরিদর্শকরা ‘রূপপুর এনপিপি’ নির্মাণের বিভিন্ন সরঞ্জামের উৎপাদন প্রক্রিয়া তদারকির জন্য রাশিয়ান ফেডারেশনের বিভিন্ন ম্যানুফ্যাকচারিং প্ল্যান্টে কাজ করছেন। এছাড়া, মস্কোর বাংলাদেশ দূতাবাস থেকে সরঞ্জাম উৎপাদন কেন্দ্রের পরিদর্শন সম্পর্কিত বিষয় নিয়মিত পর্যবেক্ষণও করা হচ্ছে। ‘রূপপুর এনপিপি’ নির্মাণের জেনারেল কন্ট্রাক্ট অনুসারে রুশ পক্ষ রূপপুর এনপিপির পরিচালনা ও রক্ষণাবেক্ষণ কর্মীদের প্রশিক্ষণ প্রদান করছে।

- ভারতীয় বিশেষজ্ঞগণ ‘রূপপুর এনপিপি’ প্রকল্পের ফ্রেমওয়ার্কের মধ্যে পরামর্শ সেবা প্রদান করছেন। ভারতীয় বিশেষজ্ঞগণ উল্লিখিত সময়ে রূপপুর এনপিপি নির্মাণের জন্য বিভিন্ন পরামর্শ সেবা সরবরাহ করেছেন, যেমন- কমিশনিং ডকুমেন্টেশন পর্যালোচনা, মান নিয়ন্ত্রণ এবং নন-কনফারমেন্স ম্যানেজমেন্ট; যান্ত্রিক সরঞ্জাম এবং পাইপিংয়ের গুণগতমান; এনপিপি এর সিভিল নির্মাণের এবং ইরেকশন কাজের গুণগতমান; কুলিং টাওয়ার এবং জল গ্রহণের কাঠামো, নকশা পর্যালোচনা এবং কনস্ট্রাকশন ম্যানেজমেন্ট এবং ‘রূপপুর এনপিপি’ এর জন্য পাওয়ার আউটপুট সিস্টেম।
- বাংলাদেশের দক্ষিণাঞ্চলে নিউক্লিয়ার পাওয়ার প্ল্যান্ট নির্মাণের সম্ভাব্য স্থান নির্বাচনের সমীক্ষা প্রকল্পের আওতায় প্রাথমিকভাবে ১৫টি স্থান নির্বাচন করা হয়। উক্ত ১৫টি স্থানের প্রাপ্ত তথ্য ও উপাত্তের আলোকে ভৌগলিক তথ্য পরিষেবা কেন্দ্র (সিইজিআইএস) হতে ডেস্কটপ স্টাডিজ সম্পাদন করা হয়। প্রকল্পের কারিগরি কমিটি কর্তৃক আন্তর্জাতিক আণবিক শক্তি সংস্থা (আইএইএ), বাংলাদেশ পারমাণবিক শক্তি নিয়ন্ত্রণ কর্তৃপক্ষের (বিএইআরএ) এবং পরিবেশ অধিদপ্তরের (ডিওই) নির্দেশিকা অনুসারে উক্ত সাইটগুলির স্ক্রিনিংয়ের জন্য গ্রহণ/প্রত্যাখ্যানের মানদণ্ডের সুপারিশ করে সে অনুসারে সিইজিআইএস সমীক্ষা চালিয়ে একটি প্রতিবেদন দাখিল করে। উক্ত প্রতিবেদনে উল্লিখিত বিশ্লেষণের ফলাফলের আলোকে ১৫টি সাইটের মধ্যে ৫টি সাইট যথা- (১) নিশানবাড়ি (পূর্ব), তালতলী উপজেলা, বরগুনা; (২) কুমিরমারা ও পদ্মামোজা, বরগুনা সদর উপজেলা, বরগুনা; (৩) নিশানবাড়ি (পশ্চিম), তালতলী উপজেলা, বরগুনা; (৪) চরমোনতাজ, রাঙ্গাবালী উপজেলা, পটুয়াখালী এবং (৫) মৌড়ুবি, রাঙ্গাবালী উপজেলা, পটুয়াখালী স্থানসমূহকে প্রার্থী সাইট হিসেবে চিহ্নিত করা হয়। উক্ত ৫টি সাইটের জন্য বাংলাদেশ প্রকৌশল ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয় (বুয়েট) কর্তৃক সিসমিক এবং জিওটেকনিক্যাল স্টাডিজ সম্পাদন; ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের দুর্যোগ বিজ্ঞান ও ব্যবস্থাপনা বিভাগ কর্তৃক ভূতাত্ত্বিক, জিওফিজিক্যাল, জিওটেকনিক্যাল স্টাডিজ সম্পাদন এবং ইনস্টিটিউট অব ওয়াটার মডেলিং (আইডাব্লুএম) কর্তৃক হাইড্রোলজিক্যাল অ্যান্ড হাইড্রোজোলজিক্যাল স্টাডিজ সম্পাদন করা হয়। বর্ণিত স্টাডিজ-এর আলোকে তৈরিকৃত প্রাধান্যতার ক্রম হতে দেখা যায় যে, ৫টি প্রার্থী সাইটের মধ্যে নিশানবাড়ি (পূর্ব), বড়বাগী ইউনিয়ন, তালতলী উপজেলা, বরগুনা সাইটটি প্রথম স্থান হিসেবে বিবেচিত হয়। প্রকল্পের কারিগরি কমিটির সুপারিশের আলোকে অধিকতর স্টাডির জন্য উন্নয়ন প্রকল্প গ্রহণের উদ্যোগ গ্রহণ করা হচ্ছে।

৮.৬ পরিকল্পনা ও উন্নয়ন বিভাগ

বাংলাদেশ পরমাণু শক্তি কমিশন দেশের আর্থসামাজিক উন্নয়নের লক্ষ্যে বিজ্ঞানের বিভিন্ন শাখায় পরমাণু শক্তির শান্তিপূর্ণ ব্যবহার প্রয়োগ করে জাতীয় বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি নীতিমালার অনুসরণে দেশের গবেষণা সুবিধাদির উন্নয়ন ও সম্প্রসারণের উদ্দেশ্যে বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচির আওতায় ২০২০-২০২১ অর্থবছরে ৮টি প্রকল্পের কার্যক্রম পরিচালনা করেছে।

৮.৬.১ ১৯৯৬-২০০১ সময়কালে বাস্তবায়িত বিভিন্ন উন্নয়ন প্রকল্পের তালিকা:

- পরমাণু চিকিৎসাকেন্দ্র বগুড়া, কুমিল্লা, ফরিদপুর ও স্যার সলিমুল্লাহ মেডিক্যাল কলেজ, ঢাকা;
- সৈকত বালি আহরণকেন্দ্র কক্সবাজারের পুনর্বাসন এবং পাইলট প্ল্যান্টের মান উন্নয়ন;
- পরমাণু খনিজসম্পদ অনুসন্ধান ও আহরণ: জয়পুরহাট-সিলেট ডাউকিচ্যুটি এলাকা;
- পারমাণবিক নিরাপত্তা ও বিকিরণ নিয়ন্ত্রণ;
- চট্টগ্রামে তেজস্ক্রিয় গবেষণাগার ভবন নির্মাণ ও শক্তিশালীকরণ;
- সাভারস্থ পরমাণু শক্তি প্রতিষ্ঠানের ট্রিগা-রিঅ্যাক্টরের ডিকে ট্যাংক প্রতিস্থাপন।

৮.৬.২ ২০০৯ হতে জুন ২০২১ সময়কালে বাস্তবায়িত বিভিন্ন উন্নয়ন প্রকল্পের তালিকা:

- পরমাণু চিকিৎসাকেন্দ্র, চট্টগ্রাম, রাজশাহী, সিলেট, দিনাজপুর, বরিশাল, খুলনা, রংপুর ও ময়মনসিংহ-এর আধুনিকীকরণ;
- ট্রিগামার্ক-২ গবেষণা চুল্লির ব্যবহার শক্তিশালীকরণ;
- এসএসডি ল্যাবরেটরির সুবিধাদি শক্তিশালীকরণ;
- পরমাণু চিকিৎসাকেন্দ্র মিটফোর্ড, কুমিল্লা এবং ফরিদপুর এর আল্ট্রাসাউন্ড সুবিধাদি শক্তিশালীকরণ;
- ইনস্টিটিউট অব নিউক্লিয়ার সায়েন্স অ্যান্ড টেকনোলজি: (ক) ট্রেনিং ইনস্টিটিউট ও ল্যাবরেটরি ফ্যাসিলিটিজ এবং (খ) ট্যান্ডেম এক্সিলারেটর ফ্যাসিলিটিজ স্থাপন;
- পরমাণু শক্তি কেন্দ্র ঢাকার সুবিধাদি সম্প্রসারণ;
- নবজাতকের মধ্যে জনগত হাইপোথায়রয়েড রোগের প্রাদুর্ভাব শনাক্তকরণ;
- বাংলাদেশে ভিএলএসআই প্রযুক্তির জন্য সেন্টার অফ এক্সিলেন্স স্থাপন;
- পরমাণু চিকিৎসাকেন্দ্র বগুড়া, বরিশাল, খুলনা, ময়মনসিংহ ও রংপুর-এর গবেষণা ও সেবা সম্প্রসারণ ও টিসি-৯৯ কিট উৎপাদন;
- পারমাণবিক নিরাপত্তা ও বিকিরণ নিয়ন্ত্রণ বিভাগ-২য় পর্যায় এবং ট্রিগা মার্ক-টু গবেষণা চুল্লির ডিজিটাল নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা শক্তিশালীকরণ;
- চট্টগ্রাম পরমাণু শক্তি কেন্দ্র স্থাপন;
- রূপপুর পারমাণবিক বিদ্যুৎকেন্দ্র স্থাপনে অপরিহার্য কার্যাবলি সম্পাদন;
- কক্সবাজার পরমাণু চিকিৎসাকেন্দ্র ও একটি Sterile Insect Technique Unit স্থাপন;
- ইনস্টিটিউট অব ফুড অ্যান্ড রেডিয়েশন বায়োলজি (আইএফআরবি)-এর অবকাঠামো উন্নয়ন ও দক্ষতাবৃদ্ধিকরণ;
- আপগ্রেডিং অ্যান্ড স্ট্রেনদেনিং দ্যা ফ্যাসিলিটিজ অব ন্যাশনাল ইনস্টিটিউট অব নিউক্লিয়ার মেডিসিন অ্যান্ড এ্যালাইড সাইন্সেস বাস্তবায়ন;
- মংলা বন্দরে তেজস্ক্রিয়তা পরীক্ষণ ও পরিবীক্ষণ গবেষণাগার স্থাপন;
- নিউক্লিয়ার মেডিক্যাল ফিজিক্স ইনস্টিটিউট ভবন নির্মাণ;
- সাইক্লোট্রন সুবিধাদিসহ পেট-সিটি স্থাপন;
- পরমাণু শক্তি কেন্দ্র, ঢাকা-এর বস্তুবিজ্ঞান বিভাগে ন্যানো এবং ন্যানো-জৈবপ্রযুক্তি গবেষণাগারের সক্ষমতা বৃদ্ধিকরণ;
- বাংলাদেশ পরমাণু শক্তি কমিশন-এর খাদ্য ও বিকিরণ জীববিজ্ঞান সুবিধাদির আধুনিকীকরণ;
- মংলা বন্দরে স্থাপিত তেজস্ক্রিয়তা পরীক্ষণ ও পরিবীক্ষণ গবেষণাগারের মানবসম্পদ উন্নয়নসহ আবাসিক সুবিধাদি স্থাপন;
- ইনস্টিটিউট অব নিউক্লিয়ার মেডিসিন অ্যান্ড এ্যালায়েড সায়েন্সেস (ইনমাস) ঢাকা, চট্টগ্রাম, রাজশাহী, খুলনা, সিলেট, দিনাজপুর ও রংপুর-এর সক্ষমতা বৃদ্ধিকরণ;
- বাংলাদেশের দক্ষিণাঞ্চলে একটি পারমাণবিক বিদ্যুৎকেন্দ্র স্থাপনের লক্ষ্যে সমীক্ষা প্রকল্প এবং
- বাংলাদেশে উচ্চ ক্ষমতাসম্পন্ন পারমাণবিক গবেষণা চুল্লী স্থাপনের কারিগরি সমীক্ষা প্রকল্প।

৯.০ ভবিষ্যৎ কর্মপরিকল্পনা

২০২১ সালের মধ্যে মধ্যম আয়ের দেশে উন্নীত হওয়া, ২০৩০ সালের মধ্যে SDG অর্জন এবং ২০৪১ সালের মধ্যে উন্নত ও সমৃদ্ধ দেশ গঠনে কমিশন কর্তৃক গৃহীত ভবিষ্যৎ কর্মপরিকল্পনা নিম্নে উল্লেখ করা হলো:

৯.১ ২০২১ সালের মধ্যে মধ্যম আয়ের দেশে উন্নীত হওয়ার জন্য গৃহীত কর্মপরিকল্পনা:

মধ্যম আয়ের দেশে পরিণত হওয়ার সুবর্ণ জয়ন্তী পালন উপলক্ষ্যে ২০২১ সালে মধ্যম আয়ের দেশে পরিণত হওয়ার গতিকে ত্বরান্বিত করার লক্ষ্যে বাংলাদেশ পরমাণু শক্তি কমিশন নিম্নলিখিত কর্মপরিকল্পনা গ্রহণ করেছে:

- ২০২১ সালের মধ্যে
 - নিনমাস, শাহবাগে সাইক্লোট্রন স্থাপন ও কার্যক্রম শুরু;
 - ইনস্টিটিউট অব নিউক্লিয়ার মেডিসিন অ্যান্ড এ্যালায়েড সাইন্সেস (ইনমাস) ময়মনসিংহ এবং আইএনএমপি, সাভারে সাইক্লোট্রন সুবিধাদিসহ পেট-সিটি স্থাপন এবং রোগীর সেবা কার্যক্রমসমূহ উন্নীতকরণ;
 - দেশের বিভিন্ন জেলা/বিভাগীয় শহরে নতুন ৮টি পরমাণু চিকিৎসা ইনস্টিটিউট স্থাপনের মাধ্যমে জনসাধারণের একটা বড় অংশকে উন্নীত পরমাণু চিকিৎসাসেবার আওতায় নিয়ে আসা;
 - সাভারস্থ পরমাণু শক্তি গবেষণা প্রতিষ্ঠানে ২০-৩০ মেগাওয়াট ক্ষমতাসম্পন্ন গবেষণা চুল্লি স্থাপনের জন্য সম্ভাব্যতা যাচাইপূর্বক প্রকল্প বাস্তবায়ন;
 - বাগেরহাটের মংলায় স্থাপিত তেজস্ক্রিয়তা পরীক্ষাগারের মাধ্যমে আমদানিকৃত ও রপ্তানিযোগ্য খাদ্যদ্রব্যের তেজস্ক্রিয়তার মাত্রা পরিষ্কণের পরিধি বৃদ্ধি করে জনগণকে নিরাপদ খাদ্যের নিশ্চয়তা প্রদান;
 - ইনমাস, ময়মনসিংহ এবং সাভারস্থ নিউক্লিয়ার মেডিক্যাল ফিজিক্স ইনস্টিটিউটে সাইক্লোট্রন সুবিধাদিসহ পেট-সিটি স্থাপন এবং রোগীর সেবা কার্যক্রমসমূহ উন্নীতকরণ;
 - নবজাতকের মধ্যে জন্মগত হাইপোথাইরয়েড প্রাদুর্ভাব শনাক্তকরণ।

৯.২ ২০৩০ সালে SDG অর্জনের লক্ষ্যে কর্মপরিকল্পনা:

- ২০২২ সালের মধ্যে
 - বাংলাদেশ পরমাণু শক্তি কমিশনের আবাসিক কলোনির (বনানী ও সাভারে অবস্থিত) অবকাঠামোগত উন্নয়ন;
 - নবজাতকের মধ্যে জন্মগত হাইপোথাইরয়েড রোগের প্রাদুর্ভাব শনাক্তকরণ (দ্বিতীয় পর্যায়);
 - পরমাণু বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি ইনস্টিটিউট শক্তিশালীকরণ;
- ২০২৩ সালের মধ্যে
 - এইআরই-সাভার, চট্টগ্রাম ও খুলনায় ডুয়েল সোর্স স্থাপন;
 - নারায়ণগঞ্জ, গাজীপুর, নোয়াখালী, পটুয়াখালী ও রাঙ্গামাটিতে ইনমাস স্থাপন;
 - পরমাণু শক্তি কেন্দ্র, ঢাকা'র গবেষণাগার সুবিধাদি আধুনিকীকরণ।
- ২০২৫ সালের মধ্যে
 - গবেষণা ও উন্নয়ন খাতে বরাদ্দ ৫ কোটি টাকায় উন্নীতকরণ;
 - গবেষক সংখ্যা ৫৬৫ জনে উন্নীতকরণ;
 - বাংলাদেশ ও অন্যান্য দেশসমূহের সাথে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিবিষয়ক ১১টি সহযোগিতা চুক্তি স্বাক্ষর।
- ২০৩০ সালের মধ্যে
 - গবেষণা ও উন্নয়ন খাতে বরাদ্দ ৫ কোটি ৫০ লক্ষ টাকায় উন্নীতকরণ;
 - গবেষক সংখ্যা ৬২২ জনে উন্নীতকরণ;
 - বাংলাদেশ ও অন্যান্য দেশসমূহের সাথে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিবিষয়ক ১৩টি সহযোগিতা চুক্তি স্বাক্ষর।

৯.৩ ২০৪১ সালের মধ্যে উন্নত ও সমৃদ্ধ দেশ গঠনে উল্লেখযোগ্য কর্মপরিকল্পনা:

- দেশের দক্ষিণাঞ্চলে একটি পরমাণু বিদ্যুৎকেন্দ্র স্থাপন প্রকল্প গ্রহণ;
- ২০-৩০ মেগাওয়াট ক্ষমতা সম্পন্ন গবেষণা চুল্লি বাস্তবায়ন;
- দেশের বিভিন্ন বিভাগীয়/জেলা শহরে নতুন ৮টি পরমাণু চিকিৎসা ইনস্টিটিউট স্থাপন;
- বাপশক এর বিভিন্ন গবেষণাগারের সক্ষমতা বৃদ্ধিকরণ।

১০.০ ২০২০-২০২১ অর্থবছরে উল্লেখযোগ্য অর্জন:

ভিশন-২০২১ বাস্তবায়নের লক্ষ্যে জাতীয় বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি নীতিমালার অনুসরণে ২০২০-২০২১ অর্থবছরের গবেষণা ও উন্নয়ন এবং সেবাদান বিষয়ে পরমাণু শক্তি কমিশনের উল্লেখযোগ্য সাফল্যের চিত্র নিম্নে উল্লেখ করা হলো:

- গবেষণা সুবিধাদির উন্নয়ন ও সম্প্রসারণের উদ্দেশ্যে ৪টি প্রকল্পের কার্যক্রম সফলভাবে সম্পন্ন;
- মানবসম্পদ উন্নয়নে ২৪টি প্রশিক্ষণ কোর্স পরিচালনার মাধ্যমে ২২০ জনকে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিবিষয়ক প্রশিক্ষণ প্রদান;
- দেশের অভ্যন্তরে বিজ্ঞানবিষয়ক ৩১টি সেমিনার/ওয়ার্কশপ আয়োজন;
- বিজ্ঞানীদের গবেষণালব্ধ ফলাফলের ৮৬টি প্রবন্ধ জাতীয় ও আন্তর্জাতিক জার্নালে প্রকাশ;
- অর্নাস, এমএসসি, এমফিল, পিএইচডি অর্জনের জন্য ৫০ জন গবেষকের গবেষণা কার্যক্রম তত্ত্বাবধান;
- পরমাণু প্রযুক্তি ব্যবহার করে ৩,৯৬,২৭৫ জন রোগীকে উন্নততর পরমাণু চিকিৎসাসেবা প্রদানের মাধ্যমে ২৭,৯৫,৭৭,৮৭৫ টাকা রাজস্ব আয় করা হয়;
- পরমাণু চিকিৎসাসেবা প্রতিষ্ঠানসমূহে ৫৬,৬১৪টি রক্তনমুনার ধর্ম ও গুণাগুণ বিশ্লেষণসেবা প্রদান;
- আমদানিকৃত ও রপ্তানিযোগ্য ২১,৯৯২টি নমুনায় তেজস্ক্রিয়তার মাত্রা পরীক্ষণ সেবা প্রদানের মাধ্যমে ২৪ কোটি ৮৪ লক্ষ ৭৩ হাজার ১৩৬ টাকা রাজস্ব আয় করা হয়;
- পরমাণু চিকিৎসায় ব্যবহারের জন্য ৮০৫টি Tc99m জেনারেটর এবং ৩,০৬২.১২ জিবিকিউ I131 উৎপাদনপূর্বক নিজস্ব পরমাণু চিকিৎসাপ্রতিষ্ঠানসহ বিভিন্ন সরকারি/বেসরকারি হাসপাতালে সরবরাহ করে ১ কোটি ৫৬ লক্ষ ৭৬ হাজার টাকা রাজস্ব আয় করা হয়;
- গামা রেডিয়েশন ব্যবহার করে ২৫৫.৩৫ টন খাদ্যসামগ্রী ও ৮,০৬২.৫ সিএফটি চিকিৎসাসামগ্রীতে বিকিরণ প্রয়োগ এবং নমুনা বিশ্লেষণসেবা প্রদান করে ১ কোটি ২৮ লক্ষ ৮ হাজার ৮১৩ টাকা রাজস্ব আয় করা হয়;
- শল্যচিকিৎসায় ব্যবহারের জন্য ৫,০৬০টি অ্যামনিয়ন গ্রাফট এবং ১৪,৩৭৯ সিসি জীবাণুমুক্ত বোন গ্রাফট বিভিন্ন সরকারি/বেসরকারি হাসপাতালে সরবরাহ করে ৬ লক্ষ ৪ হাজার ৩০ টাকা রাজস্ব আয় করা হয়;
- উইলসন রোগ নির্ণয়ে রোগীর প্রস্রাবের নমুনা, স্বর্ণ ও রূপের খাঁটিত্ব নির্ণয়সহ অন্যান্য নমুনার রাসায়নিক বিশ্লেষণসেবা প্রদান করে ২০ লক্ষ ৪০ হাজার ৫০০ টাকা রাজস্ব আয় করা হয়;
- বায়ু/পানি/মাটি/খাদ্যদ্রব্য/শাকসবজি ইত্যাদি নমুনা সহ অন্যান্য পদার্থের ৩,৮০৩টি নমুনার রাসায়নিক বিশ্লেষণসেবা প্রদান;
- দেশের বিভিন্ন পরমাণু স্থাপনায় কর্মরত ১১,২৯৯ জন বিকিরণ কর্মীর শরীরে প্রাপ্ত বিকিরণের মাত্রা নিরূপণে টিএলডি সেবা প্রদান;
- দেশের বিভিন্ন পরমাণু স্থাপনায় ব্যবহৃত ১০০টি তেজস্ক্রিয়তা পরীক্ষণ যন্ত্রের ক্যালিব্রেশন সেবা প্রদান;
- এই অর্থবছরে রূপপুর পারমাণবিক বিদ্যুৎকেন্দ্রের মূল পর্যায়ের নির্মাণ (ভৌতঅবকাঠামো) কার্যক্রমের ১৬ ভাগ সম্পন্ন;
- TC, RCA, Non RCA, CRPs, FNCA, ITC ইত্যাদি প্রোগ্রামের আওতায় মানবসম্পদ উন্নয়নে এই অর্থবছরে ১৭০ জন কর্মকর্তাকে বিভিন্ন আন্তর্জাতিক ইভেন্টে অনলাইনে অংশগ্রহণে সহায়তা প্রদান;
- জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মশতবার্ষিকী পালন উপলক্ষ্যে স্কুল-কলেজের ছাত্র-ছাত্রীদের নিয়ে বঙ্গবন্ধুবিষয়ক ৪টি কুইজ প্রতিযোগিতা এবং কমিশনের কর্মকর্তা/কর্মচারীদের সন্তানদের হাতে আঁকা ছবি ও আলোকচিত্র প্রদর্শনী আয়োজন;

- মুজিববর্ষ পালন উপলক্ষ্যে বাপশক-এর বিজ্ঞানীদের তিন ক্যাটাগরিতে বঙ্গবন্ধু পদক প্রদানের কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে। তা ছাড়া বাংলাদেশ পরমাণু শক্তি কমিশনের ১৫টি পরমাণু চিকিৎসাকেন্দ্রের মাধ্যমে বছরব্যাপী প্রতিমাসের ১ম মঙ্গলবার বিনামূল্যে (নির্দিষ্ট সংখ্যক রোগ) রোগীদের সেবা প্রদান এবং কমিশনের প্রধান কার্যালয়সহ অধীনস্থ সকল কেন্দ্র/প্রতিষ্ঠানে বিভিন্ন ফলদ, বনজ ও ঔষধি বৃক্ষের চারা রোপণ;
- চলমান করোনা মহামারী মোকাবেলায় কুইক রেসপন্স টিম গঠন, পরমাণু চিকিৎসাকেন্দ্রসমূহ এবং বাপশক এর অন্যান্য সেবা প্রদানকারী প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে নিরবচ্ছিন্ন সেবা প্রদানের লক্ষ্যে বিশেষ ব্যবস্থা গ্রহণ এবং
- বাপশক-এর ল্যাবরেটরিতে তৈরিকৃত হ্যান্ড স্যানিটাইজার নিজস্ব কেন্দ্র/প্রতিষ্ঠানসমূহে ব্যবহার ছাড়াও ঢাকাস্থ বিভিন্ন হাসপাতাল যেমন: সিএমএইচ, শিশু হাসপাতাল, সোহরাওয়ার্দী হাসপাতালে বিনামূল্যে সরবরাহ।

উল্লেখযোগ্য ডিজিটাইজেশন কার্যক্রম

- ই-ফাইলিং, ই-টেন্ডারিং এবং ডিজিটাল হাজিরা সিস্টেম চালু করা হয়েছে;
- বার্ষিক প্রতিবেদন, বৈজ্ঞানিক জার্নাল ডিজিটাইজেশন করা হয়েছে;
- ইনমাস মিটফোর্ড এবং ময়মনসিংহে অনলাইন পেশেন্ট ম্যানেজমেন্ট সিস্টেম চালু করা হয়েছে;
- ফরেন ভিজিট ডাটাবেজ এবং প্রকাশনার তথ্যভান্ডার প্রণয়ন করা হয়েছে; এবং
- কমিশনের কর্মকর্তা/কর্মচারীদের তথ্য সংবলিত ম্যানেজমেন্ট ইনফরমেশন সিস্টেম তৈরি করা হয়েছে।

১২. সমস্যা এবং চ্যালেঞ্জসমূহ

সময়বদ্ধ কর্মপরিকল্পনা অনুযায়ী নিউক্লিয়ার নিরাপত্তা নিশ্চিত করে রূপপুর পারমাণবিক বিদ্যুৎকেন্দ্র স্থাপন করা। আরও ৮টি মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতাল ক্যাম্পাসে ইনমাস স্থাপন; ইনমাস ময়মনসিংহ ও চট্টগ্রামে সাইক্লোট্রন ও পেট-সিটি এবং এনএমপিআই, সাভারে সাইক্লোট্রন সুবিধাদি স্থাপন। ইনমাস ঢাকা, চট্টগ্রাম, রাজশাহী, খুলনা, সিলেট, দিনাজপুর ও রংপুর-এর সক্ষমতা বৃদ্ধির মাধ্যমে চিকিৎসাসেবার পরিধি বৃদ্ধি; সাভারস্থ পরমাণু শক্তি গবেষণা প্রতিষ্ঠানে খাদ্য ও বিকিরণ জীববিজ্ঞান সুবিধাদির আধুনিকীকরণ। যুগোপযোগী প্রযুক্তি উদ্ভাবন ও উদ্ভাবিত প্রযুক্তির ব্যবহার এবং টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট লক্ষ্য অর্জনে দক্ষ জনবল গড়ে তোলা ও বিজ্ঞানীদের সংখ্যা বৃদ্ধি ইত্যাদি।

বাংলাদেশ বিজ্ঞান ও শিল্প গবেষণা পরিষদ (বিসিএসআইআর)



বাংলাদেশ বিজ্ঞান ও শিল্প গবেষণা পরিষদ (বিসিএসআইআর)

ড. কুদরাত-ই খুদা রোড, ধানমণ্ডি, ঢাকা-১২০৫।

www.bcsir.gov.bd

বাংলাদেশ বিজ্ঞান ও শিল্প গবেষণা পরিষদ (বিসিএসআইআর)

ড. কুদরাত-ই খুদা রোড, ধানমন্ডি, ঢাকা-১২০৫।

www.bcsir.gov.bd

১.০ পটভূমি

বাংলাদেশ বিজ্ঞান ও শিল্প গবেষণা পরিষদ (বিসিএসআইআর) দেশের ঐতিহ্যবাহী ও সর্ববৃহৎ বহুমুখী বিজ্ঞান ও শিল্প গবেষণা প্রতিষ্ঠান। বিজ্ঞান গবেষণা, উদ্ভাবন ও প্রযুক্তির সফল প্রয়োগের মাধ্যমে দেশের আর্থসামাজিক উন্নয়নের লক্ষ্যে ১৯৫৫ সালে তদানীন্তন পূর্বাঞ্চলীয় গবেষণাগার ঢাকায় প্রতিষ্ঠিত হয়। পরবর্তীতে পর্যায়ক্রমে ১৯৬৫ সালে চট্টগ্রাম এবং ১৯৬৭ সালে রাজশাহী গবেষণাগার প্রতিষ্ঠিত হয়। স্বাধীনতার পর ১৯৭৩ সালে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান জ্ঞানভিত্তিক জাতি গঠন, বিজ্ঞানের উৎকর্ষ সাধন, প্রযুক্তির উন্নয়ন ও সফল প্রয়োগের মাধ্যমে উন্নত ও সমৃদ্ধ দেশ গঠনে বাংলাদেশ কাউন্সিল অব সাইন্টিফিক অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রিয়াল রিসার্চ (বিসিএসআইআর) প্রতিষ্ঠা করেন। ২০১৩ সালের ১০ অক্টোবর বাংলাদেশ বিজ্ঞান ও শিল্প গবেষণা পরিষদ আইন, ২০১৩ মহান জাতীয় সংসদে পাশ হয়। পরবর্তীতে বাংলাদেশ বিজ্ঞান ও শিল্প গবেষণা পরিষদ আইন (সংশোধিত), ২০১৮ মহান জাতীয় সংসদে ২০১৮ সালে পাশ হয়। বর্তমানে বিসিএসআইআর বর্ণিত আইনের অধীনে পরিচালিত হচ্ছে। এ প্রতিষ্ঠানের আওতাধীন ১২টি গবেষণাগার, ইনস্টিটিউট ও সেন্টার রয়েছে।

২.০ ভিশন

বিজ্ঞান, শিল্প ও প্রযুক্তিগত গবেষণা ও উদ্ভাবনে সেন্টার অব এক্সেলেন্স হিসেবে প্রতিষ্ঠা

৩.০ মিশন

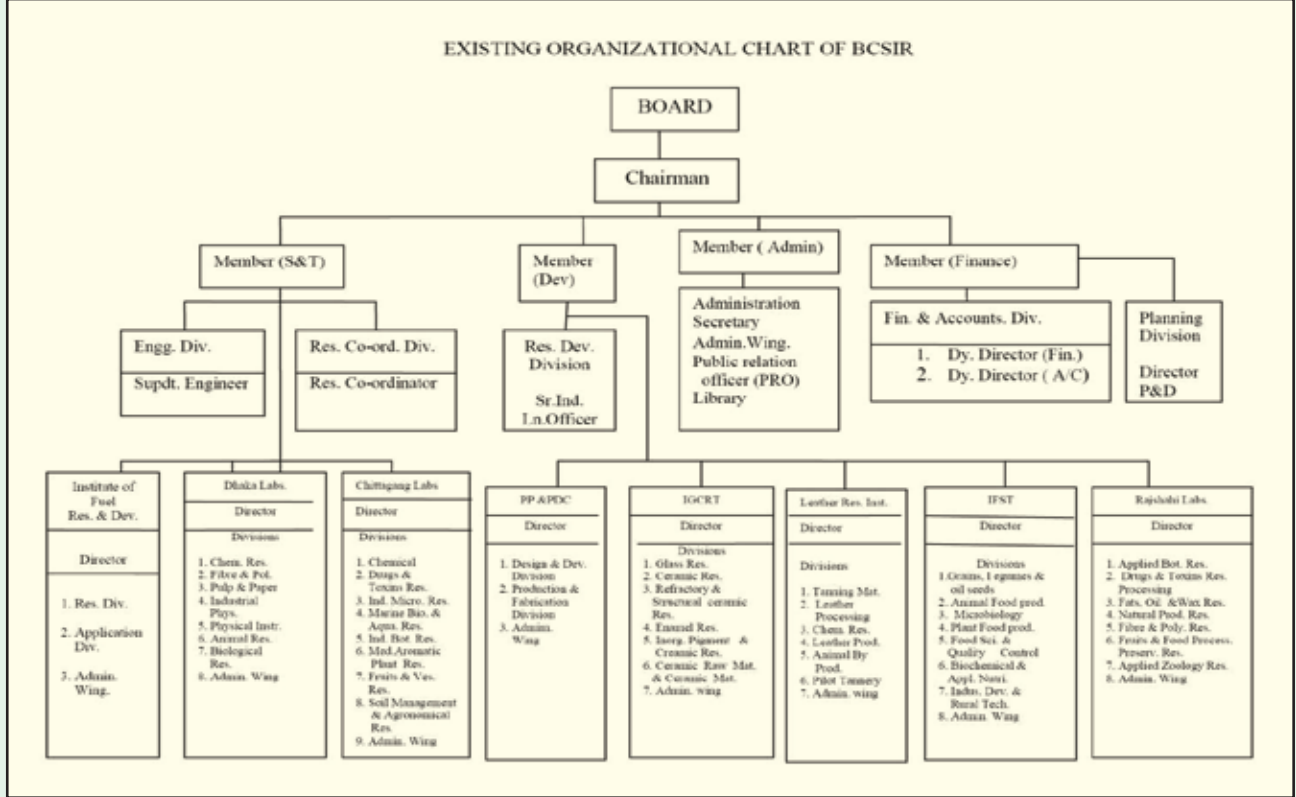
বাংলাদেশের অর্থনৈতিক, পরিবেশগত ও সামাজিক সুবিধা-অনুকূল গবেষণা ও উন্নয়ন প্রকল্প পরিচালনা, প্রযুক্তি উদ্ভাবন ও হস্তান্তরের মাধ্যমে দেশের শিল্পায়ন ও উন্নয়নে সহযোগিতা করা।

৪.০ বিসিএসআইআর-এর প্রধান কার্যাবলি

- শিল্পের প্রতিষ্ঠা ও উন্নয়নের সাথে সম্পর্কিত বিভিন্ন সমস্যার সমাধান এবং সরকার কর্তৃক নির্দেশিত বিষয়াবলি বাস্তবায়নকল্পে বিজ্ঞান, শিল্প ও প্রযুক্তি গবেষণার প্রবর্তন, উন্নয়ন ও দিকনির্দেশনা প্রদান;
- বিজ্ঞান ও শিল্প গবেষণা কার্যক্রম পরিচালনার জন্য গবেষণাগার, ইনস্টিটিউট ও সংগঠন প্রতিষ্ঠা ও সংরক্ষণ এবং উন্নয়নের ব্যবস্থা গ্রহণ;
- আইনের আওতায় প্রতিষ্ঠিত ও অনুমোদিত বিশ্ববিদ্যালয় ও অন্যান্য গবেষণা প্রতিষ্ঠানসমূহের সুনির্দিষ্ট বিজ্ঞান, শিল্প ও প্রযুক্তি গবেষণা কর্মসূচি ও প্রকল্পের জন্য সহায়ক অনুদান প্রদান;
- বিশ্ববিদ্যালয় বা অন্য কোন গবেষণা প্রতিষ্ঠান কর্তৃক পরিচালিত গবেষণাকর্ম থেকে উদ্ভূত আবিষ্কার ও উদ্ভাবনের বাণিজ্যিক ব্যবহারের পদক্ষেপ গ্রহণ;
- বিজ্ঞান, শিল্প ও প্রযুক্তি বিষয়ের ওপর তথ্য সংগ্রহ এবং উক্ত বিষয়সমূহের ওপর বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধ, প্রতিবেদন ও সাময়িকী প্রকাশকরণ;
- শিল্প ও গবেষণা প্রতিষ্ঠান প্রতিষ্ঠায় উৎসাহ প্রদান এবং প্রয়োজনীয় উদ্যোগ গ্রহণ;
- অন্যান্য দেশের বিজ্ঞান, শিল্প ও প্রযুক্তি গবেষণা প্রতিষ্ঠানসমূহের সাথে পারস্পরিক যোগাযোগ স্থাপন;
- পরিষদ কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত ইনস্টিটিউট ও গবেষণাগারে উদ্ভাবিত গবেষণা প্রক্রিয়ার পেটেন্ট গ্রহণ এবং তা শিল্প প্রতিষ্ঠানে ব্যবহারের প্রয়োজনীয় কার্যক্রম গ্রহণ;
- পরিষদ আওতাধীন গবেষণা কাজে ফেলোশিপ প্রবর্তন ও প্রদান;
- গ্রন্থাগার, সংগ্রহশালা, পরীক্ষামূলক বাগান ও ঔষধিশালা প্রতিষ্ঠাকরণ;
- বাংলাদেশ বিজ্ঞান ও শিল্প গবেষণা পরিষদ আইন, ২০১৩-এর লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য বাস্তবায়নের জন্য অন্যান্য কার্য ও বিষয়াদি সম্পাদন।

৫.০ জনবল ও সাংগঠনিক কাঠামো

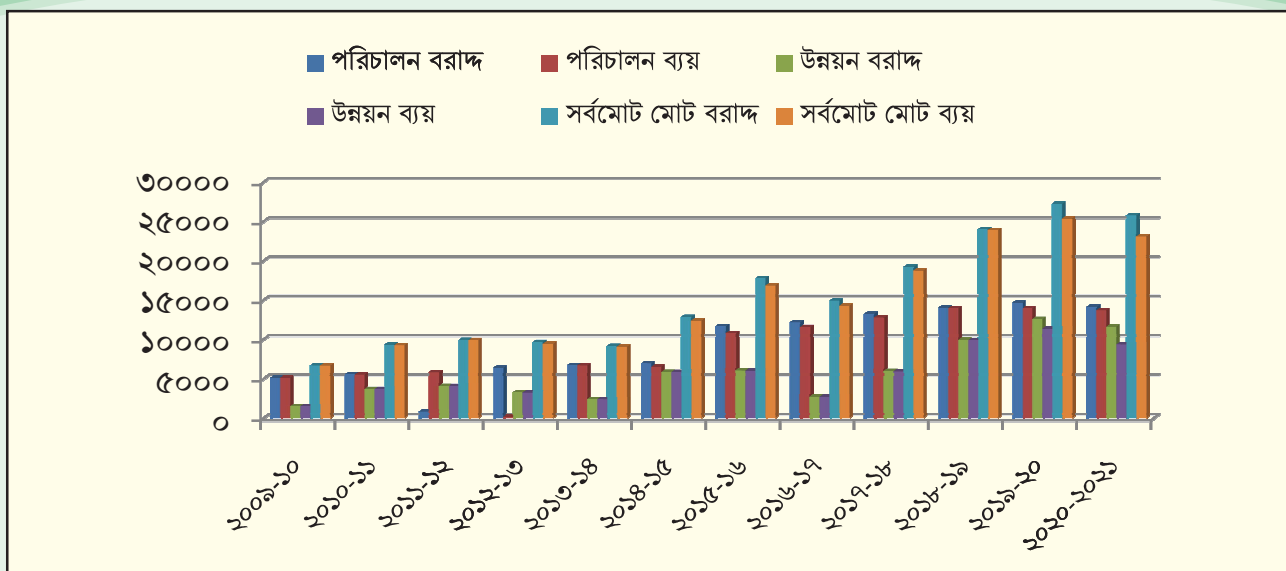
রাজস্ব খাতে কর্মকর্তা/কর্মচারীদের অনুমোদিত পদের সংখ্যা ১,৬০৯টি, পূরণকৃত পদ ১,০২৭টি এবং বছরভিত্তিক সংরক্ষিত (রিটেনশনকৃত) অস্থায়ী পদ ১২৫টি। বিসিএসআইআর একটি সংবিধিবদ্ধ সংস্থা। এর প্রধান কার্যালয় ঢাকা। পরিষদের কাজকর্মের সার্বিক পরিচালনা ও ব্যবস্থাপনার দায়িত্ব বোর্ড কর্তৃক নিয়ন্ত্রিত। প্রতিষ্ঠানে একজন সার্বক্ষণিক চেয়ারম্যান, চারজন সার্বক্ষণিক সদস্য ও সরকার কর্তৃক মনোনীত সর্বোচ্চ চারজন খন্ডকালীন সদস্য সমন্বয়ে বোর্ড গঠিত হয়। প্রতিষ্ঠানের প্রধান নির্বাহী হবেন চেয়ারম্যান। প্রত্যেকটি গবেষণা ইউনিটে একজন করে পরিচালক রয়েছে।



৬.০ বাজেট বরাদ্দ ও ব্যয়

অঙ্কসমূহ লক্ষ টাকায়

ক্রম	অর্থবছর	অনুল্লয়ন		উল্লয়ন		সর্বমোট		বাজেট বাস্তবায়নের হার (%)
		বরাদ্দ	ব্যয়	বরাদ্দ	ব্যয়	মোট বরাদ্দ	মোট ব্যয়	
১.	২০০৯-১০	৫১৫৮.৪৭	৫১৫৮.৪৭	১৫৪৫.২৫	১৫৩২.৫৬	৬৭০৩.৭২	৬৬৯১.০৩	৯৯.৮১
২.	২০১০-১১	৫৬১৭.৮৭	৫৫৪৯.৮৭	৩৭২৫.৩৬	৩৭২২.৩২	৯৩৪৩.২৩	৯২৭২.১৯	৯৯.২৩
৩.	২০১১-১২	৫৮৭৪.০০	৫৮৫৮.০০	৪০৯৪.০০	৪০৮৫.০০	৯৯৬৮.০০	৯৯৪৩.০০	৯৯.৭৪
৪.	২০১২-১৩	৬৪০০.০০	৬১৭৯.২২	৩২৯৮.৬৯	৩২৭০.৬৪	৯৬৯৮.৬৯	৯৪৪৯.৮৬	৯৭.৪৩
৫.	২০১৩-১৪	৬৭৬৭.০৭	৬৭০৩.৭১	২৪২৩.৩০	২৪০১.৬৭	৯১৯০.৩৭	৯১০৫.৩৮	৯৯.০৭
৬.	২০১৪-১৫	৭০০০.০০	৬৫২৪.৩১	৫৮৯৬.৩৩	৫৮৯০.৭৩	১২৮৯৬.৩৩	১২৪১৫.০৪	৯৬.২৬
৭.	২০১৫-১৬	১১৭১৫.৭৬	১০৮২১.৫৭	৬০৮৪.৬৭	৬০৪৩.৭৮	১৭৮০০.৪৩	১৬৮৬৫.৩৫	৯৪.৭৪
৮.	২০১৬-১৭	১২২০০.০০	১১৫৬৯.১৭	২৭৫১.০০	২৭৩২.৯৪	১৪৯৫১.০০	১৪৩০২.১১	৯৫.৬৬
৯.	২০১৭-১৮	১৩২৭২.০০	১২৮০০.০০	৬০০৬.০০	৫৯৬৮.৫৩	১৯২৭৮.০০	১৮৭৬৮.৫৩	৯৭.৩৬
১০.	২০১৮-১৯	১৪০৮০.০০	১৪০০০.০০	৯৯৭৬.০০	৯৯৩৫.৪২	২৪০৫৬.০০	২৩৯৩৫.৪২	৯৯.৪৩
১১.	২০১৯-২০	১৪৬৮০.০০	১৪০০০.৯০	১২৫৯৮.০০	১১৩৯৮.৮৬	২৭২৭৮.০০	২৫৩৯৯.৭৬	৯৩.১১
১২.	২০২০-২১	১৪১৬৭.৭০	১৩৭০৫.৭৬	১১৬২৫.০০	৯৩৮৯.৯২	২৫৭৯২.৭০	২৩০৯৫.৬৮	৮৯.৫৪



৭.০ ২০২০-২০২১ অর্থবছরে বিসিএসআইআর-এর উল্লেখযোগ্য কর্মকাণ্ড

- ২০২০-২০২১ অর্থবছরে ১৬টি নতুন প্রযুক্তি উদ্ভাবন করা হয়েছে। শিল্পায়নের জন্য ৮টি প্রযুক্তি বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠানকে হস্তান্তর করা হয়েছে এবং ৮টি সেবা চুক্তি ও সমঝোতাসম্মারক স্বাক্ষরিত হয়েছে। এছাড়া, ৬টি উদ্ভাবিত প্রযুক্তির পেটেন্ট/প্রসেস অর্জনের জন্য আবেদন দাখিল করা হয়েছে।
- ২০২০-২০২১ অর্থবছরে নিম্নবর্ণিত ১৬টি প্রযুক্তি/ প্রসেস উদ্ভাবন করা হয়েছে :

SN	Name of Process
1	Production of Mango Slice, IFST-18.08.2020
2	Production of Herbal Mosquito Spray _D/L-27.9.20
3	Isolation of Bulk amount of Piperine as active pharmaceutical ingredients (API) from black pepper and white pepper _D/L-27.09.20
4	Low cost energy efficient Automatic Sun tracker_ IFRD-30.09.20
5	Activated carbon from saw dust_ IMMM-30.9.20
6	Skin care Jelly with natural Ingredients _Ctg Lab-30.09.20
7	Primary Ingredients of Primer from Rice Mill Boiler Ash_ IMMM-25.11.2020
8	Preparation of slightly acid Hypochlorous solution (SAHS) based disinfectant for Different Purposes_ IFST-25.11.2020
9	Design, fabrication and Pilot Plant study of low pressure environment friendly Chatal Boiler for local rice mills_ PP&PDC_ 30.11.2020
10	Production of Herbal Body wash,Dhaka Lab_17.12.2020
11	Preparation of Instant Green Banana Soup Powder,IFST_17.12.20
12	Development of Moringa Leaf Powder, ITTI_,24.01.21
13	Herbal Skin Care Cream,09.03.21_ D/Lab
14	Anti Bacterial Hand Wash,10.03.21_ D/Lab
15	Ceramic Tiles using waste Iron from Steel Re rolling Mill-IGCRT,10.06.21
16	Production of Banana Flavour,IFST_29.6.21

- ২০২০-২০২১ অর্থবছরে শিল্পায়নের জন্য নিম্নবর্ণিত ৮টি প্রসেস বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠানকে হস্তান্তর করা হয়েছে:
 - বিসিএসআইআর গবেষণাগার ঢাকা হতে উদ্ভাবিত Facial Cleaner পদ্ধতিটি গত ২২ নভেম্বর ২০২০ তারিখ মেসার্স স্পা আয়ুর্বেদিক, কৃষ্ণারামপুর, মাইজদী, সুধারাম, নোয়াখালী-কে লিজ প্রদান করা হয়েছে;
 - আইএফএসটি, বিসিএসআইআর হতে উদ্ভাবিত Neem Ointment পদ্ধতিটি গত ০২ ডিসেম্বর ২০২০ তারিখ মেসার্স বাসিন ল্যাবরেটরিজ এক্সিপিয়েন্টস, কেরাণিগঞ্জ, ঢাকা-কে লিজ প্রদান করা হয়েছে;
 - বিসিএসআইআর গবেষণাগার, ঢাকা হতে উদ্ভাবিত Ultrasound Gel পদ্ধতি গত ২৪ জানুয়ারি ২০২১ তারিখ মেসার্স ব্রাইট শাইন ইন্ডাস্ট্রিজ, আমুনা, কালনীসদর, গাজীপুর-কে লিজ প্রদান করা হয়েছে;
 - বিসিএসআইআর গবেষণাগার, চট্টগ্রাম হতে উদ্ভাবিত Herbal Mouth wash-পদ্ধতিটি গত ২৪ জানুয়ারি ২০২১ তারিখ মেসার্স ব্রাইট শাইন ইন্ডাস্ট্রিজ, আমুনা, কালনীসদর, গাজীপুর-কে লিজ প্রদান করা হয়েছে;
 - Preparation of Slightly Acid Hypochlorous Solution (SAHS) based disinfectant for different purposes পদ্ধতিটি গত ১১ ফেব্রুয়ারি ২০২১ তারিখ মেসার্স আনশীন ইন্টারন্যাশনাল-কে লিজ প্রদান করা হয়েছে;
 - Herbal Mosquito Spray পদ্ধতিটি গত ১১ ফেব্রুয়ারি ২০২১ তারিখ “মেসার্স স্ট্যাভার্ড ফিনিশ অয়েল কোম্পানিকে” লিজ প্রদান করা হয়েছে;
 - Nutritious Moringa Leaf Powder পদ্ধতিটি গত ০৭ জুন ২০২১ তারিখে মেসার্স পূর্ণাভা লি., মিষ্কভিটা রোড, মিরপুর-৭, ঢাকা-কে লিজ প্রদান করা হয়েছে;
 - Amloki and Senna Mixed Tea পদ্ধতিটি গত ০৯ জুন ২০২১ তারিখ “মেসার্স গ্রীন ফ্যামিলি লি:” ১৭৭ বিজয়নগর, ঢাকা-কে লিজ প্রদান করা হয়েছে;
- ২০২০-২০২১ অর্থবছরে নিম্নবর্ণিত ৬টি উদ্ভাবিত প্রযুক্তির পেটেন্ট/ প্রসেস অর্জনের জন্য আবেদন দাখিল করা হয়েছে:

SN	Name of Process
1	Production of Copper(Cu) Nanoparticles (Np) from waste printed Circuit board (Pcb) through leaching and electro winning-28.7.20,PP&PDC
2	A Process Wherein incorporating Jackfruit Rind as a new source of Gelling Agent (Pectin) for food Processing-23.12.2020,Dhaka
3	Production of Sodium Aluminate(Aluminum Ion Compound recovery)from waste Aluminum bar,31.12.20_IGCRT
4	Production of safe and cost effective mineral water,31.12.20_INARS
5	Production of a Photo catalyst based waste water treatment system,11.01.21_IFRD
6	Dehydrated delicious ready to eat product from Amla, Rajsahi, 12.01.21

- দেশি-বিদেশি জার্নালে মোট ১১৭টি গবেষণা প্রবন্ধ প্রকাশ করা হয়েছে;
- ৫৫১০টি শিল্প/বাণিজ্যিক পণ্য/পদার্থের বিশ্লেষণসেবা প্রদান করা হয়েছে;
- যন্ত্রপাতির সর্বোচ্চ ব্যবহার নিশ্চিতকরণ ও যন্ত্রপাতিসম্পর্কিত সম্যক জ্ঞান অর্জন, শুদ্ধাচার ও নৈতিকতা বিষয়ের ওপর ৬৫৬ জন গবেষক ও কর্মকর্তাকে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে;
- ৭টি উন্নয়ন প্রকল্প বাস্তবায়িত হচ্ছে। এর মধ্যে ২টি প্রকল্প সমাপ্ত হয়েছে;
- ১৬৯টি গবেষণা ও উন্নয়ন প্রকল্পের মধ্যে ৬৯টি সমাপ্ত এবং ১০০টি চলমান রয়েছে;
- বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের, তাতকোত্তর ডিগ্রিধারী শিক্ষার্থীদেরকে ৫টি ক্যাটাগরিতে মোট ৫০ জনকে ফেলোশিপ প্রদান করা হয়েছে;
- দেশের বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যয়নরত মোট ১০৫ জন শিক্ষার্থীর গবেষণা কার্যক্রম তত্ত্বাবধান করা হয়েছে;
- ২৫টি শিল্প প্রতিষ্ঠান পরিদর্শনপূর্বক শিল্প সমস্যার সমাধান করা হয়েছে;
- ২০২০-২০২১ অর্থবছরে ১৬টি বিজ্ঞানবিষয়ক সেমিনার ও সিম্পোজিয়াম আয়োজন করা হয়েছে;

- যৌথ গবেষণার লক্ষ্যে দেশি-বিদেশি বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের সাথে বিসিএসআইআর কর্তৃক ১৬টি সমঝোতাস্মারক ও ইজারা চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়েছে;
- স্বাধীনতার মহান স্থপতি, সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি, জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান-এঁর জন্মশতবার্ষিকী উপলক্ষ্যে বিসিএসআইআর কর্তৃক ৭০টি ফরমালিন কিট ৫০% ছাড়ে জনসাধারণের নিকট বিক্রয় করা হয়েছে;
- গবেষণালব্ধ ফলাফল স্টেকহোল্ডারদের অবহিতকরণের জন্য ১০টি সেমিনার ও কর্মশালার আয়োজন করা হয়েছে;
- স্বাধীনতার মহান স্থপতি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ৪৫তম শাহাদতবার্ষিকী পালন উপলক্ষ্যে ৩১ আগস্ট ২০২০ তারিখ পরিষদের আইএফএসটি অডিটোরিয়ামে জাতীয় শোক দিবসের আলোচনা আয়োজন করা হয়। উক্ত সভায় প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি মন্ত্রণালয় মাননীয় মন্ত্রী স্থপতি ইয়াফেস ওসমান। এছাড়া, মুজিব জন্মশতবার্ষিকী উপলক্ষ্যে বিসিএসআইআর-এ বৃক্ষরোপণ করা হয়;



- বাংলাদেশ বিজ্ঞান ও শিল্প গবেষণা পরিষদের ধানমন্ডি ক্যাম্পাসের সচিবালয় ভবনের দ্বিতীয় তলায় গত ২৮ জানুয়ারি ২০২১ তারিখ 'বঙ্গবন্ধু কর্নার' স্থাপন করা হয়। উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি মন্ত্রণালয়ের সিনিয়র সচিব জনাব মোঃ আনোয়ার হোসেন;
- জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মশতবর্ষকে স্মরণীয় করে রাখতে বিসিএসআইআর চত্বরে গত ২৪ ফেব্রুয়ারি ২০২১ তারিখ বঙ্গবন্ধুর ম্যুরাল ও বৃক্ষ কর্নার উদ্বোধন করা হয়। এ কর্নারের উদ্বোধন করেন বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি মন্ত্রণালয়ের মাননীয় মন্ত্রী স্থপতি ইয়াফেস ওসমান;
- জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মশতবার্ষিকী উপলক্ষ্যে Technology for Tommorrow থিম নিয়ে বিসিএসআইআর-এ ১১-১৩ মার্চ ২০২১ তিন দিনব্যাপী International Conference on Science and Technology for Celebrating the Birth Centenary of Bangabandhu (ICSTB-2021) আন্তর্জাতিক সম্মেলন আয়োজন করা হয়। এ সম্মেলনে বাংলাদেশ, আমেরিকা, কানাডা, জার্মানি, চিন ও ভারতসহ বিশ্বের বিভিন্ন দেশের এক হাজারেরও বেশি বিজ্ঞানী, গবেষক ও প্রকৌশলীবৃন্দ তাঁদের গবেষণাকর্ম উপস্থাপন করেন। প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন কৃষি মন্ত্রণালয়ের মাননীয় মন্ত্রী ড. মোঃ আব্দুর রাজ্জাক, প্রধান পৃষ্ঠপোষক ছিলেন বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি মন্ত্রণালয়ের মাননীয় মন্ত্রী স্থপতি ইয়াফেস ওসমান। উদ্বোধনী অনুষ্ঠানের বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন ঢাকা দক্ষিণ সিটি কর্পোরেশনের মাননীয় মেয়র ব্যারিস্টার শেখ ফজলে নূর তাপস এবং বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত সংসদীয় স্থায়ী কমিটির মাননীয় সভাপতি ডাঃ আ ফ ম রুহুল হক। উক্ত সম্মেলনে ১২টি দেশের ৮০০ জন গবেষক অংশগ্রহণ করেন এবং ৭১৮টি প্রবন্ধ উপস্থাপন করা হয়।



- নিরাপদ ও পুষ্টিগুণসমৃদ্ধ খাদ্যশিল্প বিকাশে খাদ্য বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি ইনস্টিটিউট (আইএফএসটি)-এর ভূমিকা এবং অংশীজন মতবিনিময় কর্মশালা ১৮ নভেম্বর ২০২০ তারিখ বাংলাদেশ বিজ্ঞান ও শিল্প গবেষণা পরিষদ (বিসিএসআইআর)-এর আইএফএসটি অডিটোরিয়ামে অনুষ্ঠিত হয়;
- সুস্বাস্থ্য নিশ্চিতকরণে বায়োমেডিক্যাল ও টেক্সকোলজিক্যাল গবেষণা শীর্ষক অংশীজন মতবিনিময় কর্মশালা ৭ জুন ২০২১ তারিখ বাংলাদেশ বিজ্ঞান ও শিল্প গবেষণা পরিষদ (বিসিএসআইআর)-এর আইএফএসটি অডিটোরিয়ামে অনুষ্ঠিত হয়;
- **কেন্দ্রীয় ল্যাবরেটরি প্রতিষ্ঠা:** ICPMS, AAS, GC-MS, PCR, DNA Sequencer, Multi Dimensional GC-MS & HPLCসহ বিশ্বের সর্বাধুনিক যন্ত্রপাতি ও সুযোগ-সুবিধাসমৃদ্ধ বিসিএসআইআর ঢাকাসহ আঞ্চলিক গবেষণাগার রাজশাহী, চট্টগ্রাম এবং জয়পুরহাটে কেন্দ্রীয় ল্যাবরেটরি ঢাকা স্থাপন করা হয়েছে। এ ল্যাবরেটরিতে রাসায়নিক বিশ্লেষণ ও পরীক্ষণের প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতির সুবিধাদি বিদ্যমান। ফলে সেবাহ্রহীতাগণ স্বল্প সময়ে বিশ্লেষণের ফলাফল গ্রহণ করতে পারবেন এবং বিজ্ঞানীগণও গবেষণার প্রয়োজনে সার্বক্ষণিক এই ল্যাবরেটরি ব্যবহার করতে পারবেন।
- **ডিজিটালাইজেশন:** ডিজিটাল হাজিরা, ই-ফাইলিং এবং অ্যানালাইটিক্যাল সার্ভিস সেল-এ অনলাইনে সেবা প্রদানের সিস্টেম চালু করা হয়েছে;
- বিসিএসআইআর-এর বিজ্ঞানী, কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের আবাসন সমস্যা দূরীকরণের লক্ষ্যে ৫টি ১০তলা আবাসিক ভবন নির্মাণ কাজ চলমান রয়েছে। বিসিএসআইআর সচিবালয়সহ গবেষণাগারসমূহ সিসিটিভি-এর আওতায় আনা হয়েছে;
- **তথ্য সেবা প্রদান:** তথ্য অধিকার আইন ২০০৯ আওতায় একটি আবেদন পাওয়া গেছে এবং এর যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে। বিসিএসআইআর-এর বিভিন্ন অফিসের তথ্য সেবা প্রদানের জন্য দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তার নাম ও পদবি নিম্নে প্রদান করা হলো:

ক্রম	সংস্থার নাম	দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তার নাম ও পদবি	ফোন, মোবাইল, ফ্যাক্স, ই-মেইল	যোগাযোগের ঠিকানা
১	বিসিএসআইআর, ঢাকা	মোঃ আব্দুর রাজ্জাক জনসংযোগ কর্মকর্তা	ফোন, মোবাইল, ফ্যাক্স, ই-মেইল ফোন-৮৮-০২-৫৮৬১০৭৬৪ মোবাইল-০১৮১৯১৩৭৫৪৫ ফ্যাক্স-৮৮-০২-৫৮৬১৩০২২ ই-মেইল- probcsir@gmail.com probcsir7545@yahoo.com	বিসিএসআইআর, ঢাকা ড. কুদরাত-এ খুদা সড়ক ধানমন্ডি, ঢাকা-১২০৫
২	বিসিএসআইআর গবেষণাগার, চট্টগ্রাম	এজেএম মোর্শেদ উর্ধ্বতন বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা	ফোন-০৩১-৬৮১০০৫, মোবাইল- ০১৮১৬৫৫৩৪৪৪ ফ্যাক্স-০৩১-৬৮২৫০৫, ইমেইল- ajmmorshed.bcsir@gmail.com	বিসিএসআইআর গবেষণাগার, চট্টগ্রাম সেনানীবাস, চট্টগ্রাম-৪২২০
৩	বিসিএসআইআর গবেষণাগার, রাজশাহী	নাজিম উদ্দিন আহমেদ, উর্ধ্বতন বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা	ফোন-০৭২১-৭৫০৮৫১ মোবাইল-০১৭১২৬০৭৫১২ ফ্যাক্স-০৭২১-৭৫০৫৪০ ইমেইল-nazimpharm@yahoo.com	বিসিএসআইআর গবেষণাগার রাজশাহী, বিনোদপুর বাজার, রাজশাহী-৬২০৬
৪	চামড়া গবেষণা ইনস্টিটিউট, নয়ারহাট, সাভার, ঢাকা	ড. মোঃ তুসার উদ্দিন, উর্ধ্বতন বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা	ফোন-৭৭৯২৭৫৪ মোবাইল-০১৭১২১২৭১১৯ ফ্যাক্স-০২-৭৭৯২০৩৭ ইমেইল- tusartri@yahoo.com	এলআরআই, নয়ারহাট, সাভার, ঢাকা-১৩০৫
৫	ইনস্টিটিউট অব মাইনিং, মিনারেলজি অ্যান্ড মেটালার্জি, জয়পুরহাট	প্রদীপ কুমার বিশ্বাস, উর্ধ্বতন বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা	ফোন-০৫৭১-৬৩৪৮১ মোবাইল-০১৭১৬২৪০০৭১ ফ্যাক্স-০৫৭১-৬২৯১১ ইমেইল- pradip_immm@yahoo.com	আইএমএমএম, বিসিএসআইআর, খঞ্জনপুর, জয়পুরহাট-৫৯০০

৭.১ বিসিএসআইআর গবেষণাগার, ঢাকার কর্মকাণ্ড

২০২০-২০২১ অর্থবছরে বিসিএসআইআর গবেষণাগার, ঢাকা-এর উল্লেখযোগ্য অর্জনসমূহ নিম্নে উল্লেখ করা হলো:

- দেশের সার্বিক উন্নয়নে ৩৯টি গবেষণা ও উন্নয়ন প্রকল্প, ১টি বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিভুক্ত প্রকল্প এবং বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি মন্ত্রণালয় হতে প্রাপ্ত অনুদানে ৭টি বিশেষ প্রকল্প বাস্তবায়ন করা হয়েছে;
- দেশি-বিদেশি জার্নালে ৬৭টি বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়েছে এবং ১ জন বিজ্ঞানী PhD ডিগ্রি অর্জন করেছেন;
- শিল্প কারখানার সমস্যা চিহ্নিতকরণ এবং সমাধানের লক্ষ্যে ১০টি শিল্প কারখানা পরিদর্শন করা হয়েছে;
- দেশে-বিদেশে ৪৮টি ট্রেনিং/সেমিনার/সিম্পোজিয়াম/ওয়ার্কশপ/কনফারেন্স-এ অংশগ্রহণ করে বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধ উপস্থাপন করা হয়েছে;
- দেশের বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের ৩১ জন MS ছাত্র-ছাত্রীর তত্ত্বাবধান ও গবেষণাগারের সুবিধা প্রদান করা হয়েছে; এছাড়া, ৮ জন PhD এবং ৫ জন MPhil গবেষকের গবেষণা সুবিধা প্রদানের মাধ্যমে তত্ত্বাবধান করা হয়েছে;
- এ গবেষণাগারের বিভিন্ন ফেলোশিপের অধীনে ১২ জন রিসার্চ ফেলো গবেষণারত রয়েছেন;
- এ গবেষণাগার হতে ৩৬৪৬টি শিল্প/বাণিজ্যিক পণ্য/পদার্থের বিশ্লেষণসেবা প্রদান করা হয়েছে;
- বিসিএসআইআর গবেষণাগার, ঢাকা হতে ৫টি প্রসেস অনুমোদিত হয়েছে এবং ২টি পেটেন্ট অনুমোদনের জন্য দাখিল করা হয়েছে;
- বিসিএসআইআর গবেষণাগার, ঢাকা হতে ৩টি গবেষণা সমঝোতাস্মারক স্বাক্ষরিত হয়েছে;
- বিসিএসআইআর কর্তৃক উদ্ভাবিত লাগসই প্রযুক্তির প্রচার ও প্রসারের জন্য বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি মন্ত্রণালয় কর্তৃক ৩৪টি উপজেলায় আয়োজিত সেমিনার প্রদর্শনীতে অংশগ্রহণ করা হয়েছে।

বিসিএসআইআর গবেষণাগার, ঢাকা এর ভবিষ্যৎ কার্যক্রম:

- বায়োইকুভ্যালেন্স স্টাডিজসহ ঔষধবিষয়ক বিশ্বমানের ‘ফার্মাসিটিক্যাল সাইন্সেস ইনস্টিটিউট’ স্থাপন এবং রপ্তানিযোগ্য জেনেরিক ড্রাগ উন্নয়নের লক্ষ্যে ক্লিনিক্যাল গবেষণার সুবিধাদি সৃষ্টি করা।
- বায়োইকুভ্যালেন্স স্টাডিজ-এর সুবিধাদি তৈরি করা, যা উন্নত দেশের নিয়ন্ত্রিত বাজারে ওষুধের রপ্তানির দ্বার উন্মোচন করবে এবং ওষুধের কাঁচামাল সংশ্লেষণ প্রক্রিয়া, ওষুধ উদ্ভাবন, ওষুধের মানোন্নয়ন ইত্যাদির ওপর গবেষণা ও সেবা প্রদানে সহায়তা করবে।
- ইতোমধ্যেই জিনোম গবেষণাগার স্থাপিত হয়েছে, যার মাধ্যমে ৬০০ এর অধিক মানব জিনোম সিকোয়েন্সিং সম্পন্ন করা হয়েছে। ২০২১-২০২২ অর্থবছরে আরও ১০০টি জিনোম সিকোয়েন্সিং সম্পন্ন করার মাধ্যমে চিকিৎসাবিজ্ঞানে সহায়তা করা হবে।
- আধুনিক জিনোমিক গবেষণাগারে ক্যাম্পার বায়োমার্কার ও ক্যাম্পার জিনোটাইপিং-এর ওপর গবেষণার পাশাপাশি কোভিড-১৯ এর মত মহামারি রোগের জীবনরহস্য উন্মোচনের সাথে সাথে এর প্রয়োজনীয় ভ্যাক্সিন আবিষ্কারের জন্য গবেষণা করা হবে। এছাড়া, টিস্যু কালচার পদ্ধতির মাধ্যমে বিভিন্ন ঔষধি উদ্ভিদের চারা উৎপাদন করা হবে।
- সার্শরী ও পরিবেশবান্ধব মেটাল অক্সাইড ন্যানোস্ট্রাকচারড (যেমন: ন্যানোপার্টিক্যাল, ন্যানোফাইবার, ন্যানোরড, ন্যানোটাইউব ইত্যাদি) বস্তুর সিনথেসিস ও ভৌতধর্মের উন্নয়ন, যা ন্যানো ইঞ্জিনিয়ার অপটো-ইলেকট্রনিক্স ডিভাইসসমূহ যেমন সৌর বিদ্যুৎকোষ, এলইডি এবং বিভিন্ন ধরনের সেন্সর তৈরিতে গবেষণা ও সেবা প্রদানে সহায়তা করবে।
- ন্যানোস্ট্রাকচারড (ফটো) অ্যানোড ও ক্যাথোড ম্যাটেরিয়ালের সিনথেসিস ও ভৌতরাসায়নিক ধর্মের উন্নয়ন, যা প্রধানত সোলার ফুয়েল যেমন হাইড্রোজেন-এর সার্শরী উৎপাদন এবং অত্যাধুনিক হাইক্যাপাসিটর/ব্যাটারিতে ব্যবহৃত হয়। এ বিষয়ে গবেষণা, সেবা প্রদানে ও শিল্পায়নে সহায়তা করা হবে।
- বায়োমাস বর্জ্যসমূহকে পরিবেশসম্মতভাবে প্রক্রিয়াকরণ ও সিন্থেটিক প্লাস্টিক বর্জ্যসমূহ পুনঃব্যবহারের মাধ্যমে বিভিন্ন রাসায়নিক দ্রব্য এবং নির্মাণ সামগ্রীর পণ্য তৈরি ও শিল্পায়নে সহায়তা করা হবে।

- বিভিন্ন শিল্পের বর্জ্য এবং পানি পরিশোধনের “ইফুয়েন্ট ট্রিটমেন্ট প্ল্যান্ট”-এ ব্যবহারের লক্ষ্যে অ্যাবসরবেন্ট/ কোয়াগুলেন্ট/ ফ্লোকুলেন্ট ইত্যাদি তৈরি ও শিল্পায়ন এবং টেক্সটাইলসংশ্লিষ্ট অন্যান্য বর্জ্য পুনঃব্যবহার করে পরিবেশসম্মত প্রযুক্তি উন্নয়নে গবেষণা ও সেবা প্রদানে সহায়তা করা হবে।
- Establishment of Organic Synthesis Laboratory & ISO/IEC 17025:2017 analytical method development and validation

৭.২ বিসিএসআইআর গবেষণাগার, চট্টগ্রাম-এর কর্মকাণ্ড

২০২০-২০২১ অর্থবছরে বিসিএসআইআর গবেষণাগার, চট্টগ্রাম-এর উল্লেখযোগ্য অর্জনসমূহ নিম্নে উল্লেখ করা হলো:

- ১৮টি গবেষণা ও উন্নয়ন (আর অ্যান্ড ডি) প্রকল্প চলমান রয়েছে;
- জাতীয় ও আন্তর্জাতিক জার্নালে ২০টি বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়েছে;
- গৃহীত প্রসেস সংখ্যা- ০১টি;
- ২৫ জন এম. এস. থিসিস/এম. ফিল./পি এইচ ডি গবেষকের গবেষণা কাজ তত্ত্বাবধান করা হয়েছে;
- ৪৯জন বিজ্ঞানী/কর্মকর্তা/কর্মচারীকে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে;
- বিভিন্ন শিল্প/বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠানের ৭০৬টি পণ্যের বিশ্লেষণসেবা প্রদান করা হয়েছে;
- হাইড্রোজেন এনার্জি ল্যাবরেটরি স্থাপন প্রকল্পের কাজ চলমান রয়েছে;
- ৪টি বিজ্ঞানবিষয়ক সেমিনার/কর্মশালার আয়োজন করা হয়েছে;
- বিজ্ঞানী/গবেষক কর্তৃক ৪টি শিল্প কারখানা পরিদর্শন করা হয়েছে;
- বিসিএসআইআর বিজ্ঞান ও শিল্প প্রযুক্তি মেলা ২০২১ আয়োজন করা হয়েছে;
- বিভিন্ন শিল্পোদ্যোক্তা ও স্টেকহোল্ডার-এর সাথে মতবিনিময় সভা আয়োজন করা হয়েছে;
- ২৭ জুন ২০২১ তারিখ বিসিএসআইআর, চট্টগ্রাম গবেষণাগারে বিভিন্ন স্কুল ও কলেজের ৬ষ্ঠ থেকে দ্বাদশ শ্রেণির শিক্ষার্থীদের অংশগ্রহণে স্বাস্থ্যবিধি মেনে সরাসরি এবং ভারুয়ালি বিসিএসআইআর বিজ্ঞান ও শিল্প প্রযুক্তি মেলা-২০২১ আয়োজন করা হয়। উক্ত মেলায় সর্বমোট ১০টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ৫৫টি প্রজেক্ট প্রদর্শিত হয়।

ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা:

- বিভিন্ন ঔষধি ও সুগন্ধি উদ্ভিদ থেকে অংশীজনের চাহিদা অনুসারে বিভিন্ন ধরনের ভেষজ, সুগন্ধি ও কসমেটিক পণ্যের প্রযুক্তি উদ্ভাবন ও শিল্প উদ্যোক্তাদের নিকট হস্তান্তরের ব্যবস্থাকরণ;
- বিভিন্ন ধরনের খাদ্য ও ঔষধের বিষক্রিয়া পরীক্ষা করার জন্য ল্যাবরেটরি অ্যানিম্যাল প্রজনন বৃদ্ধির লক্ষ্যে অ্যানিম্যাল ব্রিডিং সেন্টারের মান উন্নয়ন;
- দেশের জ্বালানি চাহিদা পূরণের লক্ষ্যে হাইড্রোজেনকে জ্বালানি হিসেবে ব্যবহারের জন্য হাইড্রোজেন উৎপাদন, মজুদ ও হাইড্রোজেন ফুয়েল সেল প্রস্তুতির জন্য অবকাঠামো স্থাপন;
- বিভিন্ন শিল্প প্রতিষ্ঠানের উৎপাদিত, আমদানি ও রপ্তানিজাত পণ্যের বিশ্লেষণসেবা প্রদানের লক্ষ্যে অবকাঠামো উন্নয়ন;
- মেডিসিনাল প্ল্যান্টের কার্যকরী যৌগসমূহের গবেষণা তথ্য ও উপাত্তভিত্তিক ডাটা হালনাগাদকরণ (GreenMolBD) এবং প্রি-ক্লিনিক্যাল গবেষণা শক্তিশালীকরণ।

৭.৩ বিসিএসআইআর গবেষণাগার, রাজশাহী-এর কর্মকাণ্ড

২০২০-২০২১ অর্থবছরে বিসিএসআইআর গবেষণাগার, রাজশাহী-এর উল্লেখযোগ্য অর্জনসমূহ:

- ২টি পেটেন্ট সত্ত্ব অর্জনের জন্য আবেদন দাখিল করা হয়েছে;
- ৩টি প্রসেস রিভিউ প্রক্রিয়াধীন আছে;

- বর্তমানে ১২টি গবেষণা ও উন্নয়ন প্রকল্প বাস্তবায়নের কাজ চলছে;
- দেশি বিদেশি জার্নালে ১৪টি বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধ প্রকাশ করা হয়েছে;
- বিভিন্ন বিষয়ের ওপর ১১টি সেমিনার আয়োজন করা হয়েছে;
- যন্ত্র পরিচালনায় ১টি প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে;
- ২ জন রিসার্চ ফেলোর গবেষণা কার্যক্রম চলমান রয়েছে;
- ১টি গবেষণাগার আধুনিকীকরণ করা হয়েছে;
- এ গবেষণাগার হতে ১৪০টি শিল্প/বাণিজ্যিক পণ্য/পদার্থের বিশ্লেষণসেবা প্রদান করা হয়েছে।

ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা:

- চতুর্থ শিল্পবিপ্লব মোকাবেলায় গৃহীত পরিকল্পনা বাস্তবায়ন: যেমন ISO 17025:2017 এর আলোকে ল্যাবরেটরি অ্যাক্রিডিটেশন সম্পন্নকরণ, ISO 17025:2017 (E) বঙ্গানুবাদকরণ;
- অত্যাধুনিক গবেষণা যন্ত্রপাতি স্থাপন;
- সময়োপযোগী কর্মপরিকল্পনা প্রণয়নপূর্বক বার্ষিক উন্নয়ন প্রকল্প ও দেশীয় চাহিদাভিত্তিক আর অ্যাড ডি প্রকল্প বাস্তবায়ন।
- আন্তর্জাতিক মানসম্পন্ন প্রযুক্তি উদ্ভাবন ও উন্নয়ন, উচ্চতর গবেষণা করা;
- আন্তর্জাতিক মানের পণ্য বিশ্লেষণসেবা প্রদানের মাধ্যমে আমদানি ও রপ্তানিতে সহায়তা প্রদান;
- শিল্পখাতের কারিগরি ও প্রযুক্তিগত সমস্যা চিহ্নিতকরণ এবং তা সমাধানের জন্য সমন্বিত উদ্যোগ গ্রহণ।

৭.৪ পাইলট প্ল্যান্ট অ্যাড প্রসেস ডেভেলপমেন্ট সেন্টার (পিপি অ্যাড পিডিসি)-এর কর্মকাণ্ড

পিপি অ্যাড পিডিসির প্রধান লক্ষ্য বিসিএসআইআর-এর বিভিন্ন গবেষণা হতে উদ্ভূত পদ্ধতিসমূহের পাইলট প্ল্যান্ট স্টাডির মাধ্যমে পদ্ধতিসমূহের কারিগরি এবং অর্থনৈতিক সম্ভাব্যতা যাচাই করে পদ্ধতিটির শিল্পায়নে ভূমিকা রাখা। উদ্ভাবিত প্রযুক্তিসমূহ শিল্পোদ্যোক্তাদের মাধ্যমে সফলভাবে বাণিজ্যিকীকরণ, গৃহীত প্রকল্পসমূহ নির্ধারিত সময়ের মধ্যে সফলভাবে বাস্তবায়ন, পিপি অ্যাড পিডিসি-কে আন্তর্জাতিক (ISO/IEC17025) মানে উন্নীতকরণ এবং দক্ষ জনবল সৃষ্টিতে ভূমিকা রাখা।

২০২০-২১ অর্থবছরে সম্পাদিত উল্লেখযোগ্য অর্জনসমূহ:

- Design, Fabrication and Pilot Plant Studz of a Chatal Boiler for Local Rice Mills শীর্ষক ১টি প্রসেস গৃহীত হয়েছে;
- Reclamation of Metals (Tin, Aluminium, Lead, Copper etc) from E-waste (Mobile phone PCBs) শীর্ষক ১টি পেটেন্ট অনুমোদনের জন্য দাখিল করা হয়েছে;
- পাইলট প্ল্যান্ট স্টাডিসহ মোট ১১টি আরঅ্যাডডি প্রকল্প চলমান রয়েছে;
- জাতীয় ও আন্তর্জাতিক জার্নালে ১৯টি বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়েছে;
- বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের ৩টি থিসিস তত্ত্বাবধায়ন করা হয়েছে;
- ২৩ জন শিক্ষার্থীকে ইন্ডাস্ট্রিয়াল অটোমেশনের প্রশিক্ষণ দেয়া হয়েছে;
- ১৬৩টি বিশ্লেষণসেবা প্রদান করা হয়েছে;
- ১৩টি শিল্প প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন এবং চিহ্নিত সমস্যার সমাধান করা হয়েছে;
- ১৪ ফেব্রুয়ারি ২০২১ তারিখ ১০ম গ্রেড হতে তদুর্ধ্ব কর্মকর্তাদের দিনব্যাপী বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তিবিষয়ক প্রশিক্ষণ দেয়া হয়েছে;
- পিপি অ্যাড পিডিসিতে বিদ্যমান যন্ত্রাদি ব্যবহার করে মৌসুমি ফল থেকে জুস, পান্ন এবং হারবাল চা স্যাচেট ও ক্যাপসুল উৎপাদনের জন্য পিপিঅ্যাডপিডিসি, বিসিএসআইআর গত ১৩ জুলাই ২০২০ তারিখ Bangladesh Seasonal Fruits & Food Processing Limited, Mohammadpur, Dhaka-1207-এর সাথে এক বছরের একটি সেবা চুক্তি স্বাক্ষর করা হয়েছে;

- Organic Nutrition Limited, Khan Mansion (5th floor), 107 Motijheel, C/A, Dhaka-1000 প্রতিষ্ঠানের উৎপাদিত পণ্যসামগ্রী পিপি অ্যান্ড পিডিসিতে বিদ্যমান মেশিনারিজ ব্যবহার করে প্যাকেটজাত করার জন্য গত ২০ আগস্ট ২০২০ তারিখ পিপি অ্যান্ড পিডিসি, বিসিএসআইআর-এর সাথে এক বছর মেয়াদি একটি সেবা চুক্তি করা হয়েছে;
- “ভ্রাম্যমাণ বিজ্ঞান প্রদর্শনী, বিসিএসআইআর” শীর্ষক বার্ষিক উন্নয়ন প্রকল্পটি চলমান রয়েছে। এই ভ্রাম্যমাণ বিজ্ঞান প্রদর্শনীর মাধ্যমে অনগ্রসর ও পশ্চাৎপদ এলাকায় স্কুল কলেজের ছাত্র-ছাত্রীদেরকে কম খরচে বিজ্ঞান শিক্ষা, অ্যানিমেশন, সিমুলেশন ও ভিডিও করে বাংলায় তাত্ত্বিক ও ব্যবহারিক পরীক্ষণ প্রদর্শন এবং হাতে-কলমে ব্যবহারিক শিক্ষা সেবা প্রদান করা হবে। এছাড়াও শিক্ষার্থীদেরকে প্রজেক্টরের মাধ্যমে অফ লাইনে এবং ইন্টারনেটের মাধ্যমে অনলাইনে সমগ্র দেশে বিজ্ঞান শিক্ষা পৌঁছানো সম্ভবপর হবে;
- নতুন গবেষণাগার স্থাপন ও অবকাঠামো উন্নয়ন: পিপিঅ্যান্ডপিডিসি-এর Heat Treatment এবং Mechatronics ল্যাবরেটরি ২টির যন্ত্রায়নসহ অবকাঠামোর উন্নয়ন সাধিত হয়েছে। Heat Treatment shop এ Atomic Force Microscope ক্রয় করা হয়েছে। এটি একটি উচ্চ ক্ষমতাসম্পন্ন মাইক্রোস্কোপিক পদ্ধতি। এটি বস্তুর পৃষ্ঠতলের উচ্চ রেজুলেশনের ন্যানোমিটার স্কেলের ও ভগ্নাংশের ছবি নিতে সক্ষম। এটি সলিড স্টেটফিজিক্স, সেমিকন্ডাকটর ইন্ডাস্ট্রি, মলিকুলার ইঞ্জিনিয়ারিং, সার্ফেস কেমিস্ট্রি প্রভৃতি ক্ষেত্রে বহুলভাবে ব্যবহার করা হয়। Mechatronics ল্যাবরেটরিতে ইন্ডাস্ট্রিয়াল অটোমেশন বিষয়ে গবেষণা ও উন্নয়নমূলক কাজের জন্য উন্নত যন্ত্রপাতি স্থাপিত হয়েছে। বিগত কয়েক বছরে এই ল্যাব হতে তিনশতের বেশি স্টুডেন্টকে প্রশিক্ষণ দেয়া হয়েছে। এই অর্থবছরে এই ল্যাবের উন্নয়নের জন্য Programmable Logic Control, Human Machine Interface, Variable Frequency Drive, Industrial Internet of Things, Servo control ইত্যাদি ক্রয় করা হয়েছে।

ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা:

- টেকসই প্রযুক্তি উন্নয়ন ও বাস্তবায়ন এবং ২০৪১ সালের মধ্যে বাংলাদেশকে মধ্যম আয়ের দেশ হিসেবে গড়ে তোলার লক্ষ্যে পিপিঅ্যান্ডপিডি সেন্টারকে জাতীয় টেকনোলজি ইনিকিউবেশন সেন্টার রূপে প্রতিষ্ঠিতকরণ;
- শিল্প গবেষণার মাধ্যমে নতুন প্রযুক্তি উদ্ভাবন ও মেধাসত্ত্ব অর্জনপূর্বক তা শিল্প উদ্যোক্তাদের নিকট হস্তান্তর করে আর্থসামাজিক উন্নয়ন ও বেকারত্ব দূরীকরণ;
- সমন্বয়যোগী কর্মপরিকল্পনা প্রণয়নপূর্বক বার্ষিক উন্নয়ন প্রকল্প ও আরঅ্যান্ডডি প্রকল্পসমূহ বাস্তবায়ন, পাইলট প্ল্যান্ট স্টাডি, দেশীয় কাঁচামাল ব্যবহার করে প্রযুক্তি উদ্ভাবন উন্নয়ন এবং উদ্ভাবিত পণ্যের বাণিজ্যিককরণ, আন্তর্জাতিক মানসম্পন্ন প্রযুক্তির উদ্ভাবন, উন্নয়ন এবং আন্তর্জাতিক মানের পণ্য বিশ্লেষণসেবা প্রদান, শিল্পখাতের কারিগরি ও প্রযুক্তিগত সমস্যা চিহ্নিত করে তা সমাধানের জন্য সমন্বিত উদ্যোগ গ্রহণ।

৭.৫ জ্বালানি গবেষণা ও উন্নয়ন ইনস্টিটিউট (আইএফআরডি)

দেশের জ্বালানি সংকট হতে উত্তরণ ও গ্রিনহাউজ গ্যাস নিঃসরণ কমিয়ে পরিচ্ছন্ন পরিবেশ রক্ষার উদ্দেশ্যে বিসিএসআইআর-এর জ্বালানি গবেষণা ও উন্নয়ন ইনস্টিটিউট বিভিন্ন প্রকার প্রচলিত এবং নবায়নযোগ্য শক্তি নিয়ে গবেষণা করে আসছে। এ ইনস্টিটিউট পরিবেশবান্ধব বিভিন্ন প্রযুক্তি যেমন: বায়োগ্যাস, বায়োমাস, বায়োফুয়েল, সৌরশক্তি, বায়ুশক্তিসহ প্রায় সকল নবায়নযোগ্য শক্তির ওপর গবেষণা ও উন্নয়ন কাজে নিয়োজিত রয়েছে। এছাড়া, প্রচলিত বিভিন্ন ধরনের জীবাশ্ম জ্বালানির গুণগতমান উন্নয়ন এবং বিদ্যুৎ ও জ্বালানির সাশ্রয়ী ব্যবহারবিষয়ক যাবতীয় গবেষণা ও উন্নয়ন কর্মকাণ্ড পরিচালনা করে থাকে।

আইএফআরডি এর গবেষণা ও উন্নয়ন কার্যক্রম:

- ৫০-৬৫% জ্বালানি সাশ্রয়ী বিভিন্ন ধরনের উন্নত চুলা উদ্ভাবন, সম্প্রসারণ ও প্রশিক্ষণ প্রদান;
- পচনশীল বর্জ্য হতে বায়োগ্যাস তৈরির জন্য ফ্লোটিং ডোম, স্থির ডোম, পোর্টেবল ফাইবার গ্লাস ও স্পেস ইফিসিয়েন্ট বায়োগ্যাস প্ল্যান্ট উদ্ভাবন, সম্প্রসারণ ও প্রশিক্ষণ প্রদান;
- সৌরতাপ প্রযুক্তি যেমন: সোলার ওভেন, সোলার ড্রায়ার, সোলার হট ওয়াটার সিস্টেম, গৃহাভ্যন্তরে রান্নার উপযোগী সোলার ওভেন ইত্যাদি উদ্ভাবন;
- আন্তর্জাতিক মানের সোলার এনার্জি ল্যাবরেটরি স্থাপন ও প্রথমবারের মতো দেশে স্বল্পমূল্যের থিনফিল্ম সোলার সেল উদ্ভাবনের গবেষণা কার্যক্রম চালুকরণ;

- ব্রেক অয়েল, মেশিন অয়েল, রেডি়েটর কুলেণ্ট প্রযুক্তির উদ্ভাবন;
- এনার্জি সেভিং প্রযুক্তি উদ্ভাবন;
- সোলার সেল, সোলার প্যানেল, ব্যাটারিসহ নবায়নযোগ্য জ্বালানিশক্তি ও জীবাশ্ম জ্বালানির গুণগতমান পরীক্ষার আন্তর্জাতিক মানসম্পন্ন টেস্টিং সেবা প্রদান;
- জ্বালানি বিষয়ে বিভিন্ন সরকারি ও বেসরকারি শিল্প কারখানা, প্রতিষ্ঠান ও জনসাধারণকে পরামর্শ প্রদান করা এবং এ সংক্রান্ত শিল্প কারখানার যাবতীয় সমস্যার সমাধান;
- আইএফআরডি কর্তৃক উদ্ভাবিত বিভিন্ন পণ্য ও প্রযুক্তি নিবিড় প্রশিক্ষণের মাধ্যমে বিভিন্ন পর্যায়ের উদ্যোক্তাদের মধ্যে হস্তান্তর করা;
- স্নাতক ও স্নাতকোত্তর (মাস্টার্স, এমফিল, পিএইচডি) পর্যায়ে থিসিস তত্ত্বাবধান করা;
- আইএফআরডি-এর স্টেকহোল্ডারদের মধ্যে আইএফআরডি-এর কর্মকাণ্ড, উদ্ভাবিত পণ্য ও সেবাসমূহের বিষয়ে নিয়মিত কর্মশালা আয়োজন;
- দেশব্যাপী পরিচালিত লাগসই প্রযুক্তি সম্প্রসারণ কর্মসূচিতে সক্রিয় অংশগ্রহণ।

২০২০-২০২১ অর্থবছরে সম্পাদিত আইএফআরডির উল্লেখযোগ্য অর্জনসমূহ:

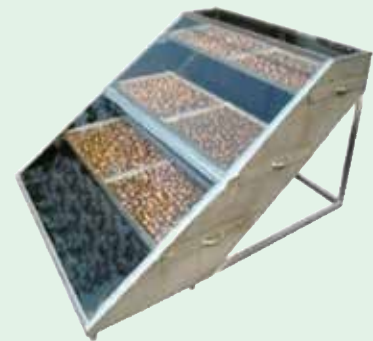
- ২৩টি আরএডডি প্রকল্প নিয়ে গবেষণা সম্পন্ন করা হয়েছে;
- বিভিন্ন দেশীয় ও আন্তর্জাতিক বৈজ্ঞানিক জার্নালে মোট ২৪টি বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়েছে;
- ১টি প্রসেস গৃহীত হয়েছে;
- ১টি পেটেন্ট অনুমোদনের জন্য দাখিল করা হয়েছে;
- দেশের বিভিন্ন জেলায় ৫টি শিল্প প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন করে তাদের সমস্যার সমাধানে পরামর্শ দেয়া হয়েছে;
- বিজ্ঞানবিষয়ক ৩টি সেমিনার/কর্মশালার আয়োজন করা হয়েছে;
- বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি মন্ত্রণালয় আয়োজিত দেশের ৪০টি উপজেলায় “স্থানীয়ভাবে উদ্ভাবিত লাগসই প্রযুক্তির প্রয়োগ ও সম্প্রসারণ” শীর্ষক সেমিনার-প্রদর্শনীতে অংশগ্রহণের মাধ্যমে জ্বালানি গবেষণা ও উন্নয়ন ইনস্টিটিউট উন্নত চুলা, বায়োগ্যাস প্লান্ট প্রযুক্তি এবং সৌরশক্তির ব্যবহার, প্রদর্শন, সম্প্রসারণ ও জনপ্রিয়করণ কাজে অংশগ্রহণ করেছে;
- সরকারি ও বেসরকারি বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের ১৬৪টি বিশ্লেষণসেবা প্রদান করেছে;
- ২০ জন জনবল বিভিন্ন দেশীয় ও আন্তর্জাতিক ট্রেনিং/সেমিনার/ওয়ার্কসপ এ অংশগ্রহণ করেছে;
- ৩টি থিসিস সম্পাদনে গবেষণাকর্ম তত্ত্বাবধান করা হয়েছে।



ব্রেক অয়েল



স্মার্টলাইট কন্ট্রোলিং সিস্টেম



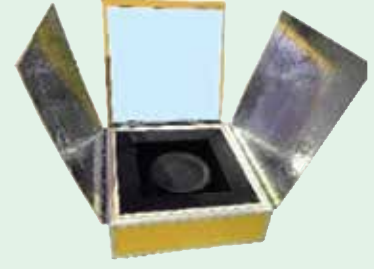
সোলার ড্রায়ার



মেশিন অয়েল



পোর্টেবল ফাইবারগ্লাস বায়োগ্যাস প্লান্ট



সোলার ওভেন



রেডি়েটর অয়েল



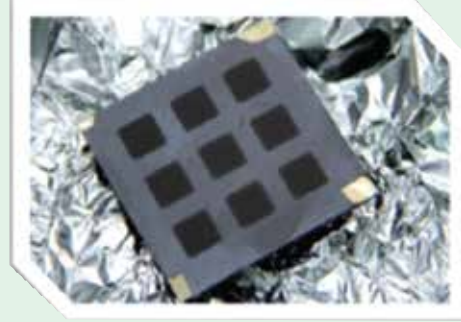
স্পেস সেভিং বায়োগ্যাস প্লান্ট



উচ্চ কর্মদক্ষতা সম্পন্ন বহনযোগ্য উন্নত চুলা



বায়ো ফুয়েল



সোলার সেল



ট্র্যাকার

আইএফআরডি-এর ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা:

- ভবিষ্যৎ জ্বালানি নিরাপত্তার স্বার্থে নবায়নযোগ্য শক্তি নিয়ে ব্যাপক গবেষণার লক্ষ্যে আইএফআরডিকে আন্তর্জাতিক মানসম্পন্ন একটি আধুনিক এনার্জি ইনস্টিটিউটে রূপান্তর করা, যেখানে জ্বালানি ও বিদ্যুৎ সশ্রয়ী ব্যবহার, গুণগতমান উন্নয়ন এবং শক্তি সঞ্চয়ের লক্ষ্যে গবেষণার সুযোগ বৃদ্ধি করা;
- জনবলের দক্ষতা বৃদ্ধি করতে নিয়মিত প্রশিক্ষণ কোর্স বাস্তবায়ন করা;
- প্রশিক্ষিত জনবল তৈরির মাধ্যমে যুগোপযোগী এবং শিল্পোদ্যোক্তাদের চাহিদানুসারে গবেষণা ও উন্নয়ন কর্মকাণ্ডের সক্ষমতা বৃদ্ধি করে জ্বালানি ক্ষেত্রকে সমৃদ্ধশালী করায় সহায়তা করা;
- স্টেকহোল্ডারদের যথাযথ প্রযুক্তিগত সহায়তা প্রদান করা ।

৭.৬ ইনস্টিটিউট অফ ফুড সাইন্স অ্যান্ড টেকনোলজি (আইএফএসটি)

বিসিএসআইআর-এর একটি মনো-ডিসিপ্লিনারি ইনস্টিটিউট হিসেবে ১৯৮৩ সালে খাদ্যবিজ্ঞান ও প্রযুক্তি ইনস্টিটিউট (আইএফএসটি)এর যাত্রা শুরু হয়। আইএফএসটি দেশের খাদ্যবিজ্ঞান ও প্রযুক্তি নির্ভর গবেষণা ও উন্নয়নের ক্ষেত্রে বৃহত্তম গবেষণা প্রতিষ্ঠান হিসেবে স্বীকৃত। উৎপাদনোত্তর খাদ্যদ্রব্যের প্রক্রিয়াজাতকরণ, সংরক্ষণ, মজুতকরণ এবং নিরাপদ খাদ্য নিশ্চিতকরণ ও পশুখাদ্য বিষয়ে এ প্রতিষ্ঠানের বিজ্ঞানীরা দক্ষতার সাথে নিরলসভাবে গবেষণা কার্যক্রম পরিচালনা করছে। আইএফএসটিতে স্বল্প মূল্যের দেশীয় কাঁচামাল ব্যবহার করে অধিক পুষ্টিসমৃদ্ধ নতুন নতুন পণ্য উৎপাদনের পদ্ধতি উদ্ভাবন করা হয়েছে। পাশাপাশি নিরাপদ খাদ্য নিশ্চিতকরণের লক্ষ্যে এ ইনস্টিটিউট ভেজাল রোধে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে আসছে।

আইএফএসটি-এর গবেষণা ও উন্নয়ন কার্যক্রম:

- দ্রুত পচনশীল ভোগ্যপণ্য যেমন মাছ, মাংস ও মাংসজাত পণ্য, ফল-মূল ও শাকসবজি সংরক্ষণ পদ্ধতি, প্রক্রিয়াজাতকরণ কৌশল ও নতুন পুষ্টিগুণসমৃদ্ধ পণ্য উদ্ভাবন;
- শস্য ও শস্যজাত দ্রব্য হতে স্বল্পমূল্যের অধিক পুষ্টিগুণসম্পন্ন সম্পূরক খাদ্য তৈরি করা;
- দুগ্ধ এবং দুগ্ধজাত পণ্যের মান নিয়ন্ত্রণ এবং নতুন পণ্যের সংরক্ষণ ও উদ্ভাবনের গবেষণা পরিচালনা;
- ভোজ্য তেল, তেলবীজ ও তেলজাতীয় পণ্য নিয়ে গবেষণা এবং পণ্য উদ্ভাবন;
- খাদ্য দ্রব্যে অণুজীবের বিস্তার নিয়ন্ত্রণ এবং প্রতিরোধ ও অণুজীব ব্যবহারের মাধ্যমে খাদ্য প্রস্তুত, খাদ্য সংরক্ষণ পদ্ধতি উদ্ভাবন;
- খাদ্যশিল্পসংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানসমূহকে প্রযুক্তিগত পরামর্শ সেবা প্রদান;
- খাদ্যে ক্ষতিকর অ্যান্টিবায়োটিক ও অণুজীবের উপস্থিতি নির্ণয় করার লক্ষ্যে Food and Agricultural Organization (FAO)-এর সাথে সমঝোতাস্মারক স্বাক্ষরিত হয় এবং সে অনুযায়ী সারা দেশব্যাপী Sample Collection পূর্বক গবেষণা কার্যক্রম চলমান রয়েছে;
- খাদ্যে লবণের মান নিয়ন্ত্রণের লক্ষ্যে BDS অনুযায়ী লবণের রাসায়নিক বিশ্লেষণ বিষয়ে Control of Iodine Deficiency Disorder (CIDD) Project Stuff এবং বিসিক-এর ইন্সপেক্টর ও কেমিস্টদের ব্যবহারিক প্রশিক্ষণ প্রদান;
- স্পর্সড প্রজেক্ট-এর মাধ্যমে নির্দিষ্ট সময়সীমার মধ্যে চাহিদা অনুযায়ী প্রযুক্তি উদ্ভাবন ও হস্তান্তরকরণ;
- বিশ্ববিদ্যালয়ের এমএস, এমফিল ও পিএইচডি শিক্ষার্থীদের গবেষণা কাজ তত্ত্বাবধান;
- বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান যেমন-মৎস্য অধিদপ্তর, বিএসটিআই, বাংলাদেশ কাষ্টমস, ডব্লিউ এফ পি, বিভিন্ন সুপার সপ, খাদ্য প্রক্রিয়াজাতকরণ ও সরবরাহকারী প্রতিষ্ঠানসমূহকে বিশ্লেষণসেবা প্রদান;
- বিশ্ব খাদ্য কর্মসূচি (ডব্লিউ এফ পি)-এর স্কুল ফিডিং কর্মসূচিতে সরবরাহের জন্য উৎপাদিত বিস্কুট-এর মান নিয়ন্ত্রণে সহযোগিতা প্রদান;
- দেশব্যাপী পরিচালিত লাগসই প্রযুক্তি সম্প্রসারণ কর্মসূচিতে সক্রিয় অংশগ্রহণ;
- চিংড়ি মাছ ও অন্যান্য মাছ রপ্তানিতে সহযোগিতার জন্য ইউরোপিয়ান ইউনিয়ন-এর গাইড লাইন অনুযায়ী মেথড ভ্যালিডেশন করে বিশ্লেষণসেবা প্রদান;
- বাংলাদেশ সেনাবাহিনী, নৌবাহিনীর কর্মকর্তা, স্থানীয় সরকার পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়ের স্থানীয় সরকার বিভাগ-এর পৌরসভা স্যানিটারি ইন্সপেক্টরদের নিরাপদ খাদ্য নিশ্চিতকরণের লক্ষ্যে ভেজাল শনাক্তকরণের ওপর প্রশিক্ষণ প্রদান;
- আইএফএসটি-এর স্টেকহোল্ডারদের মধ্যে আইএফএসটি-এর কর্মকাণ্ড, উদ্ভাবিত পণ্য ও সেবাসমূহের বিষয়ে নিয়মিত কর্মশালা আয়োজন এবং তাদের সমস্যা নিয়ন্ত্রণে সুনির্দিষ্ট গবেষণা প্রকল্প পরিচালনা।

আইএফএসটি-এর অর্জন:

- ২০২০-২১ অর্থবছরে ৫টি গবেষণা ও উন্নয়ন প্রকল্প সমাপ্ত হয়েছে এবং আরো ১৯টি গবেষণা ও উন্নয়ন প্রকল্প চলমান আছে;
- ১৮ নভেম্বর, ২০২০ তারিখ নিরাপদ ও পুষ্টিগুণ সমৃদ্ধ খাদ্যশিল্প বিকাশে আইএফএসটি এবং অংশীজন মতবিনিময় কর্মশালা' ২০২০-২১" শীর্ষক সেমিনার আয়োজন করা হয়েছে। উক্ত সেমিনারে উদ্যোক্তাদের নিকট থেকে বিভিন্ন মতামত ও পরামর্শ গ্রহণ করা হয়;

- গবেষণা ও উন্নয়ন প্রকল্প ভিত্তিক ১৪টি সেমিনার আয়োজন করা হয়েছে;
- ১৯টি থিসিস সম্পাদনে গবেষণা সহায়তা প্রদান করা হয়েছে;
- ৬৮ জনকে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিবিষয়ক প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে;
- নমুনা বিশ্লেষণের সক্ষমতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে ৩টি মেথড ভ্যালিডেশন করা হয়েছে;
- আন্তর্জাতিক ও জাতীয় পর্যায়ের জার্নালে ২২টি গবেষণা প্রবন্ধ প্রকাশ করা হয়েছে;
- গবেষণা কর্মের সংশ্লিষ্ট বিষয়ে দক্ষতা অর্জনের লক্ষ্যে ১ জন বিজ্ঞানী বৈদেশিক প্রশিক্ষণ গ্রহণ করেছেন;
- ৪টি নতুন প্রসেস গৃহীত ও ২টি প্রসেস ইজারা প্রদান করা হয়েছে;
- ১টি সমঝোতাস্মারক স্বাক্ষরিত হয়েছে;
- ২৬৯০টি নমুনার বিশ্লেষণসেবা প্রদান করা হয়েছে।

আইএফএসটি কর্তৃক উদ্ভাবিত গুরুত্বপূর্ণ পণ্যসমূহ:

- বিভিন্ন দেশীয় মৌসুমী ফলমূল ও শাকসবজি হতে বিভিন্ন ধরনের জুস, (যেমন: স্ট্রবেরি, তেঁতুল, করলা, চালতা ইত্যাদি) সস (যেমন: বাঁধাকপি, চালতা, স্ট্রবেরি, মিক্সসড ভেজিট্যাবল সস ইত্যাদি) জ্যাম ও জেলি (যেমন: আনারস, স্ট্রবেরি, পেয়ারা ইত্যাদি);
- ভিটামিন-এ এবং প্রোটিনসমৃদ্ধ বিস্কুট;
- প্রোটিন ও আঁশসমৃদ্ধ ডায়াবেটিক আটা;
- বিভিন্ন ধরনের ডি-হাইড্রেটেড পণ্য (গাজর, করলা, টমেটো ইত্যাদি);
- ফল-মূল ও শাকসবজির গায়ে লেগে থাকা পেস্টিসাইড রেসিডিউ, ফরমালিন, ওয়াক্স এবং বিভিন্ন ধরনের ব্যাক্টেরিয়া মুক্তকরণের নিমিত্ত “ফ্রুট অ্যান্ড ভেজিটেবল ওয়াশ” উদ্ভাবন ও মানোন্নয়ন করা হয়েছে;
- আয়রন ও ভিটামিনসমৃদ্ধ খাদ্য শস্য যেমন: রাইস পরিস বিকল্প সেরিলাক উদ্ভাবন;

আইএফএসটি -এর ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা:

- খাদ্য বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিতে এবং গবেষণায় আইএফএসটিকে সেন্টার অফ এক্সিলেন্স (Centre of Excellence) হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করা;
- কৃষি খাদ্যভিত্তিক শিল্পায়ন ও কর্মসংস্থাপনের সুযোগ সৃষ্টি করতে চাহিদা অনুযায়ী উন্নয়ন ও গবেষণা পরিচালনা করা;
- খাদ্যের ভেজাল শনাক্তকরণের লক্ষ্যে বিভিন্ন ধরনের পদ্ধতি উদ্ভাবন ও বিশ্লেষণের সুযোগ সৃষ্টি করা;
- উৎপাদনোত্তর খাদ্যসমূহ প্রক্রিয়াকরণের নতুন নতুন প্রক্রিয়াজাত খাদ্যপণ্য উদ্ভাবন ও পুষ্টিমান নির্ণয়;
- প্রাকৃতিক উৎস হতে ফাইটোকেমিক্যাল শনাক্তকরণ এবং বৈশিষ্ট্য নির্ধারণ ও প্রয়োগের মাধ্যমে প্রাণিজ উৎস হতে অধিক পুষ্টিসম্পন্ন খাদ্যপণ্য উদ্ভাবন ও অধিক সময় সংরক্ষণের লক্ষ্যে গবেষণা;
- নিরাপদ খাদ্য প্রস্তুতকরণ, ভেজাল নির্ধারণ ও হাজার্ড অ্যানালাইসিস ক্রিটিক্যাল কন্ট্রোল পয়েন্ট (এইচএসসিপি) সম্পর্কে প্রশিক্ষণ প্রদান;
- অত্যাধুনিক Microbial Identification Systems স্থাপনের মাধ্যমে অতিদ্রুত ও অধিকসংখ্যক Microbial Bacteria, Yest/mold বা Fungi শনাক্তকরণের মাধ্যমে ফুড সেফটি তথা খাদ্যনিরাপত্তা নিশ্চিতকরণের ভূমিকা রাখা;
- ভিটামিন-এ সমৃদ্ধ পদ্ধতির উন্নয়নের মাধ্যমে দেশের ভিটামিন-এ এর অভাবজনিত অপুষ্টি দূরীকরণ গবেষণা প্রকল্প বাস্তবায়ন;
- গবেষণাগারসমূহে ISO -17025 অ্যাক্রিডিটেশন অর্জন করা।

৭.৭ ইনস্টিটিউট অফ গ্লাস অ্যান্ড সিরামিক রিসার্চ অ্যান্ড টেস্টিং (আইজিসিআরটি)

কাচ ও সিরামিক গবেষণা ও পরীক্ষণ ইনস্টিটিউট (আইজিসিআরটি) বিসিএসআইআর-এর ৪র্থ মনোডিসিপ্লিনারি গবেষণা ইউনিট, যা ২০০১ সালের অক্টোবর মাস হতে বিসিএসআইআর গবেষণাগার, ঢাকা-এর গ্লাস অ্যান্ড সিরামিক রিসার্চ ডিভিশন হতে কাচ ও সিরামিক গবেষণা ও পরীক্ষণ ইনস্টিটিউট (আইজিসিআরটি) নামে পূর্ণাঙ্গ ইনস্টিটিউট হিসেবে কার্যক্রম শুরু করে। প্রতিষ্ঠালগ্ন থেকেই আইজিসিআরটি তৈজসপত্র, স্যানিটারি ওয়্যারস, টাইলস, রিফ্রাক্টরিজ, সিমেন্ট, রঞ্জক, এনামেল, গ্লাস টেকনোলজি ছাড়াও গ্লাসসিরামিক, বায়ো ও ন্যানো সিরামিক, ন্যানোম্যাটেরিয়ালস, ন্যানোকোটিংস, বিল্ডিং ম্যাটেরিয়ালস ও সমগোত্রীয় শিল্পের গবেষণা ও উন্নয়ন কর্মকাণ্ডে অংশগ্রহণ এবং সেবা প্রদান করে আসছে। কাচ ও সিরামিক গবেষণা ও পরীক্ষণ ইনস্টিটিউট প্রযুক্তি উদ্ভাবন ও হস্তান্তরের মাধ্যমে দেশের শিল্পায়ন ও উন্নয়নে সহায়তা প্রদান করে থাকে।

এ প্রতিষ্ঠানের উল্লেখযোগ্য উদ্ভাবনসমূহ হলো : (১) জিংক সালফেট এবং জিংক এসিটেট, (২) আর্সেনিক ফিল্টার, (৩) ইনসুলেটিং ব্রিক, (৪) বোন এ্যাশ, (৫) ফুডগ্রোড ডাই ক্যালসিয়াম ফসফেট, (৬) পানি বিশুদ্ধকরণ ফিল্টার, (৭) সিরামিক স্টেইন কালার, (৮) আয়রন অক্সাইড, (৯) প্রক্রিয়াজাত দীর্ঘস্থায়ী বাঁশ, (১০) Calcium hydroxyapatite bio-ceramic material from eggshell, (১১) Fluoroapatite from eggshell, (১২) Alum from locally available raw materials

২০২০-২১ অর্থবছরের সম্পাদিত আইজিসিআরটির উল্লেখযোগ্য অর্জন:

- ১৮টি গবেষণা ও উন্নয়ন প্রকল্প চলমান রয়েছে এবং ৪টি গবেষণা ও উন্নয়ন প্রকল্প বাস্তবায়ন করা হয়েছে;
- “বিসিএসআইআর-এর কাচ ও সিরামিক গবেষণা ও পরীক্ষণ ইনস্টিটিউট (আইজিসিআরটি) শক্তিশালীকরণ” শীর্ষক ৩ বছর মেয়াদি বার্ষিক উন্নয়ন প্রকল্প চলমান রয়েছে;
- আন্তর্জাতিক ও জাতীয় জার্নালে ১০টি গবেষণা প্রবন্ধ প্রকাশ করা হয়েছে;
- ১০২টি বিশ্লেষণসেবা প্রদান করা হয়েছে ;
- গত ১৫ জুন ২০২১ তারিখ সিমেন্ট, বিভিন্ন কেমিক্যাল উৎপাদক, ব্রিকস, সিরামিকস ও টাইলস, টেবিলওয়্যার প্রভৃতি স্টেকহোল্ডারদের সক্রিয় অংশগ্রহণের মাধ্যমে “মুজিববর্ষের প্রতিতি, কাচ-সিরামিক শিল্পোন্নয়নে অগ্রগতি” শীর্ষক কর্মশালা সফলভাবে সম্পন্ন করা হয়েছে।
- মাওলানা ভাসানী বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়, টাঙ্গাইল হতে আগত বিএসসি (অনার্স)-এর ৪র্থ বর্ষের ৯জন শিক্ষার্থীদেরকে ১ মাসব্যাপী ইন্টার্নশিপ প্রদান করা হয়েছে;
- ২টি উদ্ভাবিত প্রযুক্তির পেটেন্ট দাখিল করা হয়েছে;
- ১টি উদ্ভাবিত প্রযুক্তির প্রসেস গৃহীত হয়েছে;
- ৬ জন শিক্ষার্থীর ফেলোশিপ ও বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয় হতে আগত ১৯ জন শিক্ষার্থীর থিসিস তত্ত্বাবধায়ন করা হয়েছে;
- বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি মন্ত্রণালয় আয়োজিত দেশের ৭টি বিভাগের বিভিন্ন উপজেলায় “স্থানীয়ভাবে উদ্ভাবিত লাগসই প্রযুক্তির প্রয়োগ ও সম্প্রসারণ শীর্ষক সেমিনার ও প্রদর্শনীতে অংশগ্রহণের মাধ্যমে আইজিসিআরটি-এর উদ্ভাবিত প্রযুক্তি ‘স্বল্প ব্যয়ে গৃহনির্মাণ সামগ্রী (প্রক্রিয়াজাত দীর্ঘস্থায়ী বাঁশ)’ এবং ‘পানি বিশুদ্ধকরণ ফিল্টার’ প্রস্তুতকরণ ও ব্যবহারের প্রদর্শন, সম্প্রসারণ ও জনপ্রিয়করণের কাজে অংশগ্রহণ করা হয়েছে;
- দেশের ৭টি শিল্প প্রতিষ্ঠান পরিদর্শনপূর্বক তাদের বেশ কিছু চিহ্নিত সমস্যার সমাধানে পরামর্শ দেয়া হয়েছে;
- শুদ্ধাচারবিষয়ক প্রশিক্ষণ এবং পরিকল্পনা অনুযায়ী ‘শুদ্ধাচার পুরস্কার-২০২১’ প্রদান করা হয়েছে।

আইজিসিআরটির ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা:

প্রশিক্ষিত জনবল তৈরির মাধ্যমে যুগোপযোগী এবং শিল্পোদ্যোক্তাদের চাহিদানুসারে গবেষণা ও উন্নয়ন কর্মকাণ্ডের সক্ষমতা বৃদ্ধি করে আইজিসিআরটি কাচ ও সিরামিক ক্ষেত্রকে অর্থনৈতিকভাবে সমৃদ্ধশালী করতে সহায়তা করবে।

৭.৮ চামড়া গবেষণা ইনস্টিটিউট (এলআরআই)-এর কর্মকাণ্ড

চামড়া গবেষণা ইনস্টিটিউট চামড়া ও চামড়াজাত পণ্যসংশ্লিষ্ট দেশের একমাত্র গবেষণা প্রতিষ্ঠান। এটি ২০০০ খ্রিষ্টাব্দে সাভারের নয়ারহাটে স্থাপিত হয় এবং ২০১৬-২০২০ মেয়াদে একটি বার্ষিক উন্নয়ন প্রকল্পের মাধ্যমে আধুনিকায়ন করা হয়। বর্তমানে আন্তর্জাতিক মানের গবেষণাসুবিধা প্রয়োগের মাধ্যমে এক দল গবেষক চামড়া, চামড়াজাত পণ্য, ফুটওয়্যার, লেদার প্রসেসিং কেমিক্যালস, ট্যানারি বর্জ্যের ওপর গবেষণা কার্যক্রম পরিচালনা করছেন। বিশ্ব বাজারের চাহিদার সঙ্গে তাল মিলিয়ে সৃষ্টিশীল গবেষণা এবং গবেষণালব্ধ ফলাফলের বাস্তব প্রয়োগের মধ্যে ভারসাম্য রক্ষা চামড়া গবেষণা ইনস্টিটিউটের প্রধান চালিকাশক্তি। গবেষণালব্ধ ফলাফল এবং উদ্ভাবিত দেশীয় প্রযুক্তি চামড়া সেক্টরে হস্তান্তর করে চামড়া খাত হতে অধিকতর বৈদেশিক মুদ্রা অর্জন, কর্মসংস্থান বৃদ্ধি এবং চামড়া ও চামড়াজাত শিল্পের সার্বিক উন্নয়নে এ প্রতিষ্ঠান সহায়ক ভূমিকা পালন করছে।

চামড়া গবেষণা ইনস্টিটিউটের অর্জনসমূহ:

- ২টি পেপার আন্তর্জাতিক জার্নালে প্রকাশিত হয়েছে;
- চামড়ার ১০টি প্যারামিটারের ওপর ISO/IEC ১৭০২৫-২০১৭ আন্তর্জাতিক সনদ অর্জনের জন্য আবেদনের প্রেক্ষিতে প্রি-এসেসমেন্ট সম্পন্ন হয়েছে। ISO/IEC ১৭০২৫-২০১৭-এর শর্ত মোতাবেক ল্যাবরেটরিতে Internal Audit করা হয়েছে;
- ১টি প্রসেস ও ১টি পেটেন্ট অনুমোদনের জন্য আবেদন করা হয়েছে;
- প্রতিবছর ILC প্রোগ্রামে অংশগ্রহণ করা হয়;
- Footwear Manufacturing-এর ওপর ৫ জনকে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে;
- ২টি শিল্প প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন করে সমস্যা সমাধানে পরামর্শ দেয়া হয়েছে;
- ৫৪টি নমুনা বিশ্লেষণসেবা প্রদান করা হয়েছে;
- ৪টি গবেষণা প্রকল্প সমাপ্ত হয়েছে, ৫টি চলমান আছে এবং নতুন ৪টি প্রকল্প প্রস্তাব করা হয়েছে;
- শুদ্ধাচার বিষয়ে ৪টি প্রশিক্ষণ এবং পরিকল্পনা অনুযায়ী শুদ্ধাচার পুরস্কার প্রদান করা হয়েছে;
- সেবাগ্রহীতাদের সাথে স্টেকহোল্ডার সভা আয়োজন করা হয়েছে।

চামড়া গবেষণা ইনস্টিটিউটের ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা:

- প্রোটোটাইপ পরিবেশবান্ধব ট্যানারি স্থাপন করা;
- প্রোটোটাইপ বর্জ্য-পরিশোধনাগার (ইটিপি) স্থাপন করা;
- আধুনিক মানের প্রশিক্ষণকেন্দ্র স্থাপন করা;
- আধুনিক মানের ফুটওয়্যার ডিজাইন ল্যাবরেটরি প্রতিষ্ঠা করা।

৭.৯ ইনস্টিটিউট অব মাইনিং, মিনারেলজি অ্যান্ড মেটালার্জি (আইএমএমএম), জয়পুরহাট-এর কর্মকাণ্ড

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ২২ জানুয়ারি ২০১২ তারিখ ইনস্টিটিউট অব মাইনিং, মিনারেলজি অ্যান্ড মেটালার্জি (আইএমএমএম), বিসিএসআইআর, জয়পুরহাট-এর শুভ উদ্বোধন করেন। বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন বাংলাদেশ বিজ্ঞান ও শিল্প গবেষণা পরিষদ (বিসিএসআইআর)-এর উদ্যোগে মাইনিং, মিনারেল প্রসেসিং ও মেটালার্জিক্যালবিষয়ক গবেষণা কার্যক্রম, প্রযুক্তির উদ্ভাবন, মানোন্নয়ন, শিল্প-কারখানা স্থাপন এবং কর্মসংস্থান তথা দেশ ও জাতির আর্থসামাজিক উন্নয়নের লক্ষ্যে ইনস্টিটিউটটি স্থাপন করা হয়।

২০২০-২১ অর্থবছরে সম্পাদিত আইএমএমএম এর উল্লেখযোগ্য অর্জন:

- ৬টি গবেষণা ও উন্নয়ন প্রকল্প বাস্তবায়ন করা হয়েছে ও ২টি প্রকল্প চলমান আছে;
- ১টি প্রসেস/পদ্ধতি পরিষদে গৃহীত হয়েছে এবং ১টি প্রসেস দাখিল করা হয়েছে;
- ১টি পেটেন্ট দাখিল করা হয়েছে;
- ১টি মেথড ভ্যালিডেশন করা হয়েছে;
- খনিজ প্রক্রিয়াকরণকেন্দ্র প্রতিষ্ঠাকরণ প্রকল্প বাস্তবায়িত হয়েছে;
- ৯টি গবেষণা প্রবন্ধ আন্তর্জাতিক জার্নালে প্রকাশ করা হয়েছে,
- বিসিএসআইআর কর্তৃক আয়োজিত আন্তর্জাতিক কনফারেন্স ICSTB-2021-এ ইনস্টিটিউট এর বিজ্ঞানীদের অংশগ্রহণ ও ১২টি প্রবন্ধ উপস্থাপন করা হয়েছে;
- গবেষণাগারের বৈজ্ঞানিক যন্ত্রপাতি ও অফিস কার্যক্রম বিষয়ে ৫২ জনকে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে;
- ৬ জন বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র-ছাত্রীর স্নাতক ও স্নাতকোত্তর গবেষণাকর্মের সহ-তত্ত্বাবধান করা হয়েছে;
- ইনস্টিটিউট-এর অধীনে একজন বিজ্ঞানী পিএইচডি ডিগ্রি অর্জন করেছেন;
- ই-ফাইলিং এবং প্রকিউরমেন্ট বিষয়ে বিজ্ঞানী/কর্মকর্তা/কর্মচারীগণ প্রশিক্ষণ গ্রহণ করেছেন;
- বিভিন্ন সরকারি/বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের ১২৫টি নমুনা বিশ্লেষণসেবা প্রদান করা হয়েছে;
- ইনস্টিটিউট অব মাইনিং, মিনারেলজি অ্যান্ড মেটালার্জি (আইএমএমএম), বিসিএসআইআর, জয়পুরহাট-এ “Seminar on R&D activities of IMMM, BC SIR” শীর্ষক দিনব্যাপী সেমিনার ২৩ জুন ২০২১ তারিখ অনুষ্ঠিত হয়েছে;
- শিল্প কারখানার সমস্যা সমাধানের জন্য লক্ষ্যে ২টি প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন করা হয়েছে।

৭.১০ ইনস্টিটিউট অব ন্যাশনাল অ্যানালাইটিক্যাল রিসার্চ অ্যান্ড সার্ভিস (আইএনএআরএস)-এর কর্মকাণ্ড

- পানির ৮৮টি প্যারামিটারের ISO/IEC 17025:2017 আন্তর্জাতিক সনদ অর্জন;
- আর্সেনিক দূরীকরণ প্রযুক্তিকে মাঠ পর্যায়ে যাচাইকরণ ও সনদ প্রদান;
- ৮৮টি অ্যানালাইটিক্যাল মেথডের উন্নয়ন এবং ভ্যালিডেশন;
- চলমান গবেষণার ওপর Scopus ও SCI index জার্নালে ২৫টি প্রবন্ধ প্রকাশ;
- প্রতি বছর Proficiency Testing (PT) প্রোগ্রামে অংশগ্রহণ;
- ISO/IEC 17025:2017 এর ধারাবাহিকতা রক্ষার জন্য প্রশিক্ষণ কার্যক্রম আয়োজন;
- করোনা ভাইরাস মহামারীকালীন Hand Sanitizer তৈরি ও বিতরণ;
- অ্যানালাইটিক্যাল সার্ভিস সেলের মাধ্যমে Hand Sanitizer-এর বিভিন্ন প্যারামিটারের গুণগতমান যাচাই;
- AMT Engineering-এর সাথে সমঝোতাস্মারকের মাধ্যমে রূপপুর পাওয়ার প্ল্যান্টের Effluent Water প্রতিমাসে ২বার পরীক্ষা করার মাধ্যমে কারিগরি সহায়তা প্রদান;
- ESKEGEN-এর সাথে সমঝোতাস্মারকের মাধ্যমে বায়ো-ইকুইভ্যালেন্স অ্যান্টিবায়োটিকস পরীক্ষা নির্ণয়;
- মিনারেলওয়াটার তৈরির পদ্ধতি উদ্ভাবন (প্রসেস ও পেটেন্ট সাবমিট);
- ৪টি মেডিসিনাল প্ল্যান্ট এর বিস্তারিত সংকলন মনোগ্রাফ আকারে প্রকাশ;
- ৮০ জন এমফিল ও এম এস গবেষক এবং ০৯ জন পিএইচডি গবেষকের গবেষণা কার্যক্রম তত্ত্বাবধান;
- সেবাগ্রহীতাদের সাথে স্টেকহোল্ডার সভা আয়োজন;
- প্রতিবছর মেট্রোরেল, মাতারবাড়ি বিদ্যুৎ প্রকল্প, ওয়াসাসহ বিভিন্ন সরকারি-বেসরকারি প্রতিষ্ঠানকে ২০০০ এর অধিক বিশ্লেষণসেবা প্রদান।

ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা:

- ইনস্টিটিউট অব ন্যাশনাল এনালাইটিক্যাল রিসার্চ অ্যান্ড সার্ভিস (আইএনএআরএস) আমদানি-রপ্তানি বাণিজ্য সম্প্রসারণের লক্ষ্যে পানি, পানীয় ও অন্যান্য ভোগ্যপণ্যে ক্ষতিকারক ধাতু, কিটনাশক, অ্যান্টিবায়োটিক, বিভিন্ন দূষণদ্রব্য ও প্রিজারভেটিভ-এর উপস্থিতির পরিমাণ নির্ণয়ের ওপর গবেষণা ও সেবা প্রদানের মাধ্যমে শিল্পের উন্নয়ন ও বিকাশে ভূমিকা রাখা;
- উপকূলীয় অঞ্চলের পানির স্যালাইনিটি দূর করে ঐ অঞ্চলের কৃষি ও শিল্পের প্রসারে সহায়তা করা;
- বর্তমানে বাংলাদেশের অধিকাংশ জেলায় পানিতে আর্সেনিকের ব্যাপকতা প্রকট। বাংলাদেশ সরকারের চাহিদা অনুযায়ী স্বাস্থ্যসেবা নিশ্চিতকরণে সর্বস্তরের জনসাধারণকে আর্সেনিকমুক্ত নিরাপদ পানি পানের নিশ্চয়তা প্রদান করা;
- সৌরশক্তি ব্যবহার করে বৃষ্টির পানিকে কৃষি উপযোগীকরণ ও খাবার উযোগীকরণের প্রযুক্তি উদ্ভাবন করা;
- Analytical method development বিষয়ে Consultancy service প্রদান;
- সাশ্রয়ী ও পরিবেশবান্ধব Modern Effluent Treatment Plant (ETP) Technology উদ্ভাবন;
- ঢাকা ওয়াসার অপরিশোধিত Sludge শিল্প-প্রতিষ্ঠানে ব্যবহার উপযোগী করার জন্য প্রযুক্তি উদ্ভাবন।

৭.১১ বায়োমেডিক্যাল অ্যান্ড টক্সিকোলজিক্যাল রিসার্চ ইনস্টিটিউট (বিটিআরআই)

“বায়োমেডিক্যাল অ্যান্ড টক্সিকোলজিক্যাল গবেষণার জন্য অ্যানিম্যাল গবেষণাগার আধুনিকীকরণ” শীর্ষক প্রকল্প বাস্তবায়নের মাধ্যমে ২০১৯ সালে অত্যাধুনিক অবকাঠামোগত ও State of the art equipments সমৃদ্ধ বায়োমেডিক্যাল অ্যান্ড টক্সিকোলজিক্যাল রিসার্চ ইনস্টিটিউট (বিটিআরআই) প্রতিষ্ঠিত হয়। বিটিআরআই-এর অন্যতম লক্ষ্য হল বায়োমেডিক্যাল অ্যান্ড টক্সিকোলজিক্যাল ক্ষেত্রে দেশে আন্তর্জাতিক মানের গবেষণা পরিচালনা, টেকসই প্রযুক্তি উদ্ভাবন, উন্নয়ন এবং প্রযুক্তি হস্তান্তরের মাধ্যমে শিল্প উদ্যোক্তা সৃষ্টি করে আর্থসামাজিক উন্নয়নে অবদান রাখা। এছাড়াও, জনস্বাস্থ্যবিষয়ক উদ্ভূত সমস্যা নিরসনের লক্ষ্যে বায়োমেডিক্যাল অ্যান্ড টক্সিকোলজিক্যাল সংক্রান্ত প্রয়োজনীয় গবেষণা কার্যক্রম পরিচালনার মাধ্যমে জনগণের স্বাস্থ্য নিশ্চিত করা।

বিটিআরআই-এর কার্যাবলি:

- প্রাসঙ্গিক চলমান জাতীয় সমস্যা ও জরুরি উদ্ভূত সমস্যা নিরসনের জন্যে প্রয়োজনীয় গবেষণা ও কাঙ্ক্ষিত পদক্ষেপ গ্রহণ করা।
- খাদ্যদ্রব্যে বিদ্যমান (কাঙ্ক্ষিত/অনাকাঙ্ক্ষিত) বিভিন্ন প্রজাতির উপস্থিতি/অনুপস্থিতি ডিএনএ বিশ্লেষণের মাধ্যমে নিশ্চিত করা।
- বিভিন্ন খাদ্যদ্রব্য, ফুড সাপ্লিমেন্ট, ব্রাড সিরাম ও মেডিসিনে ২৪ প্রকারের ক্ষতিকারক ভারীধাতু ও মিনারেল-এর উপস্থিতি ও পরিমাণ নির্ণয় করা।
- অ্যানিম্যাল মডেল ব্যবহার করে বিভিন্ন ন্যাচারাল প্রোডাক্ট, ড্রাগ, সিঙ্গেটিক কম্পাউন্ড-এর অ্যান্টিডায়াবেটিক, হেপাটোপ্রোটেক্টিভ, কার্ডিওপ্রোটেক্টিভ ইত্যাদি কার্যকারিতা পরীক্ষা করা।
- দেশীয় ও বৈদেশিক কোম্পানিগুলোকে বিভিন্ন ধরনের পরীক্ষণ ও বিশ্লেষণসেবা প্রদান করা।
- বিভিন্ন কলেজ, মেডিক্যাল কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীদের বিএসসি, এমএস, এমফিল ও পিএইচডি পর্যায়ের গবেষণার সুযোগ প্রদান ও তত্ত্বাবধান করা।

বিটিআরআই-এর অর্জন:

- ৫টি থিসিস সম্পাদনে গবেষণা সহায়তা প্রদান করা হয়েছে।
- ৬টি চলমান আর অ্যান্ড ডি প্রকল্পের মধ্যে ১টি প্রকল্পের কাজ সমাপ্ত হয়েছে।
- জাতীয় ও আন্তর্জাতিক জার্নালে ৭টি গবেষণা প্রবন্ধ প্রকাশ করা হয়েছে।
- ১১২টি নমুনার বিশ্লেষণসেবা প্রদান করা হয়েছে।

বিটিআরআই-এর ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা:

জনস্বাস্থ্যবিষয়ক উদ্ভূত সমস্যা নিরসনের লক্ষ্যে বায়োমেডিক্যাল ও টেক্সিকোলজিক্যাল সংক্রান্ত প্রয়োজনীয় গবেষণা কার্যক্রম পরিচালনার মাধ্যমে জনগণের স্বাস্থ্য নিশ্চিতকরণের লক্ষ্যে:

- দেশীয় কাঁচামাল ব্যবহার করে বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে স্বাস্থ্য-চিকিৎসা, মেডিসিন ও টেক্সিন ইত্যাদি বিষয়ে যুগোপযোগী গবেষণা কার্যক্রম পরিচালনার মাধ্যমে বায়োমেডিক্যাল ও টেক্সিকোলজিক্যাল সংক্রান্ত গবেষণায় গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখা।
- বায়োমেডিক্যাল ও টেক্সিকোলজিক্যাল সংক্রান্ত উল্লেখযোগ্য তাত্ত্বিক ও প্রায়োগিক তথ্যাদি সর্বস্তরের মানুষের দোরগোড়ায় পৌঁছে দেয়া।

৭.১২ ইনস্টিটিউট অব টেকনোলজি ট্রান্সফার অ্যান্ড ইনোভেশন (আইটিটিআই) এর কর্মকাণ্ড:

“বিসিএসআইআর-এ প্রযুক্তি হস্তান্তর সংক্রান্ত ভৌতসুবিধাদি স্থাপন” শীর্ষক উন্নয়ন এডিপি প্রকল্পটি ১ অক্টোবর ২০১৫ থেকে ৩০ সেপ্টেম্বর ২০১৮ সময়কালে বাস্তবায়িত হয়। পরবর্তীতে স্বতন্ত্র ইনস্টিটিউট হিসেবে রূপ লাভ করে।

প্রধান কার্যক্রম নিম্নরূপ:

- নিড-বেজড প্রযুক্তি উদ্ভাবন, নিরীক্ষা ও মার্কেট স্টাডি এবং নিবিড় সম্প্রসারণ;
- গবেষণা ও উদ্ভাবন গতিশীল ও কার্যকরী করার জন্য বিদেশের উন্নততর প্রযুক্তি ফিউশান এবং মিশ্রনের মাধ্যমে টেকসই প্রযুক্তি উদ্ভাবন এবং বাণিজ্যিকভাবে প্রয়োগ;
- আন্তর্জাতিক মানের প্রযুক্তি হস্তান্তর এবং উদ্ভাবনের জন্য ৬তলা ভবন নির্মাণ এবং বিজনেস ইনকিউবেটর স্থাপন;
- গবেষণাগার স্থাপন এবং ভার্টিক্যাল সম্প্রসারণের মাধ্যমে মাটি ছাড়া হাইড্রোপনিক ঘাস এবং পুকুর ছাড়া মাছ চাষ গবেষণা এবং প্রযুক্তি হস্তান্তর।

আইটিটিআই-এর অর্জনসমূহ:

- Recirculating Acuaculture System-এ ফিস ফার্মিং সংক্রান্ত ১০০টি ফিজিবিলিটি রিপোর্ট প্রদান, ১০টি Recirculating Acuaculture System-এ শিল্প স্থাপনের সহায়তা এবং ৫টি শিল্পে অব্যাহত কারিগরি সহায়তা, ১০টি গবেষণা প্রবন্ধ প্রকাশ, জনপ্রিয় প্রযুক্তিসমূহ প্রিন্ট এবং ইলেকট্রনিক মিডিয়ায় প্রচার;
- হাইড্রোপনিক মাটিবিহীন ঘাস প্রযুক্তি জনপ্রিয়করণ এবং উদ্যোক্তাদের সহায়তার জন্য প্রকল্প সমাপ্তির পর সকল গবেষণা ও প্রযুক্তি হস্তান্তর অব্যাহত রাখার জন্য সকল সুবিধাসহ ইনস্টিটিউট অব টেকনোলজি অ্যান্ড ইনোভেশন স্থাপন করা হয়;
- এ ছাড়াও ইনস্টিটিউটের পরিচালকসহ অফিস স্টাফ ও বিজ্ঞানীর ১৭টি পদে সৃজন প্রক্রিয়াধীন আছে;
- উদ্ভাবিত প্রযুক্তিসমূহ দেশে স্বল্প জমিতে ভার্টিক্যাল কৃষি সম্প্রসারণের মাধ্যমে কর্মসংস্থান সৃষ্টি ও জিডিপিতে অবদান রাখছে;
- নিরাপদ আমিষ উৎপাদনে আরএস মাছ চাষ এবং পশুখাদ্য হাইড্রোপোনিক ঘাস চাষ গবেষণালব্ধ ফলাফল ব্যাপক জনগোষ্ঠী গ্রহণ করায় আমদানি নির্ভরতা কমিয়ে বৈদেশিক মুদ্রা সাশ্রয়ে ভূমিকা রাখছে;
- ৪৯০ জন উদ্যোক্তা প্রশিক্ষণ ও ১১টি কারিগরিসেবা প্রদানের মাধ্যমে নতুন নতুন বিনিয়োগ হয়েছে, যা দারিদ্র্য বিমোচনে ভূমিকা রাখছে;
- ইনস্টিটিউট অব টেকনোলজি ট্রান্সফার অ্যান্ড ইনোভেশন-এর কার্যক্রম প্রোটিন ফুড সেফটি ও সিকিউরিটিতে অবদান রাখছে।

আইটিটিআই-এর ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা:

- মানব শরীরে অ্যান্টিবডি পরিমাপ এবং প্রোটিন কমপাউন্ড আইসোলেশন;
- পিপিপি প্রকল্পের মাধ্যমে ফিস ড্রাইং এবং চিংড়ী মাছ উৎপাদন এবং রপ্তানি প্রসেসিং জোন প্রতিষ্ঠা।

৮.০ বিসিএসআইআর-এর উল্লেখযোগ্য অর্জন

বিসিএসআইআর-এর ১৯৯৬ সাল হতে ২০০১ পর্যন্ত এবং ২০০৯ সাল হতে জুন ২০২১ পর্যন্ত উল্লেখযোগ্য অর্জন নিম্নে উল্লেখ করা হলো:

৮.১ ১৯৯৬-২০০১ পর্যন্ত সময়ে বিসিএসআইআর-এর উল্লেখযোগ্য অর্জন:

- ৪১টি ফেলোশিপ প্রদান এবং ১২৫ গবেষকের থিসিস সুপারভিশন/গবেষণা সহায়তা প্রদান;
- ৭টি এডিপি প্রকল্প এবং ২৪৩টি আর অ্যান্ড ডি প্রকল্প বাস্তবায়ন;
- গবেষণাগারে ১৩১টি অত্যাধুনিক যন্ত্রপাতি সংযোজন;
- ৩টি দেশীয় ও আন্তর্জাতিক সংস্থার সাথে সমঝোতাস্মারক স্বাক্ষর;
- ২৮টি পেটেন্ট অর্জন, ৩৪টি প্রযুক্তি উদ্ভাবন এবং উদ্ভাবিত প্রযুক্তি হস্তান্তর করার জন্য ২৩টি চুক্তি স্বাক্ষর;
- ৩১০টি গবেষণা প্রবন্ধ দেশীয় ও আন্তর্জাতিক জার্নালে প্রকাশ;
- ৯,৫৮০টি নমুনার বিশ্লেষণসেবা প্রদান;
- ২৬টি শিল্প-কারখানার সমস্যা সমাধান করা হয়েছে এবং ২৭টি পরামর্শকসেবা প্রদান;
- ২টি দেশীয় ও আন্তর্জাতিক পুরস্কার অর্জন।

৮.২ ২০০৯- জুন ২০২১ পর্যন্ত সময়ে বিসিএসআইআর-এর উল্লেখযোগ্য অর্জন:

- ৩৫টি এডিপি প্রকল্প এবং ৬৫৭টি আর অ্যান্ড ডি প্রকল্প বাস্তবায়ন করা হয়েছে;
- গবেষণাগারে ৪৬৬টি অত্যাধুনিক যন্ত্রপাতি সংযোজন করা হয়েছে;
- ৪৭টি দেশীয় ও আন্তর্জাতিক সংস্থার সাথে সমঝোতাস্মারক স্বাক্ষর করা হয়েছে;
- ৫৪টি পেটেন্ট অর্জন করা হয়েছে;
- ১১৮টি প্রযুক্তি উদ্ভাবন করা হয়েছে এবং উদ্ভাবিত প্রযুক্তি হস্তান্তর করার জন্য ২১৫টি চুক্তি স্বাক্ষর করা হয়েছে;
- ১৫৫৩টি গবেষণা প্রবন্ধ দেশীয় ও আন্তর্জাতিক জার্নালে প্রকাশিত হয়েছে;
- ২৩৯টি ফেলোশিপ প্রদান করা হয়েছে এবং ১০৯২ গবেষকের থিসিস সুপারভিশন/গবেষণা সহায়তা করা হয়েছে;
- ৬০,৫৭৭টি নমুনার বিশ্লেষণসেবা প্রদান করা হয়েছে;
- ১৪৬টি শিল্প-কারখানার সমস্যা সমাধান করা হয়েছে এবং ১১৪টি পরামর্শকসেবা প্রদান করা হয়েছে;
- ১৯টি দেশীয় ও আন্তর্জাতিক পুরস্কার অর্জন করা হয়েছে;
- ওয়েল্ডিং ইলেকট্রোড প্রস্তুতের সময় উৎপন্ন বর্জ্য হতে রুটাইল মিনারেল/খনিজ পৃথকীকরণের পদ্ধতি উদ্ভাবন করা হয়েছে;
- ইলেকট্রনিক বর্জ্য হতে ধাতব পদার্থ পুনর্ব্যবহারযোগ্য ও খনিজ বালু হতে মিনারেল প্রসেসিং বিষয়ে সিএসআইআরও, মেলবোর্ন, অস্ট্রেলিয়া (CSIRO) এবং কোরিয়া ইনস্টিটিউট অব জিওসাইন্স অ্যান্ড মিনারেল রিসোর্সেস (KIGAM)-এর সাথে যৌথ গবেষণা কার্যক্রম বাস্তবায়নের উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে;
- বিসিএসআইআর-এর সামগ্রিক গবেষণা কর্মকাণ্ডের উন্নতিকল্পে বিশ্বের সর্বাধুনিক যন্ত্রপাতি ও সুযোগ-সুবিধাসমৃদ্ধ একটি কেন্দ্রীয় ল্যাবরেটরি ঢাকা ক্যাম্পাসে স্থাপন করা হয়েছে। এ ল্যাবরেটরিতে রাসায়নিক বিশ্লেষণ ও পরীক্ষণের প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতির সুবিধাদি বিদ্যমান;
- প্রযুক্তি হস্তান্তর এবং বিজনেস ইনকিউবেটর সুবিধা প্রদানের উৎকর্ষকেন্দ্র প্রতিষ্ঠাকরণ;
- ডেইরি কালচার ব্যাংক এবং মোবাইল মিল্ক ট্যাঙ্কার স্থাপন;
- গ্র্যাভিটি সেপারেশন প্ল্যান্ট ভবন নির্মাণ, মিনারেল প্রসেসিং প্ল্যান্ট ও ড্রেজ মাইনিং কার্যক্রম সম্পন্ন;

- জিনোমিক গবেষণাগারের মাধ্যমে ২৪ জন ব্রেস্ট ক্যান্সার রোগীর সম্পূর্ণ জিনোম সিকোয়েন্সিং করে উৎপাদিত ডাটা নিজস্ব সার্ভারে সংরক্ষণ করা হয়েছে;
- আইজিসিআরটিতে সিরামিক বর্জ্য যেমন- waste glass, waste sanitaryware ইত্যাদি, পরিত্যক্ত ডিমের খোসা, animal bone, fish bone, waste can ইত্যাদি ব্যবহার করে গ্লাস সিরামিক মেটেরিয়াল, লো-কস্ট সিরামিক টাইলস, আয়রণ অক্সাইড ইত্যাদি গবেষণা ও উন্নয়ন প্রকল্পের কাজ চলমান রয়েছে;
- জিনোম গবেষণাগারে বাংলাদেশের বিভিন্ন বিভাগ/জেলা হতে করোনা ভাইরাস (কোভিড-১৯) এর নমুনা সংগ্রহ করে ১১০০টি জিনোম সিকোয়েন্সিংয়ের কার্যক্রম হাতে নেয়া হয়েছে। ইতোমধ্যে ৭৮০টি নমুনার জিনোম সিকোয়েন্সিং করা হয়েছে, যা গ্লোবাল ইনিশিয়েটিভ অন শেয়ারিং অল ইনফুয়েঞ্জা ডাটা (GISAID) ও জিনব্যাংক (NCBI) তে সাবমিট করা হয়েছে এবং তা গৃহীত হয়ে প্রকাশিত হয়েছে। অবশিষ্ট নমুনাগুলোর জিনোম সিকোয়েন্সিং-এর কার্যক্রম অব্যাহত আছে।
- জিনোম সিকোয়েন্সিং-এর প্রাপ্ত তথ্যাদির মাধ্যমে করোনা ভাইরাসের (কোভিড-১৯) ভ্যাক্সিন আবিষ্কারে সহায়তা করবে, যা দেশ এবং অঞ্চলভিত্তিক ভ্যাক্সিন আবিষ্কারে কার্যকরী ভূমিকা রাখবে।

৯.০ বিসিএসআইআর-এর উন্নয়ন কর্মকাণ্ড

বিসিএসআইআর কর্তৃক ১৯৯৬-৯৭ হতে ২০০০-০১ অর্থবছর এবং ২০০৯-১০ হতে ২০২০-২১ অর্থবছরে বাস্তবায়িত বিভিন্ন উন্নয়ন প্রকল্পের তালিকা নিম্নে উল্লেখ করা হলো:

৯.১ ১৯৯৬-২০০১ সময়কালে বাস্তবায়িত উন্নয়ন প্রকল্প:

বিসিএসআইআর কর্তৃক ১৯৯৬-৯৭ হতে ২০০০-০১ অর্থবছর পর্যন্ত নিম্নবর্ণিত মোট ১৭টি উন্নয়ন প্রকল্প বাস্তবায়ন করা হয়েছে।

- উন্নত চুলা সম্প্রসারণ (১ম পর্যায়);
- জ্বালানি গবেষণা ইনস্টিটিউটের আধুনিকীকরণ;
- বিসিএসআইআর-এর আবাসিক ভবন নির্মাণ;
- চামড়া গবেষণা ইনস্টিটিউট স্থাপন;
- বায়োগ্যাস পাইলট প্ল্যান্ট স্থাপন;
- কাঁচ ও সিরামিক গবেষণা ও পরীক্ষণ ইনস্টিটিউট স্থাপন;
- ঘূর্ণিঝড়ে ক্ষতিগ্রস্ত চট্টগ্রাম বিসিএসআইআর গবেষণাগারের উন্নয়ন;
- ফিজিবিলাটি স্টাডি অন আর অ্যান্ড ডি অব রিনিউয়েবল এনার্জি টেকনোলজি সোলার উইন্ড মিনিমেট্রো-হাইড্রো;
- উন্নত চুলা সম্প্রসারণ (২য় পর্যায়);
- বহুমূত্র রোগ প্রতিরোধে স্পিরুলিনার ব্যবহার;
- বিসিএসআইআর-এর মানবসম্পদ উন্নয়ন প্রকল্প;
- ডেভেলপমেন্ট অব অ্যারোমেটিক অ্যান্ড মেডিসিন্যাল প্ল্যান্টস অব বিসিএসআইআর (২য় পর্যায়);
- বিসিএসআইআর-এর গবেষণাগার ও ইনস্টিটিউট সেন্টারগুলির আধুনিকীকরণ;
- স্টাডিজ অন দি প্যাকেজিং অব ফুড স্টাফস: ইফেক্ট অব প্যাকেজিং ম্যাটেরিয়ালস অন দি কোয়ালিটি অব ফুড (খাদ্য বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি ইনস্টিটিউট, বিসিএসআইআর এ ফুড প্যাকেজিং গবেষণা বিভাগ স্থাপন);
- বিসিএসআইআর-এর মানবসম্পদ উন্নয়ন কার্যক্রম (২য় পর্যায়);
- বিসিএসআইআর-এর লাইব্রেরি আধুনিকীকরণ;
- বিসিএসআইআর-এর গবেষণা প্রকল্পের পাইলট প্ল্যান্ট স্টাডি (২য় পর্যায়);

৯.২ ২০০৯ থেকে জুন ২০২১ বছরে বাস্তবায়িত উন্নয়ন প্রকল্প:

বিসিএসআইআর কর্তৃক জুন ২০০৯ হতে ২০২০-২১ অর্থবছর পর্যন্ত নিম্নবর্ণিত মোট ২০টি উন্নয়ন প্রকল্প বাস্তবায়ন করা হয়েছে।

- বাংলাদেশি খাদ্যদ্রব্য এবং পশু খাদ্যে অ্যান্টিবায়োটিক, মাইকোটক্সিন ও পেস্টিসাইড-এর উপস্থিতি নির্ণয়;
- অণুজীবের সাহায্যে খাদ্যসহ মূল্যবান দ্রব্য উৎপাদন ও নির্দিষ্ট বৈশিষ্ট্য সম্পন্ন অণুজীব বৈচিত্র সংরক্ষণ;
- ডেভেলপমেন্ট অব আইএসও ১৭০২৫ অ্যাক্রিডেটেড ইন্সট্রুমেন্টেশন অ্যান্ড কেলিব্রেশন সার্ভিস ল্যাবরেটরি ফর কেমিক্যাল মেজারমেন্টস;
- খাদ্য নিরাপত্তা গবেষণা প্রতিষ্ঠান মাধ্যমে নিরাপদ ও মানসম্পন্ন খাদ্য তৈরিতে খাদ্য প্রক্রিয়াজাতকারকদের সহযোগিতার লক্ষ্যে গবেষণা;
- টুলস ও বায়োমেটালিক ইমপ্ল্যান্টের জন্য বস্তুর উন্নয়ন;
- ইনস্টিটিউট অব ন্যাশনাল অ্যানালাইটিক্যাল রিসার্চ অ্যান্ড সার্ভিস স্থাপন;
- জয়পুরহাটস্থ ইনস্টিটিউট অব মাইনিং, মিনারোলজি অ্যান্ড মেটালার্জি শক্তিশালীকরণ;
- বিসিএসআইআর-এর চট্টগ্রাম ও রাজশাহী কেন্দ্রের অ্যানালাইটিক্যাল ও মাইক্রোবিয়াল ল্যাবরেটরি শক্তিশালীকরণ;
- এসটারিশমেন্ট অব ডেজিগনেটেড রেফারেন্স ইনস্টিটিউট ফর কেমিক্যাল মেজারমেন্টস”;
- Support to BCSIR Instrumentation & Calibration Service Laboratory ICSL for Chemical Metrology under Better Quality Infrastructure-BEST Programme;
- বায়োগ্যাস ও উন্নত চুলা ও স্বল্পমূল্যের সৌরবিদ্যুৎ উৎপাদনে প্রযুক্তির উন্নয়ন;
- বিসিএসআইআর-এর ফাইবার ও পলিমার গবেষণাগার উন্নয়ন;
- বায়োমেডিক্যাল এবং টক্সিকোলজিক্যাল গবেষণার জন্য অ্যানিম্যাল গবেষণাগার আধুনিকীকরণ;
- শিল্পখাতে বিপুল সম্ভাবনাময় বিসিএসআইআর-এর উদ্ভাবিত পণ্যসমূহ বাণিজ্যিকীকরণের লক্ষ্যে পাইলট প্ল্যান্ট ইউনিট আধুনিকীকরণ;
- বায়োগ্যাস প্রযুক্তি সম্প্রসারণের মাধ্যমে কার্বন নিঃসরণ হ্রাস ও বিকল্প জ্বালানি ব্যবহার বৃদ্ধিকরণ (২য় পর্যায়);
- বায়োগ্যাস ও উন্নত চুলা সম্প্রসারণের মাধ্যমে কার্বন নিঃসরণ হ্রাস ও বিকল্প জ্বালানি ব্যবহার বৃদ্ধিকরণ”;
- বিসিএসআইআর-এর প্রযুক্তি হস্তান্তর ও উদ্ভাবন সংক্রান্ত ভৌতসুবিধাদি সৃষ্টি;
- দুগ্ধ ও দুগ্ধজাত পণ্যের গবেষণার জন্য আইএফএসটি-এর সক্ষমতা বৃদ্ধিকরণ;
- চামড়া গবেষণা ইনস্টিটিউট শক্তিশালীকরণ;
- জিনোমিক গবেষণাগার স্থাপন;
- বিসিএসআইআর-এর আইএমএমএমএ-এ একটি খনিজ প্রক্রিয়াকরণকেন্দ্র প্রতিষ্ঠাকরণ।

৯.৩ বিসিএসআইআর-এর চলমান উন্নয়ন প্রকল্প:

বিসিএসআইআর-এর প্রাতিষ্ঠানিক সামর্থ বৃদ্ধির লক্ষ্যে ২০২০-২০২১ অর্থবছরে বিসিএসআইআর-এ বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচির আওতায় ৭টি উন্নয়ন প্রকল্প বাস্তবায়িত হচ্ছে। প্রকল্পগুলোর সংক্ষিপ্ত বিবরণ নিম্নে উল্লেখ করা হলো:

(১) প্রকল্পের নাম: বিসিএসআইআর-এর আইএমএমএমএ-এ একটি খনিজ প্রক্রিয়াকরণকেন্দ্র প্রতিষ্ঠাকরণ প্রকল্প

প্রকল্পের মেয়াদ: জানুয়ারি ২০১৭ হতে জুন ২০২১

প্রকল্পের প্রকল্পিত ব্যয়: ৯৫০১.৪৬ লক্ষ টাকা।

জুন ২০২১ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত ব্যয়: ৯২৮৫.৯২ লক্ষ টাকা। (প্রকল্পিত ব্যয়ের ৯৭.৭৩%)

বাস্তবায়ন অগ্রগতি জুন ২০২১ পর্যন্ত:

- ৮.৮১ একর ভূমি অধিগ্রহণ করে চারিদিকে কেপিআই পরিমাপে সীমানা প্রাচীর নির্মাণ ও মাটি ভরাট কাজ সম্পন্ন হয়েছে;
- ব্রহ্মপুত্র নদ হতে মিনারেল প্রসেসিং প্ল্যান্টের জন্য খনিজনমুনা সংগ্রহ ও ড্রেজ মাইনিং কার্যক্রম সম্পন্ন করা হয়েছে;
- প্রকল্পের আওতায় সিএসআইআরও, অস্ট্রেলিয়াতে তিনজন বিজ্ঞানী মিনারেল প্রক্রিয়াকরণের ওপর ৩ মাস মেয়াদি প্রশিক্ষণ গ্রহণ করেছে;
- বাংলাদেশ ভূ-তাত্ত্বিক জরিপ অধিদপ্তর (জিএসবি)-এর ১৭৫টি নমুনা ও বাংলাদেশ ওশানোগ্রাফিক রিসার্চ ইনস্টিটিউটের ৪০টি নমুনার মিনারেল চিহ্নিতকরণ, পৃথকীকরণ ও রাসায়নিক বিশ্লেষণ করা হয়েছে।

(২) প্রকল্পের নাম: ইনস্টিটিউট অব বায়োটেকনোলজি স্টাডিজ অ্যান্ড ফার্মাসিউটিক্যাল সাইন্সেস প্রতিষ্ঠাকরণ (১ম সংশোধিত)।

মোট প্রকল্প ব্যয়: ৯৯৪৬.৮৫ লক্ষ টাকা।

প্রকল্পের বাস্তবায়নকাল: জুলাই ২০১৭ হতে জুন ২০২২ইং

বাস্তবায়ন অগ্রগতি:

- ২০টি যন্ত্র স্থানীয় মুদ্রায় ক্রয় করে স্থাপন করা হয়েছে। বৈদেশিক মুদ্রায় ৮টি যন্ত্র ক্রয়ের এলসি খোলা সম্পন্ন হয়েছে ও ২টি যন্ত্র ক্রয়ের এলসি খোলার কাজ চলমান আছে;
- ৬তলা ভিত্তিবিহীন ভবনের অবকাঠামো নির্মাণ সম্পন্ন হয়েছে। ইলেক্ট্রোমেকানিক্যাল সংক্রান্ত কাজের কয়েকটি বিশেষায়িত উপকরণ স্থাপন ও সম্পাদন এবং ফিনিশিং কাজ চলমান আছে;
- প্রকল্প অফিসে ৩৪টি ফার্নিচার স্থাপন করা হয়েছে;
- প্রকল্প অফিসে ১৬টি অফিস সরঞ্জাম স্থাপন করা হয়েছে;
- প্রকল্পের অস্থায়ী জনবল নিয়োগ সম্পন্ন হয়েছে।

(৩) প্রকল্পের নাম: বিসিএসআইআর-এর কাঁচ ও সিরামিক গবেষণা ও পরীক্ষণ ইনস্টিটিউট (আইজিসিআরটি) শক্তিশালীকরণ

প্রকল্পের মেয়াদ: জুলাই ২০১৮ হতে জুন ২০২২

প্রকল্পের প্রাক্কলিত ব্যয়: ৪১৪৬.৮৪ লক্ষ টাকা।

জুন ২০২১ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত ব্যয়: ৩১২৩.২১ লক্ষ টাকা। (প্রাক্কলিত ব্যয়ের ৭৫.৩২%)

বাস্তবায়ন অগ্রগতি জুন ২০২১ পর্যন্ত:

- দেশীয় কাঁচামাল ব্যবহার করে পণ্য উদ্ভাবনের গবেষণা এবং সিরামিক শিল্পের আমদানি বিকল্প পণ্য লিকুইড ইংক, সিরামিক ডিফ্লকুলেটিং এজেন্ট, সিরামিক টাইলস-এর জন্য অ্যান্টিমাইক্রোবায়াল কোটিং তৈরির গবেষণা চলমান রয়েছে;
- জ্বালানি শাস্ত্রীয় বিল্ডিং ম্যাটেরিয়ালস তৈরির পদ্ধতি উদ্ভাবনের কাজ চলমান রয়েছে;
- শিল্প কারখানাসমূহে ব্যবহৃত কাঁচামাল ও উৎপাদিত পণ্যের বিশ্লেষণ ও পরীক্ষণ প্রদান করা হচ্ছে এবং প্রকল্পের আওতায় সংগৃহীত যন্ত্রসমূহ স্থাপন সম্পন্ন হলে সেবা প্রদান আরো দ্রুত এবং সহজতর হবে।
- শিল্প কারখানার বর্জ্য থেকে রেড অক্সাইড পিগমেন্ট, জিংক অক্সাইড, অ্যালুমিনিয়াম অক্সাইড, বায়োসিরামিক ইত্যাদির পদ্ধতি উদ্ভাবন করা হয়েছে এবং আরো পদ্ধতি উদ্ভাবনের গবেষণা চলমান রয়েছে।

(৪) প্রকল্পের নাম: হাইড্রোজেন এনার্জি গবেষণাগার স্থাপন

প্রকল্পের মেয়াদ: ৩১ অক্টোবর ২০১৮ হতে ৩০ জুন ২০২২ পর্যন্ত।

প্রকল্পের প্রাক্কলিত ব্যয়: ৫৪৩৪.৮৭ লক্ষ টাকা।

জুন ২০২১ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত ব্যয়: ২৯২৪.৩৬৩২৬ লক্ষ টাকা।

বাস্তবায়ন অগ্রগতি ৩০ জুন ২০২১ পর্যন্ত:

- বিশেষায়িত গবেষণা ভবনের কাজ ৮৫% কাজ সম্পন্ন হয়েছে;
- হাইড্রোজেন উৎপাদন পাইলট প্ল্যান্টের নির্মাণ কাজ সম্পন্ন হয়েছে;
- হাইড্রোজেন ফুয়েলসেল কার সংগ্রহ এবং হাইড্রোজেন ডিসপেনসিং সিস্টেম স্থাপনের ব্যবস্থাপনা সম্পন্ন হয়েছে;
- বিশেষায়িত ২টি বিশ্লেষণ যন্ত্রপাতি ইনস্টলেশন এবং প্রশিক্ষণ সম্পন্ন করা হয়েছে;
- প্রকল্পের অধীনে জনবল নিয়োগের লক্ষ্যে ১৫৯টি পদ সৃজন প্রস্তাব প্রক্রিয়াধীন আছে;
- হাইড্রোজেন প্রযুক্তির ওপর ১টি জাতীয় পর্যায়ে কর্মশালার আয়োজন করা হয়েছে (শ্রোডা, ঢাকা) ;
- ৩টি আন্তর্জাতিক গবেষণা প্রবন্ধ প্রকাশ করা হয়েছে ;
- প্রকল্পে নির্ধারিত আসবাবপত্র সংগ্রহ ও কেন্দ্রীয় গ্যাস সরবরাহ ব্যবস্থা স্থাপন করা হয়েছে;
- আগামী অর্থবছরের পরিশোধযোগ্য নির্মাণ ও পূর্ত কাজ এবং যন্ত্রপাতি সংগ্রহের জন্য কার্যাদেশ প্রদান করা হয়েছে।

(৫) প্রকল্পের নাম: বিসিএসআইআর ঢাকা ও চট্টগ্রাম কেন্দ্রে নিরাপদ ও স্বাস্থ্যকর গুটকীমাছ প্রক্রিয়াকরণ এবং ইনডোর ফার্মিং গবেষণা সংক্রান্ত সুবিধা স্থাপন।

প্রকল্পের মেয়াদ: এপ্রিল ২০১৯ হতে ডিসেম্বর ২০২২ পর্যন্ত।

প্রকল্পের প্রকল্পিত ব্যয়: ৮৯০০.০০ লক্ষ টাকা।

জুন ২০২১ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত ব্যয়: ১৭২৪.৬৪ লক্ষ টাকা। (প্রাকল্পিত ব্যয়ের ১৯.৩৮%)।

বাস্তবায়ন অগ্রগতি জুন ২০২১ পর্যন্ত:

- শেড ও ভবনের নির্মাণ কাজের কার্যাদেশ প্রদান করা হয়েছে;
- বিদ্যুৎ সংযোগের এক্সপ্রেসলাইন নির্মাণের জন্য ডিপোজিটরি ওয়ার্কের চুক্তি স্বাক্ষর সম্পন্ন হয়েছে;
- গবেষণাসামগ্রী ও কেমিক্যাল ক্রয়প্রক্রিয়া সম্পন্ন হয়েছে;
- আউটসোর্সিং পদ্ধতিতে ১৭ জন জনবল নিয়োগ করে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হচ্ছে;
- গুটকীমাছ তৈরির ড্রায়ার ডিজাইন, স্থাপন ও গবেষণা চলছে। গুটকীমাছের পণ্য বহুমুখীকরণের কাজ চলছে। পানির লবণাক্ততা, ট্রেসমিনারেল বিশ্লেষণ ও সমৃদ্ধকরণের গবেষণা ও অ্যাকুয়ালাইট নিয়ে গবেষণা চলছে;
- ৩০ জন উদ্যোক্তাকে Recirculating Acuaculture System-এ মাছ চাষবিষয়ক ৩টি প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে;
- ৩২ জন উদ্যোক্তাকে হাইড্রোপনিক সালাদ/টমেটো চাষ প্রশিক্ষণ এবং নিউট্রিয়েন্ট প্রদান করা হয়েছে;
- প্রকল্পের যন্ত্রপাতি সুবিধা ব্যবহার করে র্যাভের ফরেনসিক ল্যাবের ৭ জন কর্মকর্তাকে ২দিনের প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে।

(৬) প্রকল্পের নাম: ভ্রাম্যমাণ বিজ্ঞান প্রদর্শনী-বিসিএসআইআর।

প্রকল্পের মেয়াদ: জুলাই ২০১৯ হতে জুন ২০২২

প্রকল্পের প্রকল্পিত ব্যয়: ২৪৮৬.০০ লক্ষ টাকা।

জুন ২০২১ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত ব্যয়: ১৬০.২৯ লক্ষ টাকা। (প্রাকল্পিত ব্যয়ের ৬.৪৫%)

বাস্তবায়ন অগ্রগতি জুন ২০২১ পর্যন্ত:

- মোবাইল বাস ও জেনারেটর ক্রয়ের লক্ষ্যে উপযুক্ত দরদাতার সাথে চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়েছে।
- ৫৪ সেট গবেষণাগার সরঞ্জামাদি ক্রয়ের লক্ষ্যে স্পেসিফিকেশন তৈরির কাজ সম্পন্ন করা হয়েছে। শীঘ্রই e-gp প্ল্যাটফর্মে উক্ত টেন্ডারটির ক্রয়প্রক্রিয়া শুরু করা হবে।

(৭) প্রকল্পের নাম: আইএফএসটি-এর খাদ্যপণ্য প্রক্রিয়াজাতকরণ গবেষণার প্রায়োগিক ক্ষমতা উন্নয়ন

প্রকল্পের মেয়াদ: এপ্রিল ২০২১ হতে মার্চ ২০২৪

প্রকল্পের প্রকল্পিত ব্যয়: ৪৮৪৮.৬৮ লক্ষ টাকা।

প্রকল্পের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যসমূহ:

- উন্নত সংবেদনশীল খাদ্য প্রক্রিয়াজাতকরণ ও বিশ্লেষণযন্ত্র ক্রয়ের মাধ্যমে একটি আধুনিক গবেষণাগার স্থাপন;
- আইএফএসটি-এর ভৌত ও কারিগরি সক্ষমতা বৃদ্ধিকরণ;
- শিল্প কারখানায় উৎপাদিত খাদ্য পণ্যের গুণগতমান ও স্বাস্থ্যসম্মত খাদ্যসম্পর্কিত বিভিন্ন বিশ্লেষণ সুযোগ সৃষ্টিকরণ;
- মানবসম্পদ উন্নয়নের মাধ্যমে গবেষণার মান উন্নীতকরণ;
- শিল্প উদ্যোগীদের স্বাস্থ্যসম্মত ও মানসম্পন্ন খাদ্য প্রক্রিয়াজাতকরণ দক্ষতা উন্নয়ন প্রশিক্ষণ ও কারিগরি সহায়তা প্রদান।

১০.০ বিসিএসআইআর-এর ভবিষ্যৎ কর্মপরিকল্পনা:

সময়াবদ্ধ কর্মপরিকল্পনা প্রণয়নপূর্বক বার্ষিক উন্নয়ন প্রকল্প ও আর অ্যান্ড ডি প্রকল্পসমূহ বাস্তবায়ন, আন্তর্জাতিক মানসম্পন্ন প্রযুক্তির উদ্ভাবন, উন্নয়ন এবং আন্তর্জাতিক মানের পণ্য বিশ্লেষণসেবা প্রদান, শিল্পখাতের কারিগরি ও প্রযুক্তিগত সমস্যা চিহ্নিত করে তা সমাধানের জন্য সমন্বিত উদ্যোগ গ্রহণ। ২০২১ সালের মধ্যে মধ্যম আয়ের দেশে উন্নীত হওয়া, ২০৩০ সালের মধ্যে SDG অর্জন এবং ২০৪১ সালের মধ্যে উন্নত ও সমৃদ্ধ দেশ গঠনে বিসিএসআইআর কর্তৃক গৃহীত ভবিষ্যৎ কর্মপরিকল্পনা নিম্নে উল্লেখ করা হলো:

১০.১ ২০২১ সালের মধ্যে মধ্যম আয়ের দেশে উন্নীত হওয়ার জন্য গৃহীত কর্মপরিকল্পনা:

- ২০২১ সালের মধ্যে
 - বাংলাদেশের সুবর্ণ জয়ন্তী পালন উপলক্ষ্যে দেশব্যাপী বিসিএসআইআর-এ উদ্ভাবিত প্রযুক্তি, গবেষণা কর্মকাণ্ড এবং উদ্ভাবিত পণ্য জেলা পর্যায়ে প্রদর্শনীর আয়োজন;
 - বিসিএসআইআর গবেষণাগার ঢাকা, আইএফএসটি, আইএনআরএএস-এর অধিকাংশ ল্যাবসমূহের অ্যাক্রিডিটেশন সনদ গ্রহণ;
 - সেমিনার, কনফারেন্স ইত্যাদি আয়োজনের সুবিধাসম্পন্ন মাল্টিপারপাস ভবন নির্মাণ;
 - বহুতল আবাসিক ভবন নির্মাণ;
 - সকল বিভাগীয় শহরে সায়েন্স পার্ক স্থাপন;
 - সক্ষমতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে সকল গবেষণাগারের আধুনিকায়ন;
 - বিশ্বের বিখ্যাত ও সর্বাধুনিক গবেষণাগারসমূহের সাথে যৌথ গবেষণার সুযোগ সৃষ্টিকরণ;
 - বিসিএসআইআর উদ্ভাবিত পণ্য/প্রযুক্তির নমুনা নিয়ে র্যালির আয়োজন;

- শিল্পোদ্যোক্তা ও ছাত্র-ছাত্রীরদের জন্য নির্দিষ্ট সময়ের জন্য গবেষণাগারসমূহ উন্মুক্ত রাখা; এবং
- মাতৃভাষায় বিজ্ঞানচর্চার লক্ষ্যে আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন বিদেশি বই, জার্নাল, ম্যাগাজিন, গবেষণাপত্র ইত্যাদি অনুবাদের উদ্যোগ গ্রহণ।

১০.২ ২০৩০ সালে এসডিজি অর্জনের লক্ষ্যে বিসিএসআইআর কর্তৃক গৃহীত কর্মপরিকল্পনা

- ২০২৪ সালের মধ্যে
 - বৈজ্ঞানিকভাবে প্রক্রিয়াজাতকরণের মাধ্যমে উদ্ভাবিত পণ্যের রপ্তানি বৃদ্ধিকরণ;
 - রোবোটিক্স গবেষণা প্রকল্প গ্রহণ;
 - গোপালগঞ্জে প্রস্তাবিত বিসিএসআইআর-এর ইনস্টিটিউটসমূহের কার্যক্রম শুরু;
- ২০২৫ সালের মধ্যে
 - সিলেটে প্রস্তাবিত বিসিএসআইআর-এর ইনস্টিটিউটসমূহ চালুকরণ;
 - ন্যানোটেকনোলজি গবেষণা ও উন্নয়নের সুযোগ সৃষ্টিকরণ।
- ২০২৮ সালের মধ্যে
 - ক্লিনিক্যাল ল্যাবরেটরি স্ট্যাভার্ড ইনস্টিটিউট স্থাপন;
 - ভাইরোলজি এবং ভ্যাকসিন গবেষণার সুযোগ সৃষ্টিকরণ।
- ২০৩০ সালের মধ্যে
 - স্ট্রাকচারাল ইঞ্জিনিয়ারিং ল্যাবরেটরি স্থাপন;
 - সকল বিভাগীয় পর্যায়ে বিসিএসআইআর-এর বিশেষায়িত গবেষণা ইনস্টিটিউট স্থাপন;
 - অ্যারোস্পেস সায়েন্স এবং টেকনোলজি গবেষণার লক্ষ্যে অবকাঠামো নির্মাণ;
 - আন্তর্জাতিক বিজ্ঞান মেলায় আয়োজন।

১০.৩ ২০৪১ সালের মধ্যে উন্নত ও সমৃদ্ধ দেশ গঠনে বিসিএসআইআর কর্তৃক গৃহীত কর্মপরিকল্পনা

- ২০৩৫ সালের মধ্যে বিজ্ঞানকেন্দ্র প্রতিষ্ঠাকরণ।
- ২০৪১ সালের মধ্যে
 - রোবোটিক্স এবং অটোনোমাস সিস্টেম গবেষণা প্রকল্প গ্রহণ;
 - বিসিএসআইআরকে বিশ্বমানের গবেষণা কেন্দ্র হিসেবে প্রতিষ্ঠাকরণ।

১০.৪ ভবিষ্যৎ প্রকল্পসমূহের তালিকা:

বাংলাদেশ বিজ্ঞান ও শিল্প গবেষণা পরিষদের ভবিষ্যৎ প্রকল্পসমূহের তালিকা:

- অ্যারোমা টেকনোলজি ইনস্টিটিউট (চট্টগ্রাম), উপকেন্দ্র (মৌলভীবাজার, রাঙ্গামাটি) এবং পর্যটন এলাকাসমূহে থেরাপিউটিক্যাল ক্লিনিক স্থাপন;
- গোপালগঞ্জ সদর উপজেলা অঞ্চলে একটি বিসিএসআইআর গবেষণাগার স্থাপন;

- “বিসিএসআইআর-এ ইনডোর ও আর্টিক্যাল ফার্মিং গবেষণা শক্তিশালীকরণের মাধ্যমে দেশীয় কৃষিশিল্প প্রতিষ্ঠায় কারিগরি সহায়তা” শীর্ষক প্রকল্প গ্রহণ;
- “বর্তমান ও ভবিষ্যৎ জ্বালানি সংকট নিরসনে হাইড্রোজেন এনার্জি টেকনোলজি গবেষণার জন্য হাইড্রোজেন এনার্জি টেকনোলজি ইনস্টিটিউট প্রতিষ্ঠাকরণ” শীর্ষক নতুন প্রকল্প গ্রহণ;
- “জিনোম রিসার্চ ল্যাবরেটরি প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে বাংলাদেশে জিনোমিক গবেষণার উন্নয়ন” শীর্ষক নতুন প্রকল্প;
- স্ট্রাকচারাল ইঞ্জিনিয়ারিং ল্যাবরেটরি স্থাপন;
- অ্যারোস্পেস সায়েন্স এবং টেকনোলজি গবেষণার লক্ষ্য অবকাঠামো নির্মাণ;
- ক্লিনিক্যাল ল্যাবরেটরি স্ট্যান্ডার্ড ইনস্টিটিউট স্থাপন;
- সমুদ্রসম্পদ আহরণ ও প্রক্রিয়াজাতকরণে গবেষণার ক্ষেত্র প্রস্তুতকরণ এবং
- ভাইরোলজি এবং ভ্যাকসিন গবেষণার সুযোগ সৃষ্টিকরণ।

১১.০ সমস্যা এবং চ্যালেঞ্জসমূহ

উদ্ভাবিত প্রযুক্তিসমূহ শিল্পোদ্যোক্তাদের মাধ্যমে সফলভাবে বাণিজ্যিকীকরণ, গৃহীত প্রকল্পসমূহ নির্ধারিত সময়ের মধ্যে সফলভাবে বাস্তবায়ন, গবেষণাগারসমূহকে আন্তর্জাতিক (ISO/IEC 17025) মানে উন্নীতকরণ, দক্ষ জনবল সৃষ্টি ইত্যাদি।

বাংলাদেশ রেফারেন্স ইনস্টিটিউট ফর কেমিক্যাল মেজারমেন্টস (বিআরআইসিএম)



বাংলাদেশ রেফারেন্স ইনস্টিটিউট ফর কেমিক্যাল মেজারমেন্টস (বিআরআইসিএম)

ড. কুদরাত-এ খুদা সড়ক (ল্যাবরেটরি রোড), ধানমন্ডি, ঢাকা-১২০৫

www.bricm.gov.bd

বাংলাদেশ রেফারেন্স ইনস্টিটিউট ফর কেমিক্যাল মেজারমেন্টস্ (বিআরআইসিএম)

ড. কুদরাত-এ খুদা সড়ক (ল্যাবরেটরি রোড), ধানমন্ডি, ঢাকা-১২০৫
www.bricm.gov.bd

১.০ পটভূমি

দেশের মানুষের জীবনমান উন্নয়ন, বাংলাদেশি পণ্য রপ্তানি উন্নয়নে প্রয়োজনীয় বিশেষায়িত পরীক্ষণসেবা প্রদান এবং দেশের সকল রাসায়নিক পরিমাপসংশ্লিষ্ট গবেষণাগারের (অ্যানালাইটিক্যাল ও ক্লিনিক্যাল) পরীক্ষণসেবার মান উন্নয়ন ও আন্তর্জাতিক গ্রহণযোগ্যতা অর্জনের লক্ষ্যে বাংলাদেশে কেমিক্যাল মেট্রোলজি অবকাঠামো প্রতিষ্ঠা করার উদ্দেশ্যে বিসিএসআইআর-এর আওতায় ২টি উন্নয়ন প্রকল্প এবং ১টি কারিগরি সহায়তা প্রকল্পের মাধ্যমে “ডেজিগনেটেড রেফারেন্স ইনস্টিটিউট ফর কেমিক্যাল মেজারমেন্টস্” প্রতিষ্ঠা করা হয়। গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ১০ জুন ২০১২ তারিখ রাসায়নিক পরিমাপ বিষয়ে দেশের এই একমাত্র রেফারেন্স ইনস্টিটিউট, ডিআরআইসিএম-এর শুভ উদ্বোধন করেন। গত সেপ্টেম্বর ২০২০ তারিখ মহান জাতীয় সংসদে “বাংলাদেশ রেফারেন্স ইনস্টিটিউট ফর কেমিক্যাল মেজারমেন্টস্ আইন, ২০২০” পাশ হওয়ার মাধ্যমে প্রতিষ্ঠানটি “বাংলাদেশ রেফারেন্স ইনস্টিটিউট ফর কেমিক্যাল মেজারমেন্টস্” নামে একটি সংবিধিবদ্ধ সংস্থা হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হয়।

২.০ ভিশন

বাংলাদেশে রাসায়নিক পরিমাপবিজ্ঞানের আন্তর্জাতিকভাবে স্বীকৃত অবকাঠামো প্রতিষ্ঠা।

৩.০ মিশন

- রাসায়নিক পরিমাপের ক্ষেত্রে জাতীয় সক্ষমতার উন্নয়ন;
- রাসায়নিক পরিমাপবিজ্ঞান বিষয়ে অবিচ্ছিন্ন তুলনা সিকলের ধারা আন্তর্জাতিক একক থেকে দেশীয় গবেষণাগার পর্যন্ত প্রতিষ্ঠা ও বিস্তৃতকরণ;
- রাসায়নিক পরিমাপবিজ্ঞানের জাতীয় অবকাঠামো প্রতিষ্ঠা এবং এর আন্তর্জাতিক স্বীকৃতি অর্জন।

৪.০ বিআরআইসিএমের কার্যাবলি :

- (ক) পরিমাপ ও রেফারেন্স পরিমাপসেবা প্রদান;
- (খ) প্রফিসিয়েন্সি টেস্টিং ও ইন্টার-ল্যাবরেটরি কমপ্যারিজনসেবা প্রদান;
- (গ) রাসায়নিক পরিমাপ পদ্ধতির উন্নয়ন, ভ্যালিডেশন ও হস্তান্তর;
- (ঘ) রাসায়নিক পরিমাপবিজ্ঞান সংক্রান্ত সর্বোচ্চ আন্তর্জাতিক সংস্থাসহ অন্যান্য আঞ্চলিক সংস্থা এবং সমধর্মী দেশীয়, আঞ্চলিক ও আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠানের সাথে যোগাযোগ রক্ষা এবং উক্ত প্রতিষ্ঠানসমূহের সংশ্লিষ্ট বিষয়ের কারিগরি কমিটিসমূহে অংশগ্রহণের মাধ্যমে দেশে ট্রেসেবিলিটি প্রতিষ্ঠাকরণে সহায়তা প্রদান;
- (ঙ) দফা (ঘ)-এর বিধান অনুযায়ী ট্রেসেবিলিটি প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে International Bureau of Weights and Measures (Bureau International des Poids et Mesures–BIPM), Asia Pacific Metrology Programme (APMP) এবং সমধর্মী দেশীয়, আঞ্চলিক ও আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠানে সংশ্লিষ্ট বিষয়ে সময় সময় গঠিত কারিগরি কমিটিসমূহে অংশগ্রহণ;
- (চ) প্রফিসিয়েন্সি টেস্টিং, ইন্টার-ল্যাবরেটরি কমপ্যারিজন ও ক্যালিব্রেশনসেবা প্রদান দ্বারা দেশের পরীক্ষাগারসমূহের পরীক্ষণসেবা আন্তর্জাতিক মানে উন্নীতকরণ এবং International Committee for Weights and Measures (CIPM) কর্তৃক প্রচলিত ও BIPM-এ সংরক্ষিত আন্তর্জাতিক এককের সাথে তুলনায়োগ্য ও গ্রহণযোগ্য করতে সহায়তা প্রদান;